বেদান্তদর্শন সোপান

প্রথম সংস্করণ

মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৪১।

পরমহংস শ্রীমূল চৈতন্য ভারতী

(তত্ত্ববিনোদ)

মূল্য ২॥০ মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন

পরমহংস শ্রীমদ্ শ্রীমূল চৈতন্য ভারতী মহোদয় যিনি গত ১৩৩৫ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে সারস্বত মহামণ্ডল কর্তৃক তত্ত্ব-বিনোদ "উপাধিতে" অলঙ্কৃত হইয়াছেন. তিনিই এই বেদান্তদর্শন সোপান গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার পরিচয় বোধ হয়, সকলে জানেন না। পাঠক বর্গের অবগতির জন্য তাঁহার জীবনীর অতি সারাংশ মাত্র এস্থানে প্রদত্ত হইতেছে।

তিনি কোন্নগরের বিখ্যাত মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম ৺বৈদ্যনাথ মিত্র; ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীচুণিলাল মিত্র। শৈশব হইতেই তিনি একটী অসাধারণ বালক ছিলেন, সাধারণ বালকগণের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। সর্ব্বদা নির্জনে এবং পুস্তকাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন, নিজের মধ্যে যে সকল প্রশ্ন উঠিত, তাহা সমাধান করিবার জন্য নিজেই নির্জনে, চিন্তা ধ্যান, পুস্তকাদিপাঠ, ও বিজ্ঞজনগণের সহিত সঙ্গ করিতেন, এই রূপেই তাহার জ্ঞানার্জন স্পৃহা বাড়িতে থাকে।

যৌবনে তিনি বিখ্যাত রাম বাগান দত্ত বংশীয় ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত (সিভিলিয়ান) মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হন, এবং যদিও তাঁহার কোন রূপ বিশেষ অভাব ছিল না, তথাপি তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্মে অনিচ্ছা দেখিয়া তাঁহার কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বিষয়ে বদ্ধ করিবার জন্য এক সৌদাগরী অফিসে (Kilburn & Co.) নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজের অনিচ্ছায় কর্তৃপক্ষের অনুরোধ রক্ষার জন্য কিছু দিন কর্ম্মও করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তিনটী কন্যা ও একটী পুত্র হইবার কিছুকাল পরে তিনি, উক্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দেন ও গুরু অন্বেষণে বাহির্গত হন। অনেক স্থান ভ্রমণান্তর সৎ গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া পূজ্যপাদ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ও শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহোদয়দ্বয়ের নিকট শিক্ষা করেন এবং তদীয় আদেশমত সাধনায় রত হন। এইরূপে কিছু কাল অতীত ওপুত্র ক্রমে একটু বড় হইলে, ইনি পুত্রের উপর বিষয়ের ভার প্রদান করিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, অনেক

তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শেষে বৈদ্যনাথ ধামে, প্রসিদ্ধ বটতলায় অবস্থান করেন। সেই স্থানে অনেক কঠোর সাধনার পর তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। সকলেই তাঁহাকে "বটতলায়—বাবাজী" বলিতেন, এবং তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানে সমাদর করিতেন। বাবা বৈদ্যনাথজীউর রাত্রের যে দুগ্ধাদি ভোগ হয়, সেই দুগ্ধ প্রসাদ, বৈদ্যনাথধামে কেহই গ্রহণ করিতে সাহসী হন না, সকলের মনের ধারণা, উহা বিষমিশ্রিত হইয়া থাকে, বাবার ভোগের সময়, বাবার সর্পাদিগণ সে দুগ্ধাদি আহার করিয়া থাকে, সেইজন্য সে দুগ্ধ মনুষ্য পান করিতে পারে না, এ কারণ সেই দুগ্ধ নষ্ট হইত, তিনি বলেন "বাবার প্রসাদ কেন নষ্ট হয়" তাঁহার এই কথা পাণ্ডারা শুনিয়া, তাঁহাকে রাত্রের দুগ্ধ ও প্রসাদ দান করিতেন, তিনি তাহাই পান ও আহার করিতেন, আর বৈদ্যনাথধামের কেরাণীবাগের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর শিষ্য বালানন্দ স্বামী মহোদয় ইঁহার নিষ্ঠা ও তপস্যা দেখিয়া তাঁহাকে প্রসাদ স্বরূপ ফলমূলাদি পাঠাইয়া দিতেন, তিনি তাহাই মাত্র আহার করিতেন, এইরূপে তাঁহার প্রায় ১৫ বৎসর অতিবাহিত হয়। তিনি সংসার হইতে এক প্রকার প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবার অল্পকাল পরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহলোক ত্যাগ করেন। এক্ষণে এই পরিণত বয়সে বৈদ্যনাথধামে সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার এক মাত্র পুত্র ও কন্যাগণ একে একে ইহলোক ত্যাগ করেন। লোকে পুত্র বিয়োগে কিরূপ কাতর হন তাহা কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু এই মহাপুরুষ একমাত্র পুত্র বিয়োগের অসহনীয় যন্ত্রণায় কিছুমাত্র চঞ্চল হন নাই বা কোনরূপ শোকভাব তাঁহার দেহে বা মনে লক্ষিত হয় নাই। এরূপ অবিচলিত, ধীর, কর্ম্মী, শান্ত, বীর কদাচিৎ কখনও কোন ভাগ্যবশে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিনের দৈনিক, তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোনও রূপ ব্যত্যয় কোন দিন পরিলক্ষিত হয় নাই।

তাহার বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৮৫ বৎসর। এখনও তাঁহার দেহ সুস্থ সবল ও সর্ব্ব কর্ম্মে সুপটু। তাঁহার এই অসাধারণ ধৈর্য্য, সংযম ও কঠোরতা এবং তাহার সহিত অমায়িক ব্যবহারে, সকলে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গ করিতেন এবং এখন করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহার

নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও সেই শিক্ষামত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, মনে করিয়া থাকেন। তিনি অনেক দিন হইতেই এই দুরূহ বেদান্ত শাস্ত্রের চর্চ্চায় নিরত ছিলেন। তাঁহার মনে হইত এই জগতের সার, মূল তত্ব, বেদান্ত যদি জগতে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু এই দুর্গম তত্ব, সাধারণ লোকের উপযোগী সরল ভাষায় কিরূপে রচিত হইতে পারে এই চিন্তা করিয়া তিনি বহুকাল ধরিয়া ইহা রচনা করেন, সম্প্রতি সাধারণের নিকট ইহা প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করেন, আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই পবিত্র কার্য্যে, তাঁহার ও অন্যান্য সুধী বর্গের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইব, আশা করিয়া এই "বেদান্ত দর্শন সোপান" জন সাধারণের সমক্ষে নিবেদন করিতেছি। আমার মনে হয় ইহা অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দর ভাবে সাধারণের কৌতুহলোদ্দীপক একটী অমূল্য পাঠ্য বিষয়। সাধারণতঃ যে বেদান্ত দর্শনকে আমাদের অতি নীরস বলিয়া বোধ হইত, ইনি তাহাকে সরস করিয়া সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যন্তও অনেক পরিমাণে বোধগম্য করিবার উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ইহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলে, পরম সাধক "তত্ত্ববিনোদ" মহোদয়ের অসীম পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় সার্থক হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবে বলিয়া ভরসা করি। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আরও বিশদ ভাবে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত আকারে প্রকাশ করিবার জন্য পুজ্যপাদ গ্রন্থকার ও আমি উভয়েই বিশেষ প্রয়াসী রহিলাম।

রাখি-পূর্ণীমা ১৩৪১ সাল।
১৩নং মহেন্দ্র বসু লেন
শ্যামবাজার।

বিনীত—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কৃষ্ণ বসু।
প্রকাশক।

সূচীপত্র

বেদান্তদর্শন সোপান

ভূমিকা

বেদ অর্থে সত্যজ্ঞান, অন্ত অর্থে শেষ, অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের শেষ বা পর্য্যবসান হইয়াছে যাহাতে তাহাই বেদান্ত। সেই জন্য বেদান্তই আমাদের মানব জীবনের প্রধান বা একমাত্র অবলম্বন, যাহার দ্বারা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় (যেমন চক্ষুহীনের দর্শন সম্ভব হয় না, সেইরূপ বেদান্ত বিনা আমাদের জ্ঞানের সাক্ষাৎকার ঘটে না) ইহার দ্বারা আমাদের জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ হয় ও সেই চক্ষের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা যায়, তাহারই নাম বেদান্ত দর্শন। এই যে বেদান্ত দর্শন, ইহা অতি উচ্চস্তরস্থিত বিষয়,—যেমন উচ্চস্তরস্থিত কোন বিষয় দর্শন করিতে হইলে, তথায় আরোহণ করিতে হয়, ও তজ্জন্য একটি সোপান আবশ্যক হয়, সেইরূপ এই বেদান্ত দর্শন লাভ করিতে হইলে, একটি সোপানের আবশ্যক, সেই সোপানও অতি সংকীর্ণ ও দুরারোহ; বিশেষ সাবধানে ও সতর্কতার সহিত আরোহণ করিতে হয়, সেই সোপানের নাম বেদান্ত দর্শন সোপান।

আমাদের, শাস্ত্রে বেদ ও বেদান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ বলিয়াছেন। "বেদ" শব্দ = বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ্ ধাতুর চারিটি অর্থ ব্যাকরণে এইরূপ আছে—

"বেত্তি রূপং বিদ্ জ্ঞানে, বিত্তে বিদ্ বিচারণে।
বিদ্যতে বিদ্ সত্তায়াং, লাভে বিন্দতি বিন্দতে॥"

১ম বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, ২য় বিদ্ ধাতুর অর্থ বিচার, ৩য় বিদ্ ধাতুর অর্থ সত্বা বা অস্তিত্ব, ৪র্থ বিদ্ ধাতুর অর্থ লাভ করা। ইহার মর্ম্ম এই প্রথমে বস্তুর সামান্য জ্ঞান, তাহার পরে বিচার, বিচারের পর সেই বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান এবং সর্ব্বশেষে সেই বিচার লব্ধ তত্ত্ব বা বস্তুকে লাভ করা, এই চারি প্রকার অবস্থা লাভ করাই বিদ্ ধাতুর অর্থ এবং তাহারই নাম বেদ। ইহার চরম সিদ্ধান্ত যাহাতে আছে, তাহাই বেদান্ত। ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বেদ বিভক্ত। এই চারি বেদের চারিটি "মহাবাক্য" আছে যথা "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" ও "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এই সকল মহাবাক্যের চরম সিদ্ধান্তই বেদান্ত, (বেদানাং ঋগাদীনাম্ অন্তঃ চরমো ভাগঃ)।

তাহার পর দর্শন কাহাকে বলে? আমরা অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের—বিশেষতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন বস্তুর বিষয় উপলব্ধি করি, অর্থাৎ তাহার আকৃতি, বর্ণ, রূপাদি বেশ ভাল করিয়া ধারণা করিয়া অন্তরের মধ্যে তাহার একটি প্রতিকৃতি গঠন করিতে পারি, তাহাকেই আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন বলি, তাহা হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, যে কোন বস্তুর জ্ঞান হয় তাহাকেও আমরা দর্শন বলিতে পারি।

এক্ষণে আমাদের নিজেদের বিষয়ে, প্রথম দর্শনে কি দেখি? যখন একটি সদ্য প্রসূত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার দৃষ্টি কোথায়? তখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সবই আছে বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টির কোন স্থিরতা বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে জ্ঞান নাই, তাহার আছে মাত্র রসের জ্ঞান অর্থাৎ সে কেবল মাতৃদুগ্ধ পানের জ্ঞানে মাত্র জ্ঞানী, তাহার মুখে মাতৃ স্তন্যের বিনিময়ে যে কোন দ্রব্য

দেওয়া যাইবে, তাহাই সে মাতৃস্তন্ত ভ্রমে পান করিতে থাকিবে, পরে যে ভাবে ও যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া, সে লালিত পালিত হইতে থাকিবে, তাহার জ্ঞানের উন্মেষও সেইভাবে হইতে থাকিবে ও তাহার দৃষ্টির স্থিরতাও ক্রমে ক্রমে আসিবে, তখন সে তাহার মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে চিনিবে, ও অপরিচিতের নিকট সুস্থির থাকিবে না ; এইভাবে যে জ্ঞানের উদয় হয়, ইহা কিরূপে আইসে ? কে তাহাকে এই জ্ঞান দান করে ? ইহা কি প্রকৃতিদেবীর বা ভগবানের প্রেমের দান নহে ? যদি ইহা তাঁহারই প্রেমের দান হইল, তাহা হইলে তিনি কে ? তাঁহার প্রেম কি ? কেন দেন ? এই সমস্ত কি আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হয় না ?

আমরাও ঠিক উপরোক্ত ভাবে, জন্মগ্রহণ ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, আমাদের পিতামাতা, তাঁহাদের পিতামাতা হইতে ঐরূপ ভাবে প্রসূত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন, এইরূপ উত্তর উত্তর সন্ধান করিতে করিতে শেষে আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন ব্রহ্মবাক্য বা আমাদের আর্য্য ঋষি বাক্য মানিয়া লইতে হয়, যে একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, এই অবস্থাতেই আমাদের পার্থিব জ্ঞানের শেষ হয় কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না, তখনই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হয় "ব্রহ্ম কি ? অর্থাৎ "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা", যাহা বেদান্তে উক্ত হইয়াছে—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।"

ব্রহ্ম জ্ঞানের উপায় জানিতে হইলেই বেদান্ত দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞানের আবশ্যক, যাহা পাঠে প্রথমেই ধারণা হয়, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা", যাহা নিত্য তাহাই সত্য, যাহা অনিত্য তাহা মিথ্যা ; যদি

তাহাই হয়; তবে আমরা স্থূল দেহে যাহা করিতেছি বা দেখিতেছি, তাহা কি সবই মিথ্যা? এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায় বা ধারণা হয়? আমি কার্য্য করিতেছি, ও তাহার ফল ভোগ করিতেছি, যথা, আমার উপার্জ্জিত অর্থ বা সামর্থ্যের বলে, আমি সুখ বা আনন্দ উপভোগ করিতেছি, ইহা কি মিথ্যা? এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? কেন করিব? যাহা আমার বুদ্ধি ও জ্ঞানমতে সত্য তাহাকে আমি মিথ্যা বলিব কেন? ইহার উত্তর এই যে যাহা নিত্য তাহাই সত্য, আমার কার্য্যাদি যাহা কিছু আছে, তাহা নিত্য নহে, কারণ আজ আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত বা সক্ষম, কিছুদিন পরে তাহা থাকে না, কাজেই এই জ্ঞান অনিত্য ও ফলতঃ মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান নিত্য ও ফলতঃ সত্য।

আরও দেখা যায়, আজ আমার, দেহের, ইন্দ্রিয়ের, বা মনের বৃত্তির যেরূপ অবস্থা বা প্রবণতা, কাল সে রূপ থাকে না, যে বস্তুতে আমার আজ সুখ ও তৃপ্তি, কাল তাহাতে অসুখ বা বিতৃষ্ণা হইয়া থাকে, এই পরিবর্ত্তনশীল দেহ বা মনের কোন ভাবই স্থায়ী বা নিত্য নহে। দৈহিক আনন্দ উপভোগে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনয়ন করে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ইহারই ঠিক বিপরীত কার্য্যই করে, অর্থাৎ জীবকে সদানন্দে মত্ত রাখে এই জন্যই আমাদের শাস্ত্র সকল বলেন 'শ্রীভগবানের লীলা নিত্য' যদিও ইহা সর্ব্বসাধারণের চক্ষের অগোচরে নিত্যই অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে, ইহা কেবল জ্ঞান বিস্ফারিত চক্ষে দেখা যায়—যাহা দেখা যায় তাহাই দর্শন, সেই জন্য বেদান্ত দর্শনেই ব্রহ্ম দর্শন ঘটে, অতএব আমাদের সর্ব্ব কর্ম্মই ব্রহ্মের কর্ম্ম জানিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মকে মনে রাখিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করা উচিত, এবং সেইরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে অভ্যাস প্রযুক্ত আমরা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে পারি।

এই যে দুরূহ ও দুর্ভেদ্য ব্যূহ মধ্যস্থিত বেদান্ত দর্শন ইহার মধ্যে প্রবেশের সরল পন্থা, এই পুস্তকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ও ইহা ব্রহ্ম জ্ঞানার্থীর পক্ষে সহায়তা করিবে বটে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে হয় না, আর ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও সাধারণতঃ ব্রহ্মদর্শন হয় না, কারণ আমরা সসীম জীব অসীম ব্রহ্মকে কিরূপে ধারণ করিতে পারিব? অবশ্য তাহার উপায় আছে, আমাদের আর্য্য ঋষিগণ সেই পথ আমাদের জন্য অতি সহজ করিয়া দিয়াছেন, ও কতকগুলি ক্রিয়াদির ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন, যথা দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। এই যে পন্থা, ইহা সহজ হইয়াও কঠিন, কারণ, সাধারণ কোন দ্রব্য আমরা দর্শন করিলেই তাহাতে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় না, আকৃষ্ট হয় যখন তাহার রূপ গুণ বা শক্তির পরিচয় পাই। যতদিন আমরা অজ্ঞান বালকাবস্থায় থাকি; ততদিন আমরা ভাল মন্দ কিছুই বুঝি না, পরে যখন যেমন জ্ঞান হইতে থাকে, তখন ততটুকু বুঝিতে পারি ও ক্রমশঃ জ্ঞান লাভের প্রয়াসী হই, ব্রহ্মজ্ঞানের ও সেই নিয়ম, কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথম বস্তুরই অভাব ঘটে, সেই বস্তু কোথায়? তাঁহার রূপ কি? গুণ কি? শক্তি কি? ইহা কি সহজ উপায় হইল? না, ইহা সর্ব্ব সাধারণের জন্য সহজ নয় বলিয়াই আমাদের দেব দেবীর রূপ, গুণ ও শক্তির সমষ্টিরূপী মূর্ত্তির প্রচলন বালকের অক্ষর পরিচয়ের ন্যায় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, ইহাই মূল, কিন্তু পূর্ণজ্ঞান নহে, ইহা হইতেই সেই চিন্ময় ভাব প্রস্ফুটিত হয়, তাহার পর যথানিয়মে ক্রিয়াদির দ্বারা এই দেহধারী নিজ দেহ ঘটের মধ্যেই সেই অনন্ত পরমাত্মার দর্শনে সক্ষম হইবে। এই দর্শনের পরেই নাদ শ্রবণ, ঐ নাদ অনাহত (অর্থাৎ কাহারও সহিত আহত বা ঘাতপ্রতিঘাতে উৎপাদিত নহে) ইহার পরেই মনন অর্থাৎ তাহাতেই মনোনিবেশ করা।

আমাদের মনের গতি সদাই চঞ্চল কিন্তু যখনই উহা কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভাবে নিবিষ্ট হয়, তখন ইহার ক্ষমতা পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়, যেমন আমরা কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় একমুখী হয়, এমন কি নেত্রাদি কোন ইন্দ্রিয়ই সম্মুখস্থ কোন ব্যাপার, দর্শন বা শ্রবণে অক্ষম হইয়া থাকে সেইরূপ মন যখন আত্ম দর্শনে ও তদীয় নাদ শ্রবণে সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন আমাদের বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, এই ভাবে বহুক্ষণ থাকারই নাম নিদিধ্যাসন ও ইহারই পরিপক্ক অবস্থার নাম সমাধি; এই সমাধি যখন স্থায়ী ভাবে পরিণত হয়, তখন, পূর্ণত্ব প্রাপ্ত অবস্থা, তখন আর জীব জীব ভাবাপন্ন থাকে না, তখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই ভাবই আসিয়া পড়ে।

আমাদের আত্মা বা জীবাত্মা এক্ষণে এই দেহেই অবস্থিত, দেহের সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায় কিন্তু ইহা ব্যতীত, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সমস্তই এই দেহের মধ্যে অবস্থিত, সাধারণতঃ আমাদের দেহ রক্ষার জন্য যাহা আমরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তদপেক্ষা বিশেষ ভাবে এই শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ এবং আয়ুষ্মন্ করিবার উপায় ও ক্রিয়াদি গুরুর নিকটেই শিক্ষা করিতে হইবে, একারণ গুরু বাক্যে একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করাই সর্ব্ব প্রথম কার্য্য।

এক্ষণে আমাদের প্রথম কথা অনুসারে জিজ্ঞাসা হইয়াছে "ব্রহ্ম কি ?" এই প্রশ্নের জন্য আগ্রহ উপস্থিত হইলেই সেই জ্ঞানের সূত্রপাত হইল, সেই সূত্র হইতে সেই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে, এজন্য সর্ব্ব প্রথমে গুরু বাক্যে একান্ত বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, কারণ গুরু বিনা কোন জ্ঞান লাভ হইতে পারে না; এক্ষণে গুরু কে ? ইহার উত্তর—"গুরু সেই ভগবান স্বয়ং," আচ্ছা, গুরু যদি ভগবান স্বয়ংই হইলেন তবে আর সাধনের প্রয়োজন কি ?

তাহা হইলে তাহাকে ত প্রত্যক্ষই পাইলাম, আর যদি সবই ব্রহ্মময় হয়, তবে আবার গুরুর আবশ্যক কি? অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবের গুরু ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই শিক্ষা হয় না, যেমন, কোন দ্রব্য আহার করিতে হয়, কোন দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়, ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবন ব্যাপী জ্ঞান গুরু হইতেই হইয়া থাকে ও তদীয় বাক্যে বিশ্বাস থাকায় তবে আমাদের সেই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্ম জ্ঞানও সেইরূপে অর্জ্জন করিতে হয়, আমাদের অতি প্রাচীন ঋষিগণ সেই জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, পরে আমরা তাঁহাদের প্রিয় সন্তান পাছে মূঢ় হইয়া থাকি সেই কারণ, আমাদের মঙ্গলের জন্য এত কষ্ট লব্ধ সাধনাকে সরল পথে আনিয়া দিয়া গিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের বাক্যই আমাদের গুরু এবং সেই বাক্য যে দেহ হইতে নিঃসৃত, সেই দেহই আমাদের পূজ্য ও আমাদের প্রথম পথ প্রদর্শক গুরু।

অধিক কি সহজ কথায় বলিতে হইলে আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যত কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই সমস্ত জ্ঞানই অপরের প্রদত্ত বা অন্য দেহীর নিকট অর্জ্জন করিতে হইয়াছে, যেমন বিদ্যার্থীকালে অ, আ হইতে আরম্ভ করিয়া, বি এ, এম এ, পাশ করা পর্য্যন্ত কতই ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইয়াছে, তেমনই আবার আমাদের নিত্য কার্য্যেরও কতই গুরু হইয়া গিয়াছেন, আমরা কি সকলকে মনে করিয়া রাখিয়াছি, না তাঁহারা আমাদের নিকটে আছেন? অথচ তাঁহাদের শিক্ষা মত সমস্ত কার্য্যই করিয়া যাইতেছি, তাঁহাদের সেই আদেশবাক্যই আমাদের সকল কা[illegible] প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত করিতেছে; সেই বাক্যলব্ধ জ্ঞান দ্বারাই আমাদে[illegible] শক্তির সাধনা আমাদের অলক্ষিত ভাবে করাইতেছে, ও সেই শক্তিই

আমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও পরে সিদ্ধান্তে আনয়ন ও সেই মত কার্য্য করাইতেছে, সেইজন্য আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের যিনি গুরু তিনিই বা তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানরূপী শক্তি আমাদের প্রয়োজক ও যে দেহী হইতে সেই জ্ঞান আমরা পাই, তিনিই সেই ব্রহ্মরূপী গুরু, অতএব তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনাই আমাদের প্রধান কার্য্য ও সোপানের সর্ব্ব প্রধান স্তর, ও ইহাই বেদান্তোক্ত শ্রদ্ধা।

এই বেদান্ত শাস্ত্র বুঝাইবার জন্য, শাস্ত্রকারগণ কতকগুলি "পারিভাষিক শব্দ" ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ বেদান্তের ভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদিগকে "বেদান্তের পরিভাষা বলে।" সেই শব্দগুলির সরল ব্যাখ্যা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশা করি, বেদান্ত দর্শন পাঠার্থীগণের পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। ইহাও এই বেদান্ত দর্শন সোপানের মন্তব্য।

বেদান্তদর্শন সোপান

সূচনা।

জীবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, পরমাত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞান অনন্ত, সেইজন্য আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্রহ্মজ্ঞানাপন্ন হইতে পারি ততক্ষণ আমরা "আমরাই থাকি" অর্থাৎ জীব ভাবাপন্ন থাকি, যেমন আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানাপন্ন হইতে পারিলেই আর তাহা থাকেনা, তখন "সর্ব্বব্রহ্মময়ং জগৎ" বা অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারি, যাহাই মাত্র "অবাঙ্ মানসগোচরম্, অর্থাৎ জ্ঞান ও দর্শনের চরম অবস্থা। ইহাও আমাদের বেদান্তোক্ত "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"। এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার আবশ্যক কি? ইহা কেবল "আমি কে?" জানিবার নিমিত্ত, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে?—প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমার অস্তিত্বেই সকলের অস্তিত্ব আছে, যেমন যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণই আমার অর্থ, সামর্থ্য, আত্মীয়, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদি যত কিছু আছে, সবই আছে, কিন্তু আমার প্রাণবায়ুর নিঃসরণের সহিত আমার বলিতে আর কিছুই থাকে না; তখন আমার সে আমি কোথায়? এতদবস্থায় দেখা যাইতেছে যে আমার এই আমিত্ব জ্ঞান ইহাও অনিত্য, কাজেই মিথ্যা। যেহেতু আমাদের প্রাণবায়ুর নিঃসরণ কালে স্থূলতঃ আমাদের বলিতে যাহা কিছু আছে বা ছিল, সবই যথাস্থানে রহিল, এমন কি আমাদের দেহও সেই ভাবে পড়িয়া রহিল, দেহ হইতে কোন বস্তু নিঃসৃত হইতেও দেখা গেল না, কেবল মাত্র দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল; এখন আমার সে আমিত্ব কোথায় গেল? আর সে

আমি কোথায় রহিলাম? ইহা বিবেচনা করিলে মনে হয় আমার প্রাণ সত্য, কিন্তু কৈ প্রাণ তো রহিল না, তবে তাহাই বা কিরূপে সত্য হইবে? কারণ, দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ নিত্য নহে, তবে ইহার নিত্য সম্বন্ধ কাহার সহিত? এই অনুসন্ধান করিতে হইলে জীবাত্মার ও পরমাত্মার জ্ঞান আবশ্যক, যে জ্ঞান হইলে পরব্রহ্মের জ্ঞান হয়, ও "সর্ব্ব ব্রহ্মময়ং, জগৎ" জ্ঞানকে বদ্ধমূল করে, এ সকল জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা আবশ্যক।

এখন যদি বিবেচনা করা যায়, যে আমার প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইলেই অদৃশ্যভাবে, অদৃশ্যবায়ুতেই মিশাইয়া যায়, ও সেই অদৃশ্য বায়ুও যা আর শূন্যও তাই, অর্থাৎ আকাশ যেমন অনন্ত বা অসীম তখন আমার প্রাণ বায়ু বা প্রাণও সেই ভাবে অসীম ও অনন্ত হইয়া পড়ে, তবে অনন্ত ব্রহ্ম ও প্রাণ কি এক? আর যদি তাই হয়, তবে আমি কেন পরমাত্মার ন্যায় অনন্ত শক্তিমান হইলাম না? সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জ্ঞান বা ক্ষমতা কেন আমায় বর্ত্তিল না? তা যদি না হইল তখন উক্ত সম্বন্ধও নিত্য হইতে পারে না। এ অবস্থায় বুঝিতে হইল, যে আমার জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অনেক পার্থক্য আছে; এই পার্থক্যের নির্ণয় কি করিয়া হইতে পারে? এখন বিচার করিতে হইবে যে আমার এই প্রাণ কোথায় ছিল? কি করিয়াই বা এই দেহে আসিল? দেহের মধ্যে এতদিন কি ভাবে ছিল? কি কার্য্য সাধন করিল? কেনই বা গেল? এবং কোথায় বা গেল? কি বা লইয়া গেল? কি বা রাখিয়া গেল? এই সমস্ত বিষয় জানিতে হইলে, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও আত্মার বিষয়, এবং উহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়াদির ব্যাপার বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। যতদূর সম্ভব সরল ভাবে, পরবর্ত্তী সোপানে এই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শন সোপান

রহস্য।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের বিচারে দেখা যায়, যে সমগ্র সৃষ্টির পূর্ব্বে, একমাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিলনা, পরে কোন সময়ে তাহার সৃষ্টিকরিবার ইচ্ছা হওয়ায় (ইচ্ছাময়তা হেতু) সৃষ্টি প্রকরণ আরম্ভ হইল। ঐতরেয় শ্রুতিতে এইরূপ আছে "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" "স ইমাঁল্লোকানসৃজত"। ইহারই পরে "প্রাণ" "মন" ও অন্যান্য সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়, "তাহা হইতে ঋক্, সাম, যজুঃ উপদেশ, যজ্ঞ সকল, কর্ম্ম ও দক্ষিণা, সম্বৎসর, যজমান এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশসম্পন্ন লোক উদ্ভূত হইল। আবার তাঁহা হইতেই নানাদেবতা (*) সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রাণ, অপান, (‡) ব্রীহি, যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও এই সকলের নিয়মও উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার প্রমাণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥"
"তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা, যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ, সংবৎসরশ্চ, যজমানশ্চ, লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ
"তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যাঃ মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥"

দেবতা বিশেষ ‡ ধান্য।

এই যে সৃষ্টি (যদিও অনাদি) প্রথমে অতি সূক্ষ্মভাবে আরম্ভ হয়, যাহাকে আমরা ভাষার ঠিক প্রকাশ করিতে পারি না, এই জন্য ইহাকে অব্যক্ত প্রকরণ বলা হয়। ইহার পরের যে সূক্ষ্ম সৃষ্টির ক্রম, তাহাকে মহত্তত্ত্ব প্রকরণ, পরে অহংকার তত্ত্ব প্রকরণ, ইহার পরে যে সূক্ষ্ম সৃষ্টি হয় তাহা তিন ভাগে বিভক্ত; ইহাও অহংকার তত্ত্বের পরিণাম বিভাগ, যথা (১) ভূতাদি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোমের তন্মাত্র অংশ। (২) ইন্দ্রিয়াদি—অর্থাৎ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। (৩) মানস বা মন। এই তিন ভাগকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক বলা হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম সৃষ্টির বিষয়েই ভগবান্ গীতাতে উল্লেখ করিয়াছেন যথা—"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি অষ্টধা।" ৪ শ্লোক ৭ম অধ্যায়। এস্থলে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র। মনঃ শব্দে তৎ কারণ ভূত অহংকার, বুদ্ধি শব্দে তৎকারণভূত মহত্তত্ত্ব এবং অহংকার শব্দে তৎকারণভূত * অবিদ্যা জানিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত অপঞ্চীকৃত সৃষ্টি। ইহার পরই ‡ পঞ্চীকরণ বা স্থূল সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বিশদভাবে জানিতে

---

*প্রকৃতি।

‡ পঞ্চীকরণ—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতের যে সূক্ষ্মাংশ, তাহার প্রত্যেককে প্রথমে সমান সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক ভূতের এক ভাগ অর্থাৎ ১৬ আনার মধ্যে ৮ আনার সহিত অপর চারি ভূতের মধ্য হইতে আনা হিসাবে লইয়া মিশ্রণের নাম পঞ্চীকরণ।

যথা:—ক্ষিতি ।৹+অপ ৵৹+তেজ ৵৹+মরুৎ ৵৹+ব্যোম ৵৹=পঞ্চীকৃত ক্ষিতি ।/ ভাবে অপর চারি ভূতের মিশ্রণ করণের নাম পঞ্চীকরণ।

এই প্রত্যেক ভূতের অমিশ্রিত ভাব অর্থাৎ স্বাতন্ত্র অবস্থাকে অপঞ্চীকৃত অবস্থা বলা হয়।

হইলে বহু শাস্ত্র গ্রন্থাদির জ্ঞান অর্জ্জন করা ও এই সকল শাস্ত্রোক্ত প্রকরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ কি? জীবাত্মার সহিত মন ও ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ কি? ইন্দ্রিয়াদির সহিত আমাদের দেহের সম্বন্ধ কি? এবং দেহের সহিত জগতের বা জাগতিক ব্যাপারের সম্বন্ধ কি? এই সকল বিষয়ে জ্ঞান, আমরা প্রকৃতির সূক্ষ্ম হইতে স্থূলভাবে পরিণতির সহিত উপাধি দ্বারা লাভ করি। প্রকৃতির এই যে পূর্ব্ব কথিত অষ্ট আবরণ, এইগুলিও ইহার সমষ্টিভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের উপাধি। উপাধিগুলি যেন আমাদের যান বাহনাদি। আমরা যান বা গাড়ি, নৌকা, প্রভৃতির দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করি; এবং সেই স্থানের তত্ত্ব বা জ্ঞান সঞ্চয় করি আমরাও সেইরূপ, এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধি দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এই উপাধি ব্যতীত সেই সেই জগতের জ্ঞানলাভ আমরা করিতে পারিতাম না, এই উপাধিকে অবলম্বন করিয়া, যে চৈতন্য বা জ্ঞানের কার্য্য আমরা করিয়া থাকি, সেই চৈতন্যের নাম উপহিত চৈতন্য। এই উপাধি ও উপহিত চৈতন্য লইয়াই জ্ঞানের বিচার ও অনুভূতির তারতম্য হইয়া থাকে।

যখন জীব কর্ম্মবশে এই স্থূল জগতে আগমন করে তখন তাহার স্থূলতম উপাধি ও চৈতন্য লইয়া সে স্থূল জ্ঞান অনুভব করে। কর্ম্মানুসারে ক্রমে ক্রমে তাহার সূক্ষ্ম উপাধি ও তদুপহিত চৈতন্যের উন্মেষ হয় এবং সেই উন্মেষ পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিলে আর স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধির আবশ্যক হয় না, তখন জীব সূক্ষ্ম উপাধি অতিক্রম করিয়া কারণ উপাধি দ্বারা কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়, এবং সেই কারণ-উপাধি দ্বারা, সেই উপহিত চৈতন্যের সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিলে, জীবকে আর কারণ উপাধির অধীন হইয়া থাকিতে হয় না, তখন জীব, তাঁহার, স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন উপাধি বা শরীর

জন্য জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার সৃষ্টির মধ্যে আগমনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া পুনরায় পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়। প্রত্যেক জীব তাঁহার অংশ, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। সেই অংশকে পূর্ণত্বের দিকে পরিণত করা বা স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিরূপে পরিণত করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইহাই সৃষ্টির এক রহস্য।

মনে করুন যেন আমাকে নারায়ণ দর্শন করিতে হইবে; আমরা স্থূল জগতেই আছি, স্থূল জগতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে এই বিষয়টির কিয়দংশে ধারণা হইবে। আমরা সুদূর দুর্গম সেই বদরিকাশ্রম তীর্থে গিয়া নারায়ণ দর্শন করিব। প্রথমে আমাদের সংকল্প করিতে হইবে, যে আমরা সেই নারায়ণ দর্শন করিতে যাইব। সংকল্পের পূর্ব্বে আমার অবশ্য জ্ঞান হইয়াছে, যে বদরিকাশ্রম নামে তীর্থ ক্ষেত্র আছে এবং তথায় নারায়ণ আছেন। ইহা আমি লোকমুখে শুনিয়াছি এবং সেই স্থানের অস্তিত্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাসও হইয়াছে। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমার সংকল্প উঠিয়াছে। সংকল্প যেমন দৃঢ় হইল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমি তাহার উপায় সংগ্রহ করিতে লাগিলাম, যাঁহারা যাঁহারা তথায় গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলাম, এবং যিনি তথাকার প্রায় অধিবাসী সেই পাণ্ডাকেও সঙ্গে লইয়া এবং পাথেয় ও আমার শরীরের রক্ষণের উপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া যাত্রা করিলাম। ...মে, গাড়ী ছাড়িবার স্থান হইতে টিকিট কিনিয়া রেলওয়ে গাড়ীতে ...ড়িয়া বসিলাম। গাড়ী তাহার গন্তব্য স্থানে চলিল। এক একটি ষ্টেশনে ...মিল, কত লোক উঠিল এবং কত লোক নামিয়া গেল, এইরূপে প্রতি ...শনে লোক সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে করিতে গাড়ি আসিয়া হরিদ্বারে ...পস্থিত হইল। সেই স্থানে আমাদিগকে নামিতে হইল। এই যে রেল গাড়ীতে চড়িয়া এত দূর আসিলাম, মনে করুণ, এই রেল গাড়ীই

যেন আমাদের স্থূল শরীর। এক একটি ষ্টেশন, তাহাতে লোকের উঠা নামা, এগুলি জন্ম, মৃত্যুর ভিতর দিয়া স্থূল জগতে, আসা যাওয়া মাত্র। এই রূপ গমন করিয়া স্থূল শরীরের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া, আমাদিগকে অন্য যানের সহায়তা লইতে হইল। তাহার পর আমাদিগকে মোটর গাড়ী যতদূর পর্য্যন্ত সরল ও সুগম পথ আছে এবং গাড়ী যতদূর যাইতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল, আর গাড়ী অগ্রসর হইতে পারিল না। এই গাড়ীতে উঠিবার সময় লোক সঙ্গ ক্রমে ক্রমে কমিয়া গেল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহারা আমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সহিত দেখা হইল না এবং অপর নূতন কতকগুলি লোকের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। তাঁহারাও আমার সহিত গমন করিতে-ছেন মাত্র, সকলেই যে বদরিকাশ্রমের যাত্রী তাহাও নহেন। যখন মোটর গাড়ীর রাস্তা শেষ হইল, যাঁহারা আরোহী ছিলেন সকলেই নামিলেন। এই যে দ্বিতীয় বার মোটর গাড়ীর সাহায্যে পথ অতিক্রমণ ইহা যেন আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের উপাধি মাত্র। এই সূক্ষ্ম উপাধি আর আমাদিগকে আমাদের গন্তব্য পথের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিল না। তখন আমাদিগকে অন্য যানের ব্যবস্থা করিতে হইল। * সামর্থ্য থাকিলে ঝাপান, ডাণ্ডি দ্বারা আমরা অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে পারি অথবা পদব্রজেও যাইতে পারি। এই ডাণ্ডি বা ঝাপানগুলি আমাদের কারণ শরীর। এই শরীর দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র বা ব্যষ্টি ভাবে (অর্থাৎ প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে) গমন করিয়া থাকি। এই যানের বাহকগুলি আমাদিগকে এক একটি ঘাটি হইতে অন্য ঘাটি বা সংগম স্থানে বা পঞ্চ প্রয়াগ অতিক্রম করাইয়া দেয়। "দেব স্থানের" কৃত্য গুলিও সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেব প্রয়াগে বেদান্তের বাক্য

* সামর্থ্য দুই প্রকার ১ম গুরু কৃপা ২য় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি।

"ঋণানিত্রীন্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিয়োজয়েৎ" সফল করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃ, ঋষি, দেব ও মনুষ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তৃপ্তি সাধন দ্বারা তদীয় ঋণ মুক্ত করাইয়া রুদ্র, দেব, নন্দাদি প্রয়াগ অতিক্রম কালীন অগ্রে জগৎ গুরু স্থানীয়, অভিন্ন কলেবর শ্রীশ্রীকেদার নাথ জীউকে দর্শনের পর নারায়ণ ক্ষেত্রে উপস্থিত করাইয়া দেয়। নারায়ণ ক্ষেত্রে, মন্দিরে নারায়ণ দর্শনের সময় আর কোন যান বাহনাদির আবশ্যক নাই। তখন স্বয়ং ভগবানকে দর্শন এবং তাঁহার আনন্দময় ভাবে তন্ময় হইয়া থাকাই শেষ পরিণাম। এই যে রেল, মোটর ডাণ্ডি আর কোন যানাদির এখন আবশ্যক নাই, যখন আমাদের পথ অতিক্রম করিবার আবশ্যক তখন এই যানাদির আবশ্যক ছিল, পথ অতিক্রম করিলে আর আমাদের কোন যানাদির আবশ্যক হয় না। সেইরূপ আমাদের এই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর বা উপাধি আমাদের স্বরূপে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই ভগবান আমাদের যানাদির ন্যায় সহায় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইলেই আর সে গুলির আবশ্যক হয় না। স্থূল ভূতাদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও এইরূপ, কারণ ইহারাই চৈতন্যের জ্ঞানের স্বরূপ অনুভব করাইবার জন্য উপাধিরূপ হইয়াছে। ইহাই বেদান্তের গূঢ় রহস্য ও ইহাই এই বেদান্ত দর্শন সোপানের ভিত্তিস্তম্ভ।

বেদান্তদর্শন সোপান

কর্ত্তব্য

যাহা আমাদের করণীয় তাহাই কর্ত্তব্য, এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? কর্ত্তব্য শব্দের জন্য, ব্যাকরণে "তব্য অনীয় য প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহার এবং বিধিলিঙ্ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র বিধি পূর্ব্বক ধারাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া, ইহাই কর্ত্তব্য। এ স্থলে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই প্রথম কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য জ্ঞানে, পূর্ব্ব কথিত এই সোপানের সংকীর্ণতা ও দুরারোহতার কথা স্মরণ রাখিয়া আরোহণ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। পরে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে এতৎ সম্বন্ধে বিশেষতঃ বেদান্তোক্ত পারিভাষিক শব্দের অর্থভেদ করা আবশ্যক, কিন্তু শাস্ত্রানুরূপ সকল কার্য্য করা ও সেই সমস্ত ক্রিয়ালব্ধ উপাদানাদির সাহায্যে ব্রহ্ম দর্শন করা অতীব সুকঠিন।

এই কঠিনতার উপর আমাদের করণীয় আরও অনেক কার্য্য আছে; যাহাদের নাম যজ্ঞ, অর্থাৎ জ্ঞেয়বিষয় লভ্যার্থে কার্য্য। অনন্ত ব্রহ্মের কল্পনায় তদীয় যজ্ঞও অনন্ত, কিন্তু আমরা অতি স্বল্পায়ু, একারণ এক জীবনে সমস্ত যজ্ঞ সমাধানে আমরা অসমর্থ; অতএব সমগ্র যজ্ঞাদির মধ্যে প্রধান যে পঞ্চযজ্ঞ অর্থাৎ যাহা অনুষ্ঠানে আমরা নিজ নিজ জন্ম হেতু ঋণ মুক্ত হইয়া পরাপর যজ্ঞে সক্ষম হইতে পারি—আমাদের পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহে প্রথমে সেই পঞ্চযজ্ঞ করাই উচিত। যথা:—

"অধ্যাপনং ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃ যজ্ঞোঽতিথি পূজনম্।" ৩।৭০ মনু

১ম অধ্যাপন—ব্রহ্ম যজ্ঞ, ২য়, তর্পণই পিতৃযজ্ঞ, ৩য়—হোম—দেব যজ্ঞ, ৪র্থ—বলি, অর্থাৎ আহার্য্য বস্তুর দানই ভূত যজ্ঞ এবং ৫ম অতিথি পূজনই নৃ যজ্ঞ। এই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাই আমরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের স্বরূপ অনুভব করিতে পারি। এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সকলকে কেন করিতে হইবে তাহার কারণ শাস্ত্রেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই পঞ্চভূতের সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, আমাদের স্থুল শরীরের উপাদান রূপে আমরা সর্ব্বভাবে এই পঞ্চতত্ত্বরূপ পঞ্চভূতের সহিত সর্ব্বদা জড়িত রহিয়াছি, সেই উপাদানগুলি কিরূপে কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহার উৎপত্তি ও কার্য্য শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—মহাত্মা মনু বলিয়াছেন—

"অণ্ব্যো মাত্রাঃ বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাং তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ ॥১।২৭।

পঞ্চ তন্মাত্র অবিনাশি, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থূলভাবে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম যে পূর্ব্বাবস্থা তাহাকে তন্মাত্র বলে। এই তন্মাত্র দ্বারা জগৎ সংসার রচিত হইয়াছে। অন্যস্থানে মহাত্মা মনু বলিয়াছেন—

ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ, পিতৃভ্যো দেব দানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ। ৩।২০১।

প্রথমে ঋষিগণ হইতে পিতৃগণ, পিতৃগণ হইতে দেব-দানবগণ, এবং দেবগণ হইতে এই সমুদয় চরাচর জগৎ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ তন্মাত্রের সহিত ঋষি, পিতৃ, দেব, মনুষ্য ও ভূতগণের

সম্বন্ধ রহিয়াছে। মনুষ্য এই পঞ্চ তন্মাত্র অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ অবলম্বন করা হেতু; এই পঞ্চ ঋণে আবদ্ধ হয়, সেই জন্য এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সেই পঞ্চ ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং নিজের স্বরূপের আভাস পায়।

১। বেদ পাঠ বা স্বাধ্যায় বা জ্ঞানার্জন করার নাম ঋষিযজ্ঞ। আকাশ তত্ত্ব অবলম্বনে শব্দ উচ্চারিত হয়, শব্দব্রহ্ম সাধনই ঋষিযজ্ঞ।

২। তর্পণই পিতৃ যজ্ঞ। পিতৃগণ দ্বারা আমাদের সূক্ষ্ম শরীর বিশেষতঃ মন, আমরা দেব-পিতৃ অর্যমার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন দ্বারা আমরা বায়ুতত্ত্বের নায়ক দেব-পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইতে পারি।

৩। হোম—দেব যজ্ঞ। দেবতাগণ হইতে আমরা শরীর ধারণ জন্য যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছি তদুদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি প্রদান এবং তৎতৃপ্ত্যর্থে দ্রব্য ত্যাগই দেব যজ্ঞ। ইহার দ্বারা আমরা তেজস্তত্ত্বের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি।

৪। বলি—ভৌতঃ। ভূতগণ, প্রাণীগণ হইতে আমরা উপকার প্রাপ্তি হেতু তাহাদের নিকট আমরা ঋণে আবদ্ধ হই। সেই ঋণমুক্ত হইতে হইলে আমাদিগকে তাহাদিগের উপকার করার জন্য তাহাদিগকে আহারীয় বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহার দ্বারা স্থূল পৃথ্বী তত্ত্বের সম্বন্ধীয় ঋণ হইতে আমরা পরিমুক্ত হইতে পারি।

৫। পরিশেষে মনুষ্যগণ হইতে আমরা যে ভাবময় শিক্ষা লাভ করি, তাহাতে আমরা যে ঋণে বদ্ধ হই, তাহা হইতে পরিমুক্ত হইতে হইলে নৃ যজ্ঞ, বা অতিথি পূজন, অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যকে সেবাকরা রূপ নৃ যজ্ঞ দ্বারা ভাবময় অপতত্ত্বের ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে

বেদান্তদর্শন সোপান

বেদান্তের মূর্ত্তি

এই সোপানের উপরে যে মূর্ত্তি আছেন, তিনিই বেদান্তের মূর্ত্তি। তাঁহাকেই দর্শনের নাম বেদান্ত দর্শন। ইনি, বেদ, উপনিষদ্, বেদাঙ্গ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, কল্পসূত্র, শ্রৌতসূত্র, সাংখ্য পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা এই সমস্ত শাস্ত্রের ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপ লইয়াই বেদান্ত দর্শনের মূর্ত্তি গঠিত। এই সমস্ত শাস্ত্রোপাদানে, যে উক্ত মূর্ত্তি গঠিত সেই সমগ্র উপাদান রূপ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করার হেতু উক্ত সকল শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দের অর্থ সদ্‌গুরুর সাহায্যে নির্ণয় ও তৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াদি শিক্ষা, অভ্যাস, স্বাস্থ্যরক্ষা, সঙ্কল্প ও সাধনাদি করিতে পারিলে উক্তমূর্ত্তি দর্শনে সক্ষম হওয়া যায়।

সাধনই আমাদের সিদ্ধির মূল। এক্ষণে আমাদের এই সাধনা করা কি সহজ? না, ইহা সহজ নহে বলিয়াই, আমাদের আর্য্য ঋষিগণ, ইহাকে অনেক পরিমাণে আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাধ অর্থাৎ অভিলাষ, সন্তোষ। আমার যাহা অভিলাষ বা যাহাতে আমার সন্তোষ লাভ হয় তাহাই আমি করিব, ও সেইরূপ কার্য্য করার নামই সাধনা। আর যে বস্তুর দ্বারা আমার অভিলাষ বা সন্তোষ লাভ হয় তাহাই আমার সাধ্য। পার্থিব সন্তোষদায়ক যত কিছু বস্তু বা ব্যাপার আছে, তাহার কিছুই চিরস্থায়ী নহে, আজ যাহাতে আমার

অভিলাষ, কাল তাহাতে নাই, আমি আজ যাহাতে সন্তুষ্ট কাল তাহাতে নহি, কারণ এইগুলি সবই ক্ষণিক, পরমানন্দই একমাত্র আনন্দ যাহার অবসাদ নাই; যা যে আনন্দের শেষ নাই, যতই ভোগ বা অভিলাষ করা যাইবে, ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। জীব মাত্রেই চাহে আনন্দ কিন্তু সেই নিত্যানন্দের অভাবেই বিভিন্ন পথে ধাবমান ও নৈরাশ্যে পতিত হয়, যাহাতে এই সকল নৈরাশ্য নাই, তাহারই নাম সাধনা, অর্থাৎ সোপানে আরোহণ পথে অগ্রসর হওয়া, কিন্তু সেখানে যে প্রতিবন্ধক আছে, তাহাকে অপসারিত করা আবশ্যক, সেই প্রতিবন্ধকগুলি ইহার পরে বর্ণিত হইল, যাহার নাম অনুবন্ধ চতুষ্টয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বেদান্ত শাস্ত্র অত্যন্ত জটিল। সাধারণ লোকে এই শাস্ত্র বুঝিতে পারে না। বেদান্ত বলিলে আমরা কি বুঝিব? তাহার উত্তরে বেদান্তবিদ্‌গণ বলিতেছেন।

"বেদান্তোনাম উপনিষৎ প্রমাণম্।
তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ॥"

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই চারিটি বেদ। এই চারি বেদের জ[illegible] আমাদের চারিটি আশ্রমও আছে যথা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যা[illegible] ইহাদিগের উপযোগী (১) মন্ত্র বা সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ (৩) আরণ্যক [illegible] (৪) উপনিষৎ এই চারি ভাগ আছে। এই চারি ভাগের মধ্যে উপনি[illegible] ভাগে, যে ব্রহ্ম বিষয়ের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে তাহাই বেদান্ত। এ[illegible] উপনিষৎ সাধারণতঃ ১০৮ খানি। এই উপনিষৎ মধ্যে যে পরস্প[illegible] অসামঞ্জস্য কথা বা তত্ত্বের বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার সুসঙ্গত মীমাংসা বেদব্যা[illegible] করিয়াছেন, তাহাই উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত সূত্র। এই বেদান্ত

শাস্ত্রও শ্রুতি, স্মৃতি, এবং ন্যায় এই তিন ভাগে বিভক্ত। উপনিষৎগুলিকে "বেদান্ত শ্রুতি," উপনিষদের মীমাংসা, বেদান্ত সূত্রকে "বেদান্ত ন্যায়" এবং "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা," "সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়" ও "শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম," এই তিন গ্রন্থেও বেদান্তের অনেক সিদ্ধান্ত ও মত সন্নিবিষ্ট থাকার জন্য এই তিন খানি গ্রন্থকে "বেদান্ত স্মৃতি" বলা হইয়াছে। কোন আচার্য্য, নিজের সিদ্ধান্ত ও নিজ মত স্থাপন করিবার চেষ্টা বা প্রচার করিতে প্রয়াসী হইলে তাঁহাকে প্রথমেই এই বেদান্তের প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিতে হয় এবং নিজে সেই মত আচরণ করিয়া তাহা প্রচার করিতে হয়, তাহার পর তিনি আচার্য্য নামে কথিত হন। শাস্ত্রে আচার্য্যের লক্ষণ দিয়াছেন, যথা—

"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং, আচারে স্থাপয়েৎ পুনঃ।
স্বয়ং আচারতেযস্মাদাস্তেনচার্য্য চোচ্যতে।"

যিনি বিভিন্ন, শাস্ত্র হইতে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যমূলক, শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিয়া আচারে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং স্বয়ং আচরণ করেন, তিনিই আচার্য্য।

বেদই সাধারণতঃ কঠিন শাস্ত্র, সকলের পাঠের ক্ষমতা বা অধিকার নাই, তাহার উপর বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য কয়জনের আছে? সেই জন্য বেদান্তের, আলোচনা ও শিক্ষার্থীর অধিকার সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিতে হয়। প্রথমে, বেদান্ত পাঠের অধিকারী কে? দ্বিতীয়, বেদান্তে কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে? তৃতীয়, বেদান্ত আলোচনার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এবং চতুর্থ, বেদান্ত পাঠের আমার প্রয়োজন কি? এই চারিটি বিষয়

ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। এই চারিটি বিষয়ের শাস্ত্রীয় নাম "অনুবন্ধ" চতুষ্টয়।''

"বিষয়শ্চাধিকারী চ সম্বন্ধশ্চ প্রয়োজনম্।
বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং স্যাদনুবন্ধ চতুষ্টয়ম্॥"

এখন অধিকারী কে ?

যিনি বিধিপূর্ব্বক বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহার স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র নিত্য, নৈমিত্তক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান ও উপাসনা দ্বারা নিষ্পাপ ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া তত্ত্ব জ্ঞানের উপযোগী চারি প্রকার সাধন কার্য্য অভ্যাস করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত অধিকারী—

(১) কাম্য কর্ম্ম—স্বর্গ সুখাদির কামনায় যে কর্ম্ম করিবার উপদেশ আছে, বা নিজের কোন অভীপ্সিত সুখ ভোগের জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তাহাই কাম্য কর্ম্ম।

(২) নিষিদ্ধ কর্ম্ম—ব্রহ্ম হত্যা, পরের অনিষ্ট চিন্তাদি কর্ম্ম।

(৩) নিত্য কর্ম্ম—সন্ধ্যা বন্দনাদি যাহা না করিলে পাপ ক্ষয় হয় না''

(৪) প্রায়শ্চিত্ত—কোন গর্হিত কর্ম্মাচরণ হেতু তাহার শাস্ত্র বি।
প্রায়শ্চিত্ত করা।

(৫) উপাসনা—শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া সগুণ উপাস-
মনোনিবেশাদি করা।

(৬) চারি প্রকার সাধন যথা—

(ক) নিত্যানিত্য বস্তু বিচার—প্রবাহরূপে সর্ব্বদা নূতন নূতন মনোরথ উঠে বলিয়া বস্তুর অনিত্যতা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না অর্থাৎ এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিত্য আর সমস্তই অনিত্য এইরূপ বিচার।

(খ) ঐহিক ও পারলৌকিক ফল ভোগে বৈরাগ্য, ইহ-সংসারে সকল প্রকার ভোগ বৈরাগ্যের সহিত অর্থাৎ নির্লিপ্ত ভাবে করা এবং পরলোকে স্বর্গসুখাদি অনিত্য জানিয়া তাহাতেও বিতৃষ্ণা।

(গ) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা, এই ষট্ সম্পত্তি লাভ।

শম—অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের নিগ্রহ।

দম—বহিরিন্দ্রিয়ের দমন।

উপরতি—বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ বা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা।

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণ, মানাপমান, শোকহর্ষ প্রভৃতি সহ্য করা।

সমাধান—আত্মাতে চিত্তের একতানতা উৎপাদন।

শ্রদ্ধা—গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস।

(ঘ) মুমুক্ষু—কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার তীব্র ইচ্ছা।

এই চারিটি সাধন, যিনি সামান্য ভাবে অনুষ্ঠান করিয়াছেন তিনিও এই শাস্ত্র পাঠের অধিকারী।

বিষয়—এক্ষণে দ্বিতীয় অনুবন্ধের কথা বলা হইতেছে। বিষয়—অর্থে প্রধান প্রতিপাদ্য—অর্থা বেদান্তের তাৎপর্য্য বা বেদান্তে যাহা কথিত হইয়াছে যথা জীব-ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন করা।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য, সেই আত্মার বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হই ব, এবং সর্ব্বদা ধ্যান করিতে হইবে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির * বার্ত্তিকে ইহা অতি পরিস্ফুট ভাবে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"শ্রোতবাঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।

মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ॥" বার্ত্তিক ২,৪, ৩০৪ বৃহদারণ্যক,

শ্রুতি বাক্য শ্রবণ করিবে, শ্রবণের পর, তাহার অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা সেই শ্রুতি বাক্যকে মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, তাহার পর যখন সেই শ্রুতি বাক্য বিচার করিয়া তাহাতে কোনও রূপ সন্দেহ থাকিবে না, তখন সেই শ্রুতির বিষয় সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, হইলে সেই বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বস্তুর দর্শন লাভ ঘটিবে। স বেদ, বেদান্তাদি শাস্ত্রের একমাত্র বিষয় সেই, ভগবান ব্রহ্ম। কঠোপনি উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বে বেদা যদ্‌পদমামনন্তিণ"

সমগ্র বেদই সেই ব্রহ্মকে বর্ণন করিতেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীত বলিয়াছেন—

---

* উক্তানুক্ত দুরুক্তার্থ চিন্তাকারি তু বার্ত্তিকম্। 'গ্রন্থের মধ্যে যে সকল বিষয় উক্ত য় নাই, বা একেবারেই উক্ত হয় নাই বা যাহা বুঝিতে অত্যন্ত কষ্ট স্বী করিতে হয়, সেই সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া যে গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে তাহার নাম বার্ত্তিক।

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।"

সকল বেদের বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তু "আমিই" অর্থাৎ ভগবান্।

সম্বন্ধ—তৃতীয় অনুবন্ধ জীবের সম্বন্ধ। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, শাস্ত্র তাহার কথা বলেন না। যাহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার কথাই বলেন। বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ জীব যে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, তাহার সকল রকম সম্বন্ধই যে ব্রহ্মের সহিত আছে তাহা বুঝাইয়া দেয়।

প্রয়োজন—চতুর্থ অনুবন্ধ প্রয়োজন। জীব অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মের সহিত এত নিকট সংস্পর্শে থাকিয়াও নিজের সুখময় অবস্থা ভুলিয়া সে নিজেকে দুঃখী, শোকাতুর মনে করে। কিন্তু তাঁহাকে পাইলে, আপনার আনন্দময়ত্ব অনুভব করেন। এই দুঃখ নাশ ও আনন্দ অনুভব করাই প্রয়োজন।

সকল জীবের উদ্দেশ্য সদানন্দ অনুভব করা। এক মাত্র এই [illegible]ান্তের আলোচনার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, এই জন্য [illegible]ান্ত পাঠের বিশেষ আবশ্যক।

উপরোক্ত এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেদান্ত পাঠের প্রকৃত [illegible]ধিকারী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন।

[illegible] শাস্ত্রে যদিও এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে অধিকারী বলিয়াছেন—[illegible]থাপি সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহাদের ভিতরে সংসারে বিতৃষ্ণা বা [illegible]ংসারের মধ্যে থাকিয়াও কেবলমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে সংসার ধর্ম্ম পালন [illegible]রিয়া আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনে উৎসুক ও তৎপরবশ হইয়া কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তাঁহারা উপরোক্তভাবে অধিকারী না হইলেও বেদান্ত

পাঠের অধিকারী। অধিকারী হইতে হইলে, প্রথমে সূক্ষ্ম শরীর শুদ্ধ করিতে হয়, সূক্ষ্ম শরীরের শুদ্ধি সাধনের ফল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তের মধ্যে ভগবানের জন্য প্রবল বাসনাই আগ্রহ, যখন অন্য সকল প্রকার ভোগোপকরণ ও ভোগবস্তু সত্বেও তাহাতে কিছুমাত্র তৃপ্তি না পাইয়া যে হৃদয়ের বেগ কেবলমাত্র নিত্য বস্তুর জন্য প্রবণ হইয়া থাকে, মনে হয় যেন কোন অভাবনীয় শক্তি তাহাকে এই বিষয়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে থাকে তখন বুঝিতে হইবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত পুণ্য ফলে ভগবান তাহাকে অলক্ষ্যে গুরু শক্তির দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। ভগবান জনার্দ্দন কেবলমাত্র ভাবগ্রহণ করেন। সেই ভাব মাত্র থাকিলেই তিনি এ কার্য্যের অধিকারী হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

বেদান্তদর্শন সোপান

গুরু

সকল হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যেই গুরুর মহিমা ও কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্র শাস্ত্রে গুরুর অনেক প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে, গুরুর চারি প্রকারের কার্য্য বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। গুরুশ্রেষ্ঠ দেব দেব মহাদেব ; মাতা পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়াছেন—

''মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তঃ মন্ত্রোহি পরমোগুরুঃ।
পরাপর গুরুস্ত্বংহি পরমেষ্ঠী গুরু হ্যহং।

মন্ত্রদাতাই সাধারণ গুরু, মন্ত্র নিজেই পরমগুরু। মন্ত্রের শক্তিই সাধককে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপিণী দে...া পার্ব্বতী, জীবকে প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ স্তরে লইয়া যান, এবং প্রকৃতির ...ীত স্থানে, সেই পরমেষ্ঠীগুরু নির্গুণ পুরুষ, মহেশ্বর লইয়া যান, এই ...ই তিনি জগৎগুরু বাচ্য। আবার অন্য প্রকারে, জীব, ভগবানকে ...কাৎ গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুরু ভগবানের অন্যতম মূর্ত্তি। ...ই আচার্য্যরূপে বাহিরে এবং অন্তরে নিজের অন্তঃকরণের ভিতর ...রণা দ্বারা, চৈত্ত্য গুরুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভাগবতে উক্ত ...ইয়াছে : —

''নৈবো পয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধ মুদঃ স্মরন্তঃ।

যো হন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষাস্বগতিং ব্যনক্তি।”
১১।২৯।৬

ভগবৎ ভক্ত উদ্ধব ভগবানকে বলিতেছেন—“হে প্রভো! ব্রহ্মবিদ্‌গণ অনেকদিনেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না, যে হেতু তাঁহারা তোমার উপকার যতই স্মরণ করিতে থাকেন, ততই তাঁহাদের আনন্দের বৃদ্ধিই হইতে থাকে। কারণ তুমি তাহাদের উপকার জন্য বাহিরে আচার্য্য গুরুরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অর্থাৎ চৈত্ত্যগুরুরূপে সৎ প্রবৃত্তিদ্বারা মনুষ্যগণের বিষয়বাসনা দূর করিয়া নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাক। গীতাতেও ভগবান নিজেই বলিয়াছেন :—

“তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে” ।১০।১০ অধ্যায়.

হে অর্জ্জুন! আমি অন্তর্যামী যাহারা নিরন্তর আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন, আমি তাহাদিগকে তাদৃশ বুদ্ধি, যোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকেই লাভ করে।

চিত্ত শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই চৈত্ত্যগুরুর প্রভাব জানিতে পারা য পৃথিবীতে এখনও যোগী মহাপুরুষগণ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহ কোন নির্জ্জন, নিভৃত স্থানে অবস্থান করিতেছেন, আমরা তাহা জানি ন কিন্তু তাঁহারা যে সকল সৎচিন্তা করিতেছেন, পৃথিবীর মঙ্গল জন্য মিত্র ভাবনা করিতেছেন, অর্থাৎ “পৃথিবীর সকল লোক সুখী হউ রোগ মুক্ত হউক, দ্বেষ হিংসা বিদুরিত হউক, এবং সকলে নিজের স্বরূ অনুভব করুক” এইরূপ যে চিন্তা করিতেছেন—সেই চিন্তার তরঙ্গে আমাদের চিত্তের মধ্যে স্পন্দন অনুভূত হইবে। জলে যেরূপ তরঙ্গ আ বায়ুতে যেরূপ তরঙ্গ আছে, সেইরূপ জগতে অদৃশ্য চিন্তারও একটি তরঙ্গ

আছে। সেই চিন্তার অনুরূপ চিন্তা করিবার যাঁহাদের শক্তি আছে, তাঁহাদের চিত্তেই সেই চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া লাগিবে, অন্যথা লাগিবে না। সেইজন্য চিত্ত শুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম চিন্তা (স্পন্দনের) শক্তির ব্যবহার শিক্ষা করা আবশ্যক। তাহা হইলে চৈত্ত্যগুরুর সংস্পর্শে সাধক আসিতে পারিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে Radioর যে গান বাজনা হইতেছে, তাহা সূক্ষ্ম ইথরের স্পন্দনে হইতেছে, বায়ুর স্পন্দনে নহে। সেই ইথরের স্পন্দন গ্রহণ করিবার যেখানে যেরূপ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই যন্ত্র যাহার ঘরে আছে, এবং সেই ইথরের স্পন্দনের সহিত তাহার যোগ করিয়া দিলে যেমন তিনি সকল গান বাজনা যন্ত্রের অনুরূপ শুনিতে পান, কিন্তু যেখানে সে যন্ত্র নাই, সে স্থানে যেমন কেহ শুনিতে পায় না অথচ সে গান সর্ব্বত্র ইথরে স্পন্দিত হইতেছে। সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যাহার অন্তরের শক্তি গ্রহণ করিবার ইন্দ্রিয় বিকাশ হইয়াছে, তাহার দ্বারাই চৈত্ত্যগুরুর কার্য্য যথার্থরূপে প্রতিভাত হইবে। অসম্ভব সম্ভবরূপে পরিণত হইবে। এইরূপে সূক্ষ্ম জগতের অনুভূতি, জ্ঞান, ভাবের বি[illegible]ময়ে বাস্তব জগতের ন্যায় অনুভূত হইবে। ক্রিয়া, চিত্তশুদ্ধি, গুরুর [illegible]দেশ পালন ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ইহা লাভ হয়।

গুরুর মহিমার কথা সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে, তন্ত্র শাস্ত্রে গুরু [illegible]ব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

> "গু শব্দ স্বন্ধকারঃস্যাদ্ রু শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
> অন্ধকার নিরোধত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

'গুরু' এই দুই শব্দের মধ্যে গু শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং রু শব্দের অর্থ সেই অন্ধকারকে দুর করিয়া জ্যোতির্ম্ময় করা, উভয় শব্দের মিলিত

অর্থ এই যে যিনি শিষ্যের অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া তাহাকে জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন তিনিই গুরু। বাহিরের আলোক দ্বারা বাহিরই জ্যোতির্ম্ময় ও আলোকিত হয় কিন্তু অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরীত হয় না, যিনি জীবের ভিতরের সেই অন্ধকার দূর করিয়া দেন তিনিই গুরু। যেমন সূর্য্যের উদয়ে জগৎ উদ্‌ভাসিত হয়, অর্থাৎ সকল বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং সূর্য্যে অভাবে অর্থাৎ রাত্রে—বিশেষতঃ চন্দ্রাদিবিহীন অন্ধকার রাত্রে আমাদের কোন বস্তুই নিকটস্থ থাকিলেও দৃষ্টিগোচর হয় না, বা তাহাদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকে না, অথচ সূর্য্যের প্রতীক স্বরূপ, আলোকের সাহায্যে ঐ সমস্ত বস্তুর বা বিষয়ের অনেক পরিমাণে জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম স্বরূপ বা তদীয় প্রতীক গুরুই আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার একমাত্র সহায়। কোন কোন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে "যে সউ চন্দা উগবহি সূরজ চড়ে হাজার। এতে চানণ হোদিয়া গুরু বিনা ঘোর অন্ধার" অর্থাৎ—

"উদ্যন্তু শতমাদিত্যাঃ উদ্যন্তু শতমিন্দবঃ।
ন বিনা বিদুষাং বাক্যৈ নশ্যন্ত্যাভ্যন্তরং তমঃ॥"

যদি আকাশে শত চন্দ্রের উদয় হয়, শত সূর্য্যও যদি উদিত হয় তা হইলে বাহির জ্যোতির্ম্ময় হইবে বটে কিন্তু লোকের হৃদয়ের অজ্ঞ অন্ধকার তাহার দ্বারা বিরিদূত হইবে না, সে কেবলমাত্র গুরুর উপদেশে হইয়া থাকে। বাহিরে কখন কখন ঘন মেঘাদি সেই সূর্য্য জ্যোতি ব্যাঘাত ঘটায় কিন্তু এই গুরূপদিষ্ট বাক্যে বা তদীয় প্রদত্ত মন্ত্রে, প্রগা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে অর্থাৎ সে স্থানে নিজ দুর্বুদ্ধি ঘটিত বিভ্র

উপস্থিত না করিলে, সেই বীজভুত জ্যোতি ক্রমশই উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইতেই থাকিবে, মেঘাচ্ছন্ন হওয়া তো দূরের কথা। ইহার দ্বারা যিনি যে প্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি সেইরূপেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন এমন কি অতি সহজে, অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন হইয়া অসাধ্য সাধন, বল বিক্রমাদির বিকাশ ও বহু প্রকার অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন।

এই গুরু শক্তির অনেকগুলি স্তর আছে, সব স্তরগুলিই গুরু শক্তির মহিমায় উজ্জল হইয়া যায়। জ্ঞান শক্তির প্রথম বিকাশ হইতে, শেষ ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্তই গুরু শক্তির ফল। এই শক্তির একটি ধারাবাহিক ক্রম আছে, একটি কারিকাতে তাহা বেশ উক্ত হইয়াছে যথা—

"জ্ঞান জন্যা ভবেদিচ্ছা, ইচ্ছা জন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেৎ চেষ্টা, চেষ্টা জন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥"

সকলের মূলে আমাদের জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতেই ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, ইচ্ছা হইতেই আমাদের যে বিষয়টি মনে উপস্থিত হইল, তাহার পূর্ব্বাপর আলোচনার পরে সূক্ষ্ম মানসপটে একটি চিত্র অঙ্কিত হয়, সেই মানস কল্পিত ভাবকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেষ্টা করিয়া শরীরের দ্বারা সম্পন্ন করাই ক্রিয়া। এই ক্রিয়া সাধন জন্য প্রথমে জ্ঞান, তৎপরে ইচ্ছা, তদনন্তর কৃতি তাহার পরে চেষ্টা ও অবশেষে ক্রিয়া। ইহা আমাদের পূর্ব্ব কথিত পঞ্চ ভূতের পঞ্চ যজ্ঞের অন্যতম অঙ্গ স্বরূপ। ঋষিগণ হইতে জ্ঞান (আকাশ তত্ত্ব) পিতৃগণ হইতে ইচ্ছা (মরুৎ তত্ত্ব) দেবগণ হইতে কৃতি (অগ্নিতত্ত্ব) ইন্দ্রিয় বর্গের অধিষ্ঠাত্রীগণ কর্ত্তৃক চেষ্টা (অপতত্ত্ব) ও ভূলোকের (ভূতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত) শরীর দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদিত হয় (ভূতত্ত্ব)। ইহা

সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে গুরুশক্তি দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই গুরু প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করাই বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ স্থূল উপাদানেই আমাদের এই শরীর, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে বলিষ্ঠ ও ক্রিয়াবান করিতে হইলে গুরুর আদেশ মত প্রাথমিক অর্থাৎ দৈহিক ক্রিয়াদি বিশেষ ভাবে শিক্ষা করা আবশ্যক যথা, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মুদ্রাদি ও তন্নিবন্ধন দৈহিক পটুতা এবং এই দেহস্থিত যাবতীয় ধাতু * যাহার দ্বারা এই শরীর গঠিত ও রক্ষিত এবং তৎসহ আমাদের বৃত্ত্যাদির যথাযথ পরিচালন দ্বারা আমাদের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সকল অবস্থারই পারম্পর্য্যক্রমে সম্বন্ধ নির্ণয় বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে, ইহা ছাড়া পূর্ব্বে যে পঞ্চভূতাত্মক উপাদানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত, তাহার স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত, যত অবস্থা আছে তাহার পৃথক পৃথক ক্রিয়া বিষয়ে জ্ঞান উৎপাদন করে।

---

* শরীরস্থ ধাতু :—

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি মজ্জা, শুক্র ও ওজ। ইহাদের সহিত খনিজ ধাতুর বৃক্ষাদির বিশেষ সম্বন্ধ আছে।
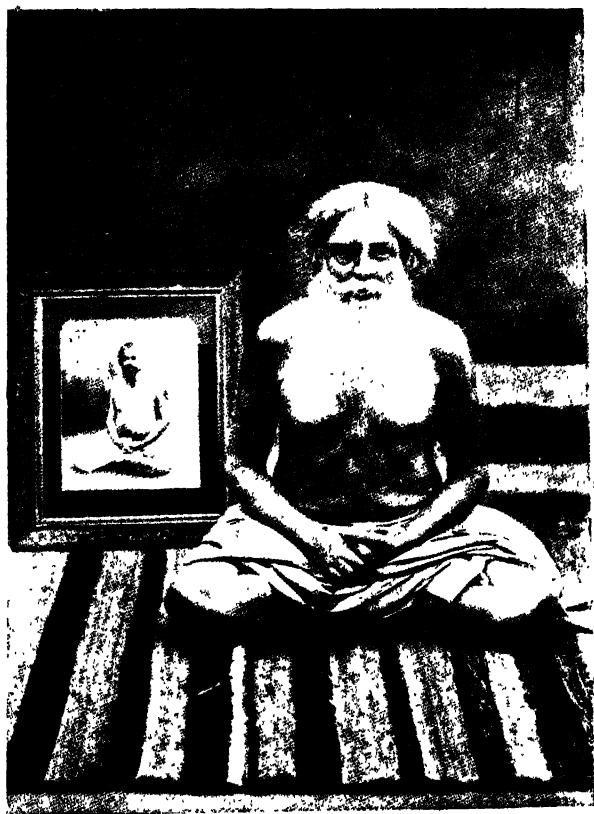
শ্রীশ্রীপরমহংস মূল চৈতন্যভারতী।

বেদান্তদর্শন-সোপান

প্রারম্ভ

আমাদের জীবনে, স্থূল শরীরের যেমন মোটামুটি চারিটি অবস্থা আছে, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা সেইরূপ, আমাদের জ্ঞানের ও সাধারণতঃ চারিটি অবস্থা আছে, প্রথম শৈশবে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উন্মেষের সহিত আমাদের বাহ্যবস্তুর সামান্য জ্ঞান হয় (২) বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্য-বস্তুর সহিত আমাদের যে ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই ঘনিষ্ঠতায় জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে থাকে (৩) ইহারই ফলে বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের মনের ভাবের বিনিময়ে বা পরিবর্ত্তন হেতু সুখ বা দুঃখ অনুভব করি ও (৪) তাহা হইতেই আমাদের মনের সংস্কার জন্মে। এই সংস্কারের বহু প্রকার ভেদ আছে, তাহার এক্ষণে আলোচনার আবশ্যক নাই। এই যে সংস্কার, ইহার দ্বারাই আমরা জাগতিক সমস্ত বিষয়ের বিচার করিয়া থাকি অথবা এই বিচারের জ্ঞান, আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া থাকে এবং ইহাই আমাদিগকে কর্ম্মে নিবৃত্ত বা প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। এই চারি প্রকার জ্ঞানের বিশদ ভাব বেদে বর্ণিত হইয়াছে ও তাহারই চরম সিদ্ধান্ত যাহাতে আছে, তাহাই বেদান্ত। বেদও চারিভাগে বিভক্ত, যথা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। সেই প্রত্যেক বেদও আবার চারিভাগে বিভক্ত যথা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। এই চারিভাগ চারি আশ্রমের জন্য বিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম। ১। ব্রহ্মচারীর সংহিতা বা

মন্ত্রভাগ, ২। গৃহীর জন্য ব্রাহ্মণ ভাগ, ৩। বানপ্রস্থের জন্য আরণ্যক এবং ৪। সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গও ইহার এক এক শাখা।

এক্ষণে আমাদের পূর্ব্বকথিত, "আমি কে" "ব্রহ্ম কি?" ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। ইহাই বেদান্তোক্ত "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইহারই উত্তর বেদান্ত ২য় সূত্রে দিয়াছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ। "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" সূত্র আরম্ভ করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস, যে ৫৫৮টি শারীরক (ক) সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাই বেদান্তদর্শন নামে বিখ্যাত। এই বেদান্তদর্শন অত্যন্ত নীরস ও দার্শনিক ভাবে পূর্ণ। সাধারণ লোক প্রায় ইহার তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন না, সেই জন্য পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা স্ব স্ব মতের অনুযায়ী ইহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যিনি এই শাস্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন তিনিই যদি ইহার ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে, তাঁহার মত সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা

(ক) * শারীরক—

শরীরং অস্ত অস্তি—শরীর ইহার আছে এই অর্থে শরীর শব্দের উত্তর "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়া 'শারীর' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ শরীরাভিমানী জীব।

সেই শারীর শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় করিয়া শারীরক শব্দটি নিষ্পন্ন হওয়াতে বুঝাইল যে ব্রহ্মই শরীর রূপ উপাধি সম্পর্কে জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ, অর্থাৎ এই শব্দ দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ইহার আরও একটি অর্থ আছে, যথা "শরীরম্ এব ইতি শরীরকম্," শরীর শব্দের উত্তর কুৎসিৎ অর্থে "ক" প্রত্যয়। ইহার অর্থ শরীর নানাবিধ দোষের আকর বলিয়া কুৎসিৎ। সেই শরীরকের উপর অর্থাৎ সেই কুৎসিৎ দেহের উপর যাহার আত্মীয়ত্ব অভিমান আছে সেই শারীরক, অর্থাৎ জীব।

যায়। পূর্ব্বে ঋষিগণ অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করিতেন, শিষ্যগণ বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাহা বুঝিতে সক্ষম হইতেন, তাহার উপর তাঁহারা সাধনা দ্বারা সেই বিষয় উপলব্ধি করিতেন।

সূত্রের লক্ষণ এইরূপ—

"স্বল্পাক্ষরমসংদিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতো মুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্র বিদোবিদুঃ।"

অতি অল্প অক্ষরে কেবল মাত্র সার কথাগুলিকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যে তাহার মধ্যে কোনরূপ বৃথা বা অনাবশ্যক বাক্য থাকিবে না। সেই শব্দ গুলিকে যে কোনও রূপে বিন্যাস করা যাইতে পারে, অথচ তাহাতে সন্দেহজনক কোন ভাব থাকিবে না, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত শব্দ গুলিকে সূত্রবিদ্‌গণ সূত্র বলিয়াছেন।

লঘুনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষর পদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ।

যাহার অর্থের কোন সন্দেহ হয় না, তাহাই লঘু। যাহা সংক্ষিপ্ত-ভাবে বহু অর্থের সূচনা করে তাহাই সূচিতার্থ। স্বল্পাক্ষর শব্দের অর্থ, যাহা দ্বারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিন্যাস করা হয়। "সর্ব্বতঃ সারভূত" শব্দের অর্থ এই যে, তাহার মধ্যস্থিত কোন অক্ষর বা পদকে পরিবর্ত্তন করা যায় না। এইরূপ বাক্যকেই সূত্র বলে।

এক্ষণে সাধারণ মনুষ্য সেই স্বল্পাক্ষর সূত্র অবলম্বন করিয়া সম্যক রূপে তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিবে না বলিয়া ত্রিকাল দর্শী মহর্ষি

বেদব্যাস তাঁহার অকৃত্রিম ভাষ্যও রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত নামে বিখ্যাত।

ভাষ্য শব্দের অর্থ—

"স্ববচো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বল্পাক্ষরমসংন্দিগ্ধং ভাষ্যং ভাষ্যবিদোবিদুঃ।"

যাহাতে সূত্রানুসারী বাক্য সমূহের দ্বারা নিজের কথা ও প্রয়োজন হইলে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে এবং যাহা অল্পাক্ষর অর্থাৎ অতি বিস্তৃত নহে এবং সন্দেহ রহিত, তাহাই ভাষ্য পদবাচ্য।

দর্শন

দর্শনশাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন দর্শন—(দৃশ + অনট্) দৃশ্যতে অনেনেতি দর্শনং। যাহার দ্বারা দর্শন করা যায় তাহাই দর্শন, অর্থাৎ চক্ষু। দৃশ্যগোচর পদার্থ যে ভাবে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, স্থূল দৃষ্টির অতীত বিষয় চক্ষুদ্বারা সে ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই অতীন্দ্রিয় বিষয় যাহার দ্বারা জানা যায় তাহাকেও দর্শন বলে। তত্ত্বজ্ঞান সাধন শাস্ত্রই সেই চক্ষু, অর্থাৎ যাহা সেই তত্ত্ববস্তু "ব্রহ্মকে" দর্শন করাইয়া দেয় তাহাকেই দর্শন বলে।

এই দর্শন শাস্ত্র আবার আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে অনেক। তাহার মধ্যে আস্তিক দর্শন ছয়টি বিশেষ প্রামাণিক। এই ছয়টি দর্শনও ব্রহ্মকে বুঝিবার বা পাইবার ক্রমরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং এই ছয়টি

দর্শনকে ভগবানের অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কুলার্ণব তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে, ভগবান বলিয়াছেন—

ষট্ দর্শনানিমেঽঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিঃ করৌ শিরঃ।
তেষু ভেদং তু যঃ কুর্য্যান্মদঙ্গচ্ছেদকোহি সঃ।

ষট্ দর্শন, আমার অঙ্গ স্বরূপ, দুই পদ, উদর, দুই হস্ত ও মস্তক। ইহাতে যিনি ভেদ করেন অর্থাৎ স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে দর্শন করেন তিনি আমার অঙ্গ ছেদ করেন। ন্যায়দ্বয় অর্থাৎ ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্যদ্বয় অর্থাৎ সংখ্যা ও সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল এবং মীমাংসাদ্বয় অর্থাৎ পূর্ব্ব মীমাংসা বা কর্ম্মকাণ্ড ও উত্তর মীমাংসা বা জ্ঞানকাণ্ড, এই শাস্ত্র ত্রিতয়ে আত্মা অনুমাপিত হইলে পুরুষ ব্রহ্ম সম্পন্ন হন। শক্তি আরাধনায় যেমন "আদৌ কালী ততস্তারা সুন্দরী তদনন্তরম্।" অর্থাৎ প্রথমে কালী, তাহার পর তারা, তাহার পর ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনা করিয়া সাধক সিদ্ধিলাভ করেন, সেইরূপ, ব্রহ্ম দর্শনাকাঙ্ক্ষী সাধক—প্রথমে ন্যায়, বৈশেষিক দ্বারা দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা আছেন তাহার জ্ঞানলাভ করেন, তাহার পর সাংখ্য ও পাতঞ্জলে আত্মার নিগু´ণত্ব ও শেষে পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসায় আত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইহার কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে শাস্ত্রের বিরোধ হয় বলিয়া ভগবান রূপকচ্ছলে দর্শন গুলিকে আপন অঙ্গ বলিয়াছেন। কর চরণাদি অঙ্গ হইলেও তাহারা যেমন মস্তিষ্কের পোষকতার কার্য্যনির্ব্বাহ করে, ন্যায় সাংখ্যাদি, দর্শন হইলেও তাহারা সেইরূপ শিরঃস্থানীয় বেদহৃদয় বেদান্তের তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া থাকে।

মীমাংসা ভিন্ন অন্য দর্শন শাস্ত্রে বেদ বিরুদ্ধ মত যদি কেহ দেখিতে

পান, তাহাও পরিত্যাগ করিবার জন্য শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, পরাশর উপপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অক্ষপাদ প্রণীতেচ কাণাদে সাংখ্য যোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতি বিরুদ্ধাংশঃ শ্রুত্যেক শরণৈর্নৃভিঃ।
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থ বিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হিতৌ।

অক্ষপাদ অর্থাৎ গোতম প্রণীত ন্যায় দর্শন, কাণাদ অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্যও পাতঞ্জল দর্শন এই সকল শাস্ত্রের কোন কোন অংশ শ্রুতি বিরুদ্ধ। যাঁহারা শ্রুতিকেই একমাত্র রক্ষা কর্ত্তারূপে বিবেচনা করেন তাঁহারা ন্যায়াদি দর্শনের শ্রুতি বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিবেন, জৈমিনীয় দর্শনে এবং বৈয়াস অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনে শ্রুতি বিরুদ্ধ কোন অংশ নাই। বেদার্থের বিজ্ঞান বিষয়ে অর্থাৎ বেদার্থ উত্তমরূপে জানিবার জন্য জৈমিনি ও ব্যাস শ্রুতির পারগামী হইয়াছেন।

গরুড় বচনে উক্ত হইয়াছে—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম সূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধ যুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাবিধঃ।"

যাহা ব্রহ্ম সূত্রের অভিধেয় (বক্তব্য) যাহাতে মহাভারতের সমস্ত অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, যাহা গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ, সমগ্র বেদার্থ দ্বারা

যাহার কলেবর বর্দ্ধিত, যাহা পুরাণ সকলের মধ্যে সামবেদ স্বরূপ, যাহাতে দ্বাদশটি স্কন্ধ সংযুক্ত, যাহাতে তিন শত পঞ্চত্রিংশটী অধ্যায় বিরাজিত এবং যাহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক, সেই শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃক কথিত।

"সর্ব্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।"

শ্রীমন্ মহর্ষি বেদব্যাস সমগ্র বেদ ও ইতিহাস হইতে সার সার উদ্ধার করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন।

"সর্ব্ব বেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ভাগবত মিষ্যতে"।

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র।

সেই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক হইতেই আমরা বেদান্ত দর্শনের স্থূল আভাষ জানিতে পারিব। মহর্ষি এই সূচনা শ্লোক হইতে ব্রহ্মের দুই প্রকার লক্ষণ, ধারণার বীজ, সাধনা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে সমগ্র কথাই উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।

যিনি সৃষ্টবস্তু মাত্রেই সৎস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া উঁহার অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে (অন্বয়), এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদয়ের উপলব্ধি

হইতেছে না (ব্যতিরেক) এবং যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসদ্ধজ্ঞান স্বরূপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হন, সেই বেদ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সংকল্প মাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, আবার তেজ, জল বা মৃত্তিকার বিকার স্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তুসকলের একবস্তুতে অন্যবস্তুর ভ্রম, যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্ব হেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি, ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সত্য স্বরূপে প্রতীত হইতেছে ; আর তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ যাহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা এবং স্বীয় তেজপ্রভাবে যাহাতে মায়িকসম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।

লক্ষণ

যাহা দ্বারা আমরা আমাদের অভিলষিত বস্তুকে অর্থাৎ লক্ষ্যকে জানিতে পারি, তাহাকে লক্ষণ বলে। উক্ত শ্লোকে ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। তটস্থ ও স্বরূপ। আমরা এই শ্লোককে অবলম্বন করিয়া বেদান্তের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের আলোচনা করিব। স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিলে আরও নীরস হইতে পারে এই জন্য অবান্তর ভাবে ইহার অর্থ দেওয়া হইতেছে। তটস্থ লক্ষণ কাহাকে বলে ?

"কদাচিৎ কত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকং তটস্থ লক্ষণম্।"

যে লক্ষণের বা কার্য্যরূপ চিহ্নের সহিত লক্ষ্য বস্তু কখন অবস্থান করেন এবং কখনও বা অবস্থান করেন না এবং স্বয়ং কার্য্যরূপ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান করেন, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে।

ব্রহ্ম বস্তু দুর্জ্ঞেয়. তিনি আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অতীত, কি করিয়া তাঁহাকে জানা যায় ?

আমরা যে রূপ স্থূল বস্তু অনুভব করি, তাহার ন্যায় কোন দৃশ্য গোচর পদার্থ দ্বারা তাঁহার কোন ভাব আমরা জানিতে পারিলে তবে আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান হইতে পারে, এই জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন, তিনি স্বরূপতঃ কি ? তাহা এক্ষণে জানিতে পারিবে না। তাঁহার ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা কর। শ্রুতি বলিতেছেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসিস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।"

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবন ধারণ করিতেছে এবং যাঁহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ লয় হইয়া যায়, (তিনিই ব্রহ্ম) তাঁহাকেই জান। আমরা ব্রহ্মকে জানি না কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে জানি, জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক রহিয়াছে, বুঝিতেছি, তাহা প্রতি পদক্ষেপেই অনুভব করিতেছি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া, সঞ্জীবিত রহিয়াছে এবং যাঁহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সেই যে পরম আশ্রয় স্থান, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই কারণ, এই জগতই তাঁহার কার্য্য। কার্য্য দেখিয়া কারণের দিকে অগ্রসর হইবার বা তাঁহাকে অনুভব করিবার যে লক্ষণ তাহাই তটস্থ লক্ষণ।

আমি নদীর তটের উপরে রহিয়াছি, গ্রীষ্মকালে নদী শুকাইয়া গিয়াছে, আবার দেখি বর্ষাকালে সে তট অতিক্রম করিয়া বাড়িয়া উঠিল। আমি নদীর জলের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতেছি, কিন্তু নদীজলের গভীরতা কিছুমাত্র

জানি না, কোথা হইতে আসিতেছে তাহাও বিশেষ জানি না, এই যে নদীর সামান্য কার্য্য আমি জানিতেছি, ইহাই আমার সামান্য ভাবে নদীর জ্ঞান। স্বতন্ত্র ভাবে কেবল মাত্র সামান্য কার্য্য দেখিয়া আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহা বস্তুর যতার্থ জ্ঞান নহে বাহিরের জ্ঞান মাত্র, এই বাহ্যজ্ঞান যে লক্ষণের দ্বারা হয় তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ।

স্বরূপ লক্ষণ—"স্বরূপং সৎ ব্যাবর্ত্তকং, স্বরূপ লক্ষণম্।" যে লক্ষণ আপনার নিজের রূপের সহিত সর্ব্বদা বর্ত্তমান, অন্য পদার্থ হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাহাই স্বরূপ লক্ষণ।

সৎ (সত্য) চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দ এই তিনের সমষ্টিই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। কারণ, এই সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ তিনই ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান এই তিনকে ত্যাগ করিয়া তিনি কখন থাকেন না। অসৎ, জড়, দুঃখময় জগৎ হইতে তিনি (ব্যাবর্ত্তক) ভিন্ন, স্বতন্ত্র, "স্বস্যরূপং স্বরূপং" যেইটি, যাঁহার নিজের রূপ সেইটিই তাঁহার স্বরূপ।

যদি কেহ মনে করেন যে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটি গুণ বা লক্ষণ মাত্র, ইহা ব্রহ্ম কি করিয়া হইলেন? আমরা ইহাকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখিয়া ও অনুভব করিয়া থাকি, এগুলি পৃথক পৃথক বস্তু মাত্র। তাহার উত্তরে বেদান্ত বলিতেছেন—

"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বঞ্চেতি সন্তি ধর্ম্মাঃ।
অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাভাসন্তে।"

অর্থাৎ আনন্দ, জ্ঞান ও নিত্যতা, ইহারা বাস্তবিক চৈতন্য (ব্রহ্মস্বরূপ) ব্রহ্ম ও চৈতন্য হইতে পৃথক নহে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাত হন। শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত। অনন্ত অর্থে শেষ যাঁহার নাই, পরিচ্ছেদ যাঁহার নাই, তিনিই অনন্ত। পরিচ্ছেদ

তিন প্রকার ১। দেশ পরিচ্ছেদ ২। কাল পরিচ্ছেদ ও ৩। বস্তু পরিচ্ছেদ, তিনি সর্ব্ব ব্যাপক বৃহৎ বলিয়াই ব্রহ্ম—

বৃহত্ত্বাৎ বৃংহনত্বাচ্চ যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বিষ্ণু পুরাণ। ১ অংশ ১২অ ৫৭ শ্লোক।

সর্ব্ব ব্যাপিত্ব ও সকলের সংবর্দ্ধকত্ব হেতু ব্রহ্ম নামে কথিত হন।

তিনি নিত্য অর্থাৎ তিনকালেই অবস্থিত। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে কালকৃত পরিচ্ছেদ তাহাতে নাই। ত্রিলোক মধ্যে সমস্ত বস্তুর (পদার্থের) স্বরূপই ব্রহ্ম। বাস্তবিক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই। যাহা নামরূপে জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে সমস্তই ব্রহ্মকল্পিত, যাহাতে কোনবস্তু কল্পিত হয় তাঁহাই তাহার স্বরূপ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুর বা পদার্থের স্বরূপ অধিষ্ঠানের নিশ্চয় না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। এই জন্য ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ নাই।

অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ (অধি+স্থা+অনট) অধি অর্থে অধিকরণ, আশ্রয়। পদার্থের বা বস্তুর আশ্রয়, যাহা ভিন্ন বস্তু থাকে না, সেই আশ্রয় স্থানে যিনি সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনিই সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত আত্মা।

সৃষ্টির সময়ে জগতে প্রকৃতিরমধ্যে অনুপ্রবেশই অন্বয়। তাঁহার সত্বাতেই ও অনুপ্রবেশ বশেই জগৎ রহিয়াছে। অন্বয় অনু=পশ্চাৎ+ ই=গমন করা, প্রবেশ করা। ব্রহ্মের অস্তিত্বেই জগতের আস্তত্ব। * জগৎ অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান রহিয়াছে ইহা কেবল মাত্র তাঁহার সত্বা আছে বলিয়া। আবার "ব্যতিরেক সময়ে, তাঁহার সত্বা অপগত হইলে অর্থাৎ তিনি যখন প্রলয় সময়ে

* জগৎ—গম+ক্বিপ=যাহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইয়া গমন করে

জগৎ সংসারকে নিজের মধ্যে লীন করিয়া লন, তখন আর জগতের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তাঁহার শক্তির ব্যতিরেক হইলে অর্থাৎ তিনি নিজ শক্তি প্রত্যাহার করিলে জগতের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেন। তাহা হইলে প্রকৃতিই সৃষ্টির কারণ যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বেদান্ত বলিতেছেন—না, প্রকৃতি কারণ নহেন, প্রকৃতি অচেতনা, অচেতন পদার্থের সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই, কারণ তাহার ইচ্ছা বা সংকল্প নাই, ব্রহ্মই চৈতন্য, তাঁহারই ইচ্ছা এবং সংকল্প মাত্রেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য বেদব্যাস 'সূত্র' করিয়াছেন 'ঈক্ষতের্নাশব্দং'—ঈক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞান পূর্ব্বক দর্শনশক্তি, যাহা প্রকৃতিতে নাই। ইহা বেদ বিরুদ্ধ। এখানে শব্দ অর্থে বেদ। বেদে দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদ উক্ত হইয়াছে

তিনি স্বরাট্। স্বস্মিন্ রাজতে ইতি স্বরাট্। তিনি নিজ মহিমায় নিজেই বিরাজ করিতেছেন। অক্ষুব্ধ সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্য জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই পরমাত্মারই আমরা ধ্যান করি।

এই 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের অন্য অনেক প্রকার অর্থের মধ্যে আমরা কেবল আরও একটি মাত্র অর্থ এই স্থানে দিলাম—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই পদ দ্বারা প্রণবার্থ লিখিত হইয়াছে। প্রণবই সর্ব্ববেদের সার, "প্রণবঃ সর্ব্ব বেদেষু" ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন। ভগবানকে এক কথায় বুঝাইতে হইলে, তাঁহার কার্য্য, কারণ, তত্ত্ব, বলিতে হইলে ঋষিগণ, ভগবানের (বাচক) প্রণব রাখিয়াছেন। ("তস্য বাচকঃ প্রণবঃ") ভগবান যেরূপ ত্রিবিধ ভাবে সংসারের কার্য্যের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন প্রণবের মধ্যেও সেইরূপ ত্রিবিধ ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। ...মন বলিয়াছেন—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট, উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারোণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেনত্রয়ো মতাঃ।"

সৃষ্টি শক্তি, পালন শক্তি, ও লয় শক্ত, যে তুরীয় (অর্থাৎ চতুর্থ ভাবাবস্থা) পরব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহাদেব, সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা, ও সংহার কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, সেই সৃষ্টি, স্থিতি সংহারকারী ভগবানই প্রকৃত প্রণবের বাচ্য। এইজন্য মহর্ষি বেদব্যাস প্রণবের পরিবর্ত্তে প্রণবার্থ বাচক "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। জন্মাদি দ্বারা, জন্ম, স্থিতি ও নাশ তিনটাই বুঝায়। "অস্য" অর্থাৎ এই জগতের, (জন্মাদি) উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ (যতঃ) অর্থাৎ যাঁহা হইতে হইতেছে—

"যত্র ত্রিসর্গোমৃষা" এই পদ দ্বারা ব্যাহৃতিত্রয়ের অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছে অর্থাৎ ইহাতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ বা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ কিংবা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ বুঝায়। এখানে যে পরম সত্যকে আশ্রয় করিয়া (ত্রিসর্গ) ত্রিবিধ ভুত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা রূপ বা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ বিষয়ত্রয় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ও—

গায়ত্রীতে "ভর্গ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বেদব্যাস তাহার পরিবর্ত্তে "স্বরাট" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং গায়ত্রীতে "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ, অর্থাৎ যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিতেছেন, সেই শব্দের পরিবর্ত্তে "তেনে ব্রহ্ম হৃদা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, হে ভগবন্! যেমন ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের হৃদয়স্থ হইয়া চিরশান্তি উপভোগের জন্য সামর্থ প্রদান করুন।

প্রথম সোপান

শরীর

সকল প্রকার সাধনার প্রধান অবলম্বন এই মনুষ্য শরীর। এই শরীরকে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল প্রকার শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। এই শরীরের মধ্যে আমাদের সাধনার যত কিছু উপাদান সমস্তই নিহিত আছে। সেই জন্য আমরা প্রথমে শরীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শরীর সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই শরীর লইয়া প্রত্যেকে কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছি, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সীমা বিষয়ে শাস্ত্র ও বিজ্ঞান যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু আলোচনা কায়লে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই পৃথিবী যাহাতে আমরা বাস করিতেছি তাহারই ব্যাস ৭৯১৮ মাইল মাত্র। এই গুরুতর শরীর লইয়া পৃথিবী সূর্য্যকে প্রতি সেকেণ্ডে ১৭॥ মাইল বেগে পারভ্রমণ করেন, যাদও সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯২৯৫০০০০০ মাইল দূরে আছেন। সেই সূর্য্য আবার তাঁহার সন্তান সন্ততি অর্থাৎ গ্রহ, গ্রহকক্ষর ও উপগ্রহাদি লইয়া অন্য বলবান সূর্য্যের দিকে গমন করিয়া পরিভ্রমন করিতেছেন। এইরূপ কত সংখ্যক সূর্য্য আকাশ মণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না, কারণ সকল নক্ষত্রই এক একটি বৃহৎ সূর্য্য। আমরা রাত্রে যে সামান্য মেঘের আকারে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত

"ছায়াপথ (milky way) নামক যে অপূর্ব্ব পদার্থ দেখিয়া থাকি সেটি অতি দূরস্থ কোটি কোটি নক্ষত্র * পুঞ্জের সমষ্টি মাত্র। সেই নক্ষত্রগণের মধ্যে একটি হইতে অপরটির দূরত্ব কোটী-অর্ব্বুদ মাইলেরও উপর। এই সকল সংখ্যাতীত নক্ষত্র বা সূর্য্য ও তাহার পরিবারবর্গ লইয়াই আমাদের এই বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড।

অণ্ড যেমন ঠিক গোলাকার নহে এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের আকারও সেই রূপ গোলাকার নহে, অণ্ডের ন্যায় আকার, সেইজন্য ইহাদিগকে অণ্ড কহে। অণ্ডের মধ্যে যেরূপ শাবক অবস্থান করে, সেইরূপ সমস্ত কেন অনন্ত জীব এই ব্রহ্মের অণ্ডের ভিতর বাস করিতেছে।

এখন চিন্তাশীল পাঠক। এই ব্রহ্মাণ্ডের শরীরের সহিত নিজের শরীরের একবার তুলনা করিয়া দেখুন যে আমরা কতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণী ও আমাদের সামান্য জীবের ভিতর কত ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন তাহাও অনুভব করিবেন।

আবার আমাদের এই শরীর যে পরমাণু (atom) দ্বারা রচিত তাহাদেরও সংখ্যা করা যায় না এবং স্থূল চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না ইংরাজি (Atom) এটম্ অর্থে' যাহাকে আর বিভাগ করিতে পারা যায় না। (a-not, timno—to cut) বাঙ্গলায় তাহাকে চরমঅণু বা পরমাণু বলে। পূর্ব্বে যে এটমকে ভাগ করা যায় বলিয়া

---

* যেটি আমাদের সৌর জগতের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র, তাহা হইতে এই জগতে আলো আসিতে প্রায় ৪ বৎসর ৪ মাস লাগে, আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬০০০ মাইল। এই হিসাবে ইহার দূরত্ব বুঝিতে হইবে।

ধারণা ছিল, এক্ষণে সে ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক (Sir oliver Lodge) স্যার অলিভার লজ তাঁহার মত প্রতিপন্ন করিয়া বলেন—বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিশীল উপাদান সমূহের সংঘাতে এই পরমাণু (atom) উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার নাম ইলেকট্রন (Electron) তাহার দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থ রচিত হইয়াছে। অর্থাৎ এক একটি ইংরাজিতে Element প্রসিদ্ধ মূল উপাদান যাহাকে বলে সেইরূপ Hydrogenএর উদযানের এক একটি অণুর ভিতরে এইরূপ ইলেক্‌টন (বা বার্ত্তিকণার) ৭০০ সংখ্যা বর্ত্তমান। অন্যান্য উপাদানে এই ইলেকট্রনের সংখ্যা ১৭০০০০ পর্য্যন্ত কথিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমরা যেমন ক্ষুদ্র, আবার আমাদের শরীরস্থ জীবাণুর পক্ষে আমরাও সেইরূপ বৃহৎ। হইাতে প্রতিপন্ন হইতেছে তিনি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের অতি সামান্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার স্থূল মূর্ত্তি বা শরীর প্রতিভাত। প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক জীবশরীরই তাঁহার ব্যষ্টি স্থূল মূর্ত্তি বা তাহার শরীর! এই শরীরের মধ্যে তাঁহার সূক্ষ্ম ও কারণ ভাব নিহিত আছে।

ব্রহ্মাণ্ডে * যে রূপ, পিণ্ডাণ্ডেও সেই রূপ। এই শরীরের

* অসীম ব্রহ্ম শক্তি প্রজাপতি বা ব্রহ্মা যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার যতদূর আয়তন বা বিস্তৃতি তাহাকে "ব্রহ্মাণ্ড" বলে। সৃষ্টির সীমা অণ্ডের ন্যায় গোলাকার এই জন্য সমষ্টি সৃষ্টিজগতের নাম ব্রহ্মাণ্ড। প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর এই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। স্বতন্ত্র এবং ক্ষুদ্র বলিয়া ইহার ব্যষ্টি নাম পিণ্ড। ইহার পরিধিও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অণ্ডের আকারের ন্যায় বলিয়া ইহাকে পিণ্ডাণ্ড বলে। (ইংরাজিতে ইহাকে Microcosm এবং ব্রহ্মাণ্ডকে Macrocosm বলে)

উপাদান ও তৎ মধ্যস্থ সূক্ষ্মাদির বিবরণ আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ব না হইলে, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব না, কারণ এই শরীরের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি প্রকরণ ব্যষ্টি ভাবে রহিয়াছে। সমষ্টিভাবে ব্রহ্মাণ্ড—ভূ, ভুর্বঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য এই সপ্ত লোক (১) সপ্তদ্বীপ, (২) সপ্ত সমুদ্র এবং (৩) পাতালও এই ব্যষ্টি শরীরের মধ্যেও সেইরূপ ব্যক্ত, ও বিদ্যমান রহিয়াছে—

যথা শিব সংহিতা, দ্বিতীয় পটলে কথিত হইয়াছে

'দেহস্মিন বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষৈত্র পালকঃ। ১।
ঋষয়ঃ মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থাণি পীঠাণি বর্ত্তন্তে পীঠ দেবতাঃ। ২।
সৃষ্টি সংহার কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ। ৩।
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে। ৪।
ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞকে দেহে যথাদেশং ব্যবস্থিতঃ।
জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ। ৫।

এই মনুষ্য শরীরে সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সুমেরু পর্ব্বত, নদ, নদী সমুদয় সাগর, শৈল, ক্ষেত্রপাল, ঋষি, মুনি, নক্ষত্র, গ্রহগণ, ও

১। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, নামক সপ্তদ্বীপ।

২। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল, এই সপ্ত সমুদ্র।

৩। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল, ও পাতাল।

পুণ্যতীর্থ সমুদায়, পীঠস্থান, ও পীঠদেবতাগণ অবস্থিতি করিতেছেন। আকাশ, বায়ু তেজ, সলিল ও পৃথিবী, এতৎ সমুদায়ও এই শরীরে রহিয়াছে। ত্রিলোক মধ্যে যে সমুদয় বস্তু যে ভাবে আছে, মানব দেহেও তৎ সমুদয়বস্তু সেইরূপ মেরু আশ্রয় করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। ত্রিলোকস্থিত সমুদয় পদার্থ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই শরীরে যথাস্থানে অবস্থিত রহিয়াছে। যিনি এই বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই যোগী সন্দেহ নাই।

প্রথমে শরীর বা দেহ কি তাহা জানা আবশ্যক। শরীর বা দেহ, যাহা রোগাদির দ্বারা শীর্ণ হয়, নষ্ট হয় (শীর্য্যতে রোগাদিনা যৎতৎ শরীরং) তাহাই শরীর। বেদান্তাদি শাস্ত্রমতে শরীর তিন প্রকার। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। পঞ্চভূতের রচিত যে দেহ আমরা সকলে ব্যবহার করি ও যাহা পিতা মাতা হইতে আমরা প্রাপ্ত হই, এবং যাহা আহারাদির দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, এবং রোগ দ্বারা শীর্ণ ও জরায় অভিভূত হইয়া পরিশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই আমাদের স্থূল শরীর।

পঞ্চভূত, ক্ষিতি (অর্থাৎ মৃত্তিকা) অপ্ (জল) তেজ (অগ্নি) মরুৎ (বায়ু) ব্যোম (আকাশ) ইহাই সাধারণত পঞ্চভূত। ইহার দ্বারা উক্ত স্থূল দেহ গঠিত হয়, এবং পরিণামে ইহাতেই বিলীন হওয়ার নামই "পঞ্চত্ব" প্রাপ্তি।

দ্বিতীয় সোপান

সুক্ষ্ম শরীর

সূক্ষ্ম শরীর = এই সূক্ষ্ম শরীর, সতরটি (১৭) অবয়বে গঠিত যথা—

"পঞ্চ প্রাণ মনো বুদ্ধিঃ দশেন্দ্রিয় সমম্বিতঃ।
অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগ সাধনম্॥"

পঞ্চ প্রাণ = প্রাণ, অপাণ, সমান, উদান ও ব্যান। মন, বুদ্ধি, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় যাহা আমরা স্থূল শরীর দেখিতেছি তাহা নহে, ইহারা এই সকল ইন্দ্রিয়ের গোলক, (orfices বাহিরের প্রকাশক চিহ্ন মাত্র) এই সকল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত উপাদান গঠিত। সেই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লোকে সুখ ও দুঃখাদি ভোগ করিয়া ভোগায়তনরূপ স্থূল দেহে, তাহার কার্য্য অনুভব করিয়া থাকে বলিয়াই আমরা সুখ, দুঃখ স্থূল চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাই না। উপলব্ধি করি মাত্র।

আবার এই শরীর, মানব যাহা পাইয়াছে তাহা অনেক সাধনের পর তাহার আরম্ভ করিতে হইয়াছে। জীব প্রথমে অতি অপকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয় ক্রমে ক্রমে কাল বশে, সে তদুৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর যোনিতে ভ্রমণ করিয়া শেষে মানব দেহ লাভ করে। মনুষ্যত্বলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে

চুতুরশীতি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

স্থাবরে লক্ষ বিংশত্যো জলজং নব লক্ষকম্।
কৃমিজং রুদ্র লক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশ লক্ষকম্॥
পশ্চাদীনাং লক্ষত্রিংশ চ্চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে।
ততোঽপি মানুষা জাতাঃ কুৎসিতাদির্দ্বি লক্ষকম্॥
উত্তমাচ্চোত্তমং জাতমাত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতীস্যাৎ পুন র্যাস্যতি যাতনাম্॥

স্থাবর যোনিতে অর্থাৎ বৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, জলজ যোনিতে অর্থাৎ মৎস্য মকরাদি যোনিতে নবলক্ষ, কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষি যোনিতে দশ লক্ষ, পশ্বাদি যোনিতে ত্রিংশলক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্লক্ষ এইরূপ চতুরশীতি লক্ষ জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্য জন্মেও প্রথমত কুৎসিতাদি মনুষ্যকুলে দুই লক্ষ জন্মের পর ক্রমে জীব উত্তম হইতে উত্তমতর জন্মলাভ করে, উত্তম জন্মলাভ করিয়া যে আত্মার উদ্ধার না করে, সেই আত্মঘাতী। সে পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ যাতনা ভোগ করে।

মনুষ্য সৃষ্টিই সৃষ্টির চরম ফল। এই জন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্ম শক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশ মৎস্যান্।
তৈ স্তৈরতুষ্ট হৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়,

ব্রহ্মাবলোক ধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥ ১১।৯।২৮ শ্লোকে।

*পরম দেব স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা নানা প্রকার পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বৃক্ষ, মৎস্য, দংশ, কীট, পক্ষী, সরীসৃপ ও পশুদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে

নিজ অন্তঃকরণের তৃপ্তি নাহওয়ায়, পরে, আত্মাকে দর্শন করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি বৃত্তি দিয়া পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্য শরীর সৃষ্টি করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। তিনি যেভাবে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া আনন্দলাভ করিলেন, সেইরূপ আনন্দ উপভোগের সামর্থ্য দিয়া মনুষ্যকেও আশীর্ব্বাদ করিলেন সেই আশীর্ব্বাদের প্রসাদে প্রাচীন ঋষিগণ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও জগৎ রহস্য অবগত হইয়া সেই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই অনুরূপ আনন্দ উপভোগ করিবার উপায় স্বরূপ সাধারণের জন্য শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া গিয়ছেন। কিন্তু ইহা সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত সম্ভবে না। তাহা হইলে বুঝাগেল যে মনুষ্য শরীর সকল প্রাণীর শরীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই জন্য আমরা শরীরের কথা প্রথমেই উল্লেখ করিতেছি।

পঞ্চীকরণ

সূক্ষ্ম শরীর অপঞ্চীকৃত। কিন্তু পঞ্চীকরণ কাহাকে বলে? বেদান্তে উক্ত হইয়াছে—

> "দ্বিধা বিধায় চৈকিকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
> স্ব স্বেতর দ্বিতীয়াংশৈ যোজনাং পঞ্চ পঞ্চতে॥"

প্রত্যেক পঞ্চভূতকে সমান দুই ভাগ করিয়া পরে প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতের প্রথম ভাগকে চারিভাগ করিয়া অন্য ভূতের প্রত্যেক প্রথমাংশে ঐ চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে পঞ্চীকৃত বা মিশ্রীকৃত করা হইল। সূক্ষ্ম শরীরে এইরূপ পঞ্চীকরণ বা মিশ্রীকরণ করা হয় নাই, সেই জন্য তাহাকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা হইয়াছে।

তৃতীয় সোপান

প্রাণাপানাদি

পঞ্চ প্রাণ—(১) প্রাণো নাম প্রাগ্ গমনবান নাসাগ্রবর্ত্তী। অর্থাৎ অগ্রনিঃসরণ স্বভাব নাসাগ্র-সঞ্চারী বায়ু।

(২) অপান—অপানো নাম অবাগ্ গমন পায্বাদি স্থান বর্ত্তী।

অপান—অধোগমনশীল এবং (মলদ্বার) পায়ু প্রভৃতি নীচাঙ্গ সঞ্চারী বায়ু।

(৩) ব্যান—ব্যানো নাম বিশ্বগ্ গমন বা নিখিল শরীর বর্ত্তী।

ব্যান—সর্ব্বনাড়ী সঞ্চারী ও সমস্ত শরীর ব্যাপী বায়ু।

(৪) উদান—উদানিয় কণ্ঠস্থানীয় ; উর্দ্ধগমন বাসুৎক্রমণ বায়ুঃ।

উদান—উর্দ্ধ গতি স্বভাব এবং কণ্ঠস্থ বায়ু। ইহাকে উৎক্রমণ বায়ুও কহে। ইনিই অন্যান্য বায়ু ও ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া দেহ হইতে বহির্গত হন।

(৫) সমান—সমানঃ শরীর মধ্য গতাশিত পীতান্নাদি সমীকরণ করঃ। সমীকরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধির শুক্রপুরীষাদিকরণং।

•

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতু স্তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যম স্তং মাংসং, যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ। (৬৷৫৷১ ছান্দোগ্য)

সমান—ভুক্ত দ্রব্যের সমীকরণকারী বায়ু। সমীকরণ অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, তদনন্তর রসরক্তাদির যথাযথ বিভাগ। ভুক্ত দ্রব্য তিন প্রকারে পরিণত হয়, যাহা স্থূল ধাতু তাহা পুরীষাদিরূপে, যাহা মধ্যম তাহা মাংসাদিরূপে এবং যাহা সূক্ষ্মাংশ তাহা মনরূপে গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহা ব্যতীত, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে আরও পাঁচ প্রকার বায়ু আছে। নাগ বায়ুর কার্য্য উদ্গীরণ। কূর্ম্ম বায়ুর কার্য্য উন্মীলন অর্থাৎ চক্ষুরাদি অঙ্গের বিকাশ করণ। কৃকরের কার্য্য ক্ষুধা। দেবদত্তের কার্য্য জৃম্ভন অর্থাৎ হাইতোলা। ধনঞ্জয়ের কার্য্য পুষ্টি। কোন কোন আচার্য্যের মতে নাগ প্রভৃতি বায়ু সকল, পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি বায়ুর অন্তর্গত, এই জন্য পৃথক্ করিয়া তাহাদের নাম ও ক্রিয়ার বর্ণন করেন নাই।

এই বায়ু সকল স্থূল শরীরের উপাদান, ভুক্তঅন্নাদি দ্বারা প্রথমে রস তদনন্তর রক্ত, মাংস, মেধ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ওজ প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদের স্বাভাবিক নিয়মেই শরীর নীরোগ, পুষ্ট ও পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া থাকে, ইহারা বিকৃত হইলে রোগাদি জরা, বার্দ্ধক্য ও ফলে ধ্বংসে পরিণত করে।

কিন্তু শাস্ত্রোক্ত প্রাণায়ামাদি যথাবিধি অভ্যাস করিতে পারিলে, শরীর, মন সুস্থ্য, সবল করিতে পারা যায় এমন কি চিরজীবীও হওয়া যায়।

"পৃথ্ব্যাপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে, পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, দ্বিতীয় অধ্যায় ১২ শ্লোক।

পঞ্চাত্মক যোগবলে যিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমকে ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়াছেন, তিনি যোগাগ্নিময় শরীর লাভ করিয়াছেন, তাঁহার রোগ জরা বা মৃত্যু নাই।

আমরা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, শারীরিক, মানসিক এবং ইন্দ্রিয় কার্য্যবশতঃ যাহা কিছু করিয়া থাকি, তাহাতেই শরীরে ক্ষয় হয়, ফলে তাহারই জন্য জরা বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু উপস্থিত হয়। কিন্তু উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রাণায়ামাদির ক্রিয়া অনুষ্ঠানে সমস্ত ক্ষয়ের কারণ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া যায়।

ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথন্তি চ॥" ২।১৪ গীতা

এই জ্ঞানলাভ করিয়া আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা সৃষ্টি-কালেও উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালেও প্রলয় দুঃখ অনুভব করেন না।

ভাগবতে, চতুর্থ স্কন্ধে, সনৎকুমারের উপদেশে মুক্ত পুরুষের এই রূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

যদারতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমানাচার্য্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা।
দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোশং পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ॥
দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্গুণো নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনোর্যদ্ব্যবধানং পুরস্তাৎ স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥

৪।২২।২৬-২৭ ভাগবত।

যখন জীবের আত্মরতি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তখন পুরুষ আচার্য্যবান হইয়া, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি আপনার উৎপত্তিস্থানকেও দাহ করে সেইরূপ তাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য বলে বাসনা শূন্য হৃদয়ে অহংকারকে দগ্ধ করে। অহংকারই জীবের আবরক এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত তাহার প্রধান অংশ। ঐ প্রকারে পুরুষের হৃদয়রূপ উপাধি দগ্ধ হইলে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমুদয় উপাধিগুণ পরিত্যক্ত হইয়া যায়, তাহাতে তিনি আত্মা ভিন্ন বাহ্য-বিষয় ঘট-পটাদি ও আন্তরিক বিষয়; সুখ-দুঃখাদি কিছুই দেখিতে পান না, কারণ দৃশ্য ও দ্রষ্টা এ দুয়ের ভেদক যাহা পূর্ব্বে ছিল, ঐ সময় তাহা নষ্ট হইয়া পড়ে, অতএব স্বপ্নে যেমন আমি রাজা ইত্যাকার আরোপিত সৈন্যাদি দ্রষ্টা ও দৃশ্য সৈন্যাদি ঐ অবস্থার বিনাশ হইলে নষ্ট হয়, তাহার ন্যায় দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই ভেদবুদ্ধির কারণ যে অন্তঃকরণ, তাহার নাশ হওয়াতে ঐ ভেদবুদ্ধিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা,
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতম্,
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরা মদান্ধঃ ।৩৬।১৩। একাদশস্কন্ধঃ

সিদ্ধ ব্যক্তি নির্গতই হউন বা উত্থিত হউন, দৈবাৎ নির্গতই হউন বা দৈব বশতঃ আগতই হউন, মদিরা মদান্ধ ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় স্বরূপের অধিগমনহেতু নশ্বর এই দেহকে আর দেখিতে পান না। অর্থাৎ মাতালের পরিধেয় বস্ত্র হারাণর ন্যায় এই স্থূল দেহ কখন যে হারাইল তাঁহার কোন অনুভূতি হয় না।

চতুর্থ সোপান

মন

মনো নাম 'সংকল্পবিকল্পাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ'। সংকল্প ও বিকল্প (বিবিধ কল্পনা করিবার শক্তি) কারী অন্তঃকরণের কার্য্য যাহার দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহার নাম মন।

এই মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয় ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে। প্রচলিত কথায় বলিতে গেলে মনই উভয় ইন্দ্রিয়ের নায়ক। যখন যে ইন্দ্রিয় বলবান হয়, তখন মন সাধারণতঃ সেই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই মন যদিও স্বাভাবিক অত্যন্ত চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় সকলের উপভোগ্য বিষয়ে সহজেই ধাবিত হয় এবং তন্নিবন্ধন অন্য কোন বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিতে চাহে না, তথাপি অভ্যাস ও ক্রিয়া দ্বারা তাহার চঞ্চলতা ক্রমশঃ বিদূরিত করিয়া স্থির ভাবাপন্ন করা যায়।

মনের এই সংকল্প ও বিকল্পকে নিশ্চয় করার বৃত্তির নামই বুদ্ধি, (বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ) সাধারণতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় নির্দ্ধারণের কার্য্য যে জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই বুদ্ধি বলা হয় বটে; কিন্তু তাহা বুদ্ধির আংশিক কার্য্য মাত্র, বুদ্ধি আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঠিক উপলব্ধি করাইয়া দেয়, প্রকৃত পক্ষে

ইহাকে বোধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান বলাই উচিত। এই বুদ্ধিই, প্রকৃতি-পুরুষের ও জীবাত্মা-পরমাত্মা মিলন পথের একমাত্র সহায়।

"সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধান পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং"

(সাংখ্য কারিকা ৩৭)

কারণ শরীর

পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্যের কারণ সকল যে শরীরে নিহিত থাকে, তাহাকে কারণ শরীর বলে। জাগ্রদবস্থায় প্রধানতঃ আমরা স্থূল শরীরের কার্য্য করিয়া থাকি, স্বপ্নাবস্থায় স্বভাবতঃ আমরা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্য করিয়া থাকি। যখন আমাদের স্থূল শরীরের কার্য্য নিজের ইচ্ছামত করি না এবং স্বপ্নাদিও দর্শন করি না কিন্তু প্রাণের কার্য্যকে অবলম্বন করিয়া আমরা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি, তখন আমাদের কোন বাহ্য জ্ঞানাদি থাকে না অথচ ভিতরের যে একটি অনুভূতি "সুখে আমরা নিমগ্ন হইয়া থাকি" তাহাই কারণ শরীরের সাধারণ কার্য্য।

তুরীয়

চতুর শব্দের উত্তর ণীয় প্রত্যয় করিয়া (নিপাতনে) তুরীয় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহা তিনের অতীত, চতুর্থ তাহাকেই তুরীয় বলে। ত্রিবিধ শরীর অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এবং ইহাদের ত্রিবিধ অবস্থা অর্থাৎ জাগ্রৎ; স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই সকলকে অতিক্রম করিয়া

যে অবস্থা আছে তাহাকে তুরীয় বলে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমব্যপদেশ্যমেকাত্ম প্রত্যয় সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ"।

যে অবস্থা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম. শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, তাহাই চতুর্থ বলিয়া জানিবে, তিনিই আত্মা. তিনিই একমাত্র বিজ্ঞেয়, "চতুর্থং তুরীয়ং মন্যতে"। জগদ্ব্যাপার বর্জ্জিত আত্মার এই 'চতুর্থ পাদকে' তুরীয় বলে।

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণংচেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যস্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে।

বিরাট অর্থাৎ স্থূল, হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, এবং কারণ অর্থাৎ অবিদ্যা এই তিনটি ব্রহ্মের উপাধি। এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধ রহিত যে বস্তু তাহাই তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ জানিবে।

পূর্ব্ব কথিত স্থূল শরীরই এক্ষণে আমাদের সাধনের প্রধান অবলম্বন, এ জন্য এই শরীরের বিষয় জানা বিশেষ আবশ্যক। শরীর রক্ষা, পুষ্টিবর্দ্ধন করা সকলের কর্ত্তব্য। সাধনার দ্বারা যে ধর্ম্ম. অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ হয় তাহারও মূল অবলম্বন এই স্থূল শরীর, এই জন্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং"।

আবার সাংসারিক ভাবে জীবন ধারণ করিতে হইলেও এই শরীর আমাদের প্রধান সহায়। অতএব সর্ব্ব প্রথমে এই শরীরের পুষ্টি সাধন ও তদুপযোগী কার্য্য করাই বিধেয়। শরীর সকল সময়েই শীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, এমন কি আমরা যে সামান্য ভাবেও অঙ্গ চালনা করিয়া থাকি তাহাতেও আমাদের শরীর ক্ষয় হইতেছে, সেই ক্ষয় আহারাদির দ্বারা পূরণ করিতে হয়, পূরণ না হইলে আর শরীরের কর্ম্ম করিবার শক্তি থাকে না। এই শরীরকে ধারণ করিয়া রাখিবার উপযোগী কতকগুলি ধারকবস্তুও ভগবান্ এই শরীরের সহিত আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—

'শরীর দূষণাদ্দোষাৎ মলিনী করণান্মলাঃ।
ধারণাদ্ধাতবস্তেস্যুর্বাতপিত্তকফাদয়ঃ।'

বৈদ্যক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, প্রতিক্ষণেই বাহ্য বস্তুর ও অন্যান্য কারণে শরীর দোষগ্রস্থ হইতেছে, এবং বাহিরের ও অন্তরের মল দ্বারা শরীর মলিন হইয়া থাকে, সেই দোষ হইতে পরিমুক্ত করিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে বলিয়া "বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটিকে সাধারণতঃ ধাতু বলিয়া থাকে। আমরা যে সকল আহারীয় বস্তু গ্রহণ করি— এই তিনটি দ্বারা, সেই সকল ভুক্ত দ্রব্যাদি পরিপাক ও যথা স্থানে বিভক্ত হইয়া তাহার দ্বারা পোষণের সহায়তা করিয়া থাকে। প্রথমে, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলে, তাহার সারাংশ হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে চরম ধাতু ওজঃ উৎপন্ন হয়। এই ওজঃ ধাতু, ধর্ম্ম সাধনের প্রধান অবলম্বন। স্থুল শরীর সুস্থ রাখিবারও এই ওজঃ ধাতু প্রধান কারণ এবং স্থুল শরীর হইতে সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদ করিয়া তুরীয়ে মিলিত হইবারও এই ওজঃ একমাত্র সহায়।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলে রস হইতে ক্রমে ক্রমে যেমন, শুক্রে পরিণত হয়, এই সপ্তবিধ ধাতুর পরিবর্ত্তনের সহিত, "লৌকিক, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর, বৃক্ষের ও রত্নাদির সহিতও বিশেষ সম্বন্ধ আছে. আবার ইহার সহিত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সপ্তগ্রহের এবং সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের নামের সহিত ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ ওজ ধাতুর কথা বিশেষ ভাবে উক্ত হয় নাই কারণ ইহা আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান সহায় ও সাধারণ লোকে ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে পারেন না। এই স্থূল শরীরকে প্রথমে যেমন সুস্থ করিতে হইবে সেই রূপে তাহাকে শুদ্ধ ও নির্ম্মলও করিতে হইবে। ঋষিগণ শুদ্ধ করিবার জন্য শৌচাচার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গরুড়পুরাণে শৌচের কথা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাব শুদ্ধি স্তথান্তরম্।

শৌচ দুই প্রকার, বাহ্য ও অভ্যন্তর, মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা বাহিরের শৌচ অর্থাৎ বাহ্য শুদ্ধি লাভ হয়, এবং মানসিক ভাব শুদ্ধ হইলেই অন্তর শুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু বিধান কর্ত্তা মনু বলিয়াছেন—

সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরংস্মৃতম্।
যোহর্থে শুচি র্হি স শুচি র্ন মৃদ্বারি শুচিঃ শুচিঃ ॥ ১০৬।৫

সর্ব্ব প্রকার শুচির মধ্যে অর্থ শুচিই প্রধান। শাস্ত্র সম্মত আচার অনুষ্ঠানাদি দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহাই শুচি অর্থ, এই শুচি অর্থ দ্বারা যে আচার অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই যথার্থ শুচি, মৃত্তিকা জলাদি

দ্বারা যথার্থ শুচি হইতে পারেনা। প্রথমেই আমরা পুরুষকার দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করি, সেই পুরুষকারের মধ্যে দুইটি প্রধান পার্থক্য আছে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতম্।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতং। মুক্তিকোপনিষদ

যখন আমরা শাস্ত্র বিহিত আচারপথ অনুশরণ করিয়া পুরুষকারদ্বারা অর্থ অর্জ্জন করি তাহাই আমাদের পরমার্থের সহায়তা কারক, অন্যথা আমাদের অনর্থের কারণ হয়। এই রূপে প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে ঋষিগণ-প্রদর্শিত শাস্ত্র অনুসরণ করিলে আমরা পরমার্থ পঁথে অগ্রসর হইতে পারিব নচেৎ আমরা নিজের কর্ম্মে নিজে জড়িত হইয়া থাকিব।

পঞ্চম সোপান

অধ্যাস ঃ

বেদান্ত দর্শনের মধ্যে "অধ্যাস" শব্দ ভগবান শংকরাচার্য্য কেন প্রথমেই ব্যবহার করিয়াছেন এবং "অধ্যাস বাদের" উপর তাঁহার ভাষ্য প্রতিষ্ঠিত কেন করিয়াছেন, জানিলে তাঁহার ভাষ্য প্রণয়নের উদ্দেশ্য জানিতে পারা যাইবে। তিনি অধ্যাসের লক্ষণ দিয়াছেন "স্মৃতিরূপঃ

পরত্র পূর্ব্ব দৃষ্টাবভাসঃ”। পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের সময়ান্তরে স্মরণরূপ তাহার যে আভাস, তাহাকে অধ্যাস কহে, “অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত কোন বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ করার নাম অধ্যাস। ইহা স্মৃতি বিশেষ, কারণ যে বিষয়ের পূর্ব্বানুভূতি নাই, তাহার যেমন স্মৃতি হয় না, সেইরূপ যে বস্তুর অনুভূতি নাই, তাহার সম্বন্ধে অধ্যাসও হইতে পারে না। “যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই তাহাতে সেই ধর্ম্মের প্রতীতি হইলে, তাহাকে অধ্যাস বলে। ইহার অপর নাম আরোপ।

এই অধ্যাস বুঝাইবার জন্য অপর দুইটি শব্দও বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম “অধ্যারোপ ন্যায়” ও “অপবাদ ন্যায়।”

“বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ।”

বস্তুতে অবস্তুর আরোপই অধ্যারোপ। বস্তু কি? তাহার উত্তরে বেদান্ত বলিতেছেন—

“বস্তু সচ্চিদানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্ম।”

এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপ, অনন্ত আনন্দাত্মক জ্ঞানব্রহ্মই বস্তু। “অজ্ঞানাদি সকল জড়ং সমূহোঽবস্তু।” অজ্ঞান ও তাহা হইতে উদ্ভূত যাহা কিছু জড় পদার্থ সকলই অবস্তু।”

অজ্ঞান কাহাকে বলে?

“অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং
জ্ঞান বিরোধি ভাব রূপং যৎ কিঞ্চিদিতি বদন্তি।”

অজ্ঞান এক প্রকার জ্ঞান-নাশ্য অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। তাহা ভাব ও অভাব, বস্তু ও অবস্তু দুয়েরই বহির্ভূত। অজ্ঞান শশশৃঙ্গের ন্যায় বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় আত্যন্তিক অবস্তু নহে। অজ্ঞান ব্রহ্মপদার্থের ন্যায় বস্তুও নহে; কেন না উহা জ্ঞান হইলে থাকে না। জ্ঞানের পরবর্ত্তী সময়ে উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়। যাহা থাকে না, যাহার ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালের মধ্যেই অস্তিত্ব নাই, যাহা মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে কিরূপে বস্তু বলা যায়? অতএব উহা বস্তু কি অবস্তু, সৎ কি অসৎ, সাবয়ব কি নিরবয়ব, কিছুই বলা যায় না, সেই জন্য অনির্ব্বচনীয়। অজ্ঞান মাত্র বলিলে লোকে পাছে অভাব পদার্থ বুঝিয়া ফেলে, সেই ভয়ে "ভাব রূপং" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। নির্দ্ধারিত রূপে উহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না বলিয়া "সদসদ্ভ্যাম-নির্ব্বচনীয়ং" বলা হইয়াছে। উহা মিথ্যা জ্ঞান নামক আত্মগুণ নহে, ইহা জানাইবার জন্য "ত্রিগুণাত্মকং" বলা হইয়াছে। অজ্ঞান জন্য প্রত্যেক পদার্থেই, সত্য, রজ ও তমোগুণ থাকায় অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক বলিয়া অনুমিত হয়। জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধিতা থাকায় অর্থাৎ জ্ঞান হইলেই অজ্ঞান তিরোহিত হয় বলিয়া উহাকে "জ্ঞান বিরোধী" বলা হয়। অজ্ঞান পদার্থকে ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও উহা ব্রহ্ম পদার্থের ন্যায় "পারমার্থিক" ভাব নহে বলিয়া "যৎকিঞ্চিৎ" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

অধ্যারোপ অর্থে ভ্রম। ভ্রম ও আরোপ একই কথা। অধি+আ+রূপ=অধ্যারোপ। অধি, অধিকরণ অর্থাৎ বস্তু। আ=মিথ্যা। রূপ=আকার। মিলিতার্থ, এই যে সর্পের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এরূপ এক রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, সেইরূপ বস্তুতে অবস্তুর আরোপ অর্থাৎ

ভ্রমের নাম অধ্যারোপ। "রজ্জু কথনই সর্প নহে।" সেইরূপ ব্রহ্ম কখনই জগৎ নহেন, আর রজ্জুর অভাবে যেমন ঐ রূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম না থাকিলে এ'জগৎ সৃষ্টিই হইত না। এই প্রকার বস্তুরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যে অবস্তুর আরোপ, অধ্যারোপ। আমাদের স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি এ সকল আত্মা বা ব্রহ্ম নহেন, অথচ আমরা এই সকলকে যে ব্রহ্ম ভাবে আরোপ করি, তাহা ভ্রম।

অপবাদ ন্যায়—"অপবাদো নাম রজ্জু বিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জু মাত্রত্ববৎ বস্তু বিবর্ত্তস্য বস্তুনোঽজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তু মাত্রত্বম্।" অপবাদ অর্থাৎ জড় পদার্থের মিথ্যাত্ব বোধন। কার্য্য সকল মিথ্যা, কারণই সত্য। মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে, সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল জন্মে, এ স্থলে ঘট ও কুণ্ডল মিথ্যা; মৃত্তিকা ও সুবর্ণই সত্য। এইরূপ রজ্জু বিবর্ত্ত সর্প মিথ্যা, রজ্জুই সত্য। বস্তু বিবর্ত্ত অবস্তু সকল মিথ্যা, চিদাত্মা বস্তুই সত্য

জ্ঞানিগণ বলেন-

> সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
> অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।

কার্য্য দুই প্রকার। এক বিকার্য্য, অপর বিবর্ত্ত। যে কারণ স্বরূপচ্যুত হইয়া কার্য্য করায়, সেই কার্য্যের নাম বিকার্য্য, ও পরিণাম এবং তাদৃশ কারণের নাম বিকারী বা পরিণামী, যেমন দুগ্ধ আর দধি। যে কারণটী স্বরূপচ্যুত না হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে, সেই কার্য্য বা অন্যবস্তুর নাম বিবর্ত্ত। তাদৃশ অধিষ্ঠানের নাম বিবর্ত্তাধিষ্ঠান।

যেমন রজ্জুও সর্প, অর্থাৎ ভ্রম কল্পিত পদার্থ মাত্রই বিবর্ত্ত। চিদাত্মারূপ অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে, জন্মিতেছে না। অজ্ঞানই বিকারী, পরিণামী বা দৃশ্য বস্তুর উপাদান।

ষষ্ঠ সোপান

মায়া

ব্রহ্মই যদি একমাত্র বস্তু। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তবে অবস্তু এই জগৎ কোথা হইতে হইল? এজগৎ মিথ্যা কেন? ইহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি? এই সকল প্রশ্ন আসিয়া পড়ে।

ইতিপূর্ব্বে রহস্যে ৷৷৶০ পৃষ্ঠায় আমরা উল্লেখ করিয়াছি, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন আর কিছুই ছিল না।' পরে কোন সময়ে তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হওয়ায় সৃষ্টি প্রকরণ আরম্ভ হইল। "এই বিষয় মহর্ষি বেদব্যাস একটু সরল করিয়া, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ "ভাগবতে" সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা—

ভগবানেকআসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানা মত্যুপলক্ষণং। ৩।৫।২৩
সবা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ।২৪।
সা ব এতস্য সংদ্রষ্টঃ শক্তি সদসদাত্মিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ। ২৫।
কালবৃত্ত্যাত্ম মায়ায়াং গুণ মধ্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্। ২৬।
ততো ভবন্ মহত্তত্ত্বমব্যক্তং কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ। ২৭।
সোঽপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ।
আত্মানং ব্যকরোদাত্মা বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া। ২৮।
মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বানাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত।
কার্য্যকারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা। ২৯
অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ।
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ। ৩০।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ। ৩১।
তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ। ৩২।
কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীক্ষিতং নভঃ।
নভসোঽনুসৃতং স্পর্শং বিকুর্ব্বন্নির্মমেঽনিলম্। ৩৩।
অনিলোঽপি বিকুর্ব্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ।
সসর্জ্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লোকস্য লোচম্। ৩৪।
অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্ব্বৎ পরবীক্ষিতম্।
আধত্তাম্ভো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ। ৩৫।
জ্যোতিষাম্ভোঽনুসংসৃষ্টং বিকুর্ব্বদ্ ব্রহ্মবীক্ষিতম্।
মহীং গন্ধ গুণামাধাৎ কালমায়াংশযোগতঃ। ৩৬।
ভূতানাং নভআদীনাং যদ্ যদ্ ভব্যাবরাবরম্।
তেষাং পরানুসংসর্গাদ্‌যথা সংখ্যং গুণান্ বিভুঃ। ৩৭।

জীবসকলের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি কালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আপনার মায়া লীনা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎস্বরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ তৎকালে অন্য দ্রষ্টৃ বা দৃশ্য কিছুই ছিল না। সে সময়ে একমাত্র তিনিই প্রকাশ পাইয়াছিলেন সুতরাং স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও অন্য দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান নাই, অতএব মায়াদি শক্তি লীনা হইয়া থাকাতে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃত্বের অভাবে আপনি যেন নাই এইরূপ মনে করিতেন, কিন্তু চিৎশক্তি দেদীপ্যমানা ছিল, ইহাতে আপনি একেবারে নাই এমত অনুমান করিতে পারেন নাই। দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমাত্মা, দ্রষ্টৃ দৃশ্যানুসন্ধান রূপা সেই শক্তি কার্য্য এবং কারণ উভয় স্বরূপা। হে মহাভাগ! ঐ শক্তির নাম মায়া। ভগবান তাহার দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, চিৎশক্তি যুক্ত পরমাত্মা, কালশক্তি বশতঃ গুণক্ষোভযুক্তা মায়াতে আপনার অংশস্বরূপ যে পুরুষ, প্রকৃতির উপরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা প্রথমতঃ বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন।

তাহার পরে কাল প্রেরিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহতের সৃষ্টি হইল, তাহাতে বিজ্ঞানাত্মা, এবং তমোনাশক পরমেশ্বরের বর্দ্ধিত বীজ (যেমন অঙ্কুরাদিরূপে বৃক্ষকে প্রকাশ করে, তাহার ন্যায়) স্বদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিলেন। অনন্তর সেই মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, চিদাভাস, গুণ ও কাল, এই তিনের অধীন হইয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি বাসনায়, আপনাকে রূপান্তর প্রাপ্ত করাইলেন, অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব হইল, সেই অহঙ্কারকার্য্য অর্থাৎ অধিভূত, কারণ অর্থাৎ অধ্যাত্ম, কর্ত্তা

অর্থাৎ অধিদৈব এই সকলের আশ্রয় হয়, যে হেতু তাহা ভূত, ইন্দ্রিয়, মনঃ ইত্যাদির বিকার বিশিষ্ট, অতএব ঐ অহঙ্কার তিন প্রকার হয়, বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থৎ রাজস এবং তামস। সাত্ত্বিক অহঙ্কার স্ষ্টার্থ বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে মনঃ উৎপন্ন হইল।

দেবতা সকল এবং যে সকল ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ হইতে শব্দাদি বিষয় প্রকাশ পায় তৎ সমস্ত ঐ সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ঐ সকল উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় ওকর্ম্মেন্দ্রিয় এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই রাজস অহঙ্কারের কার্য্য, অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে এই দুয়ের স্বষ্টি হয়। শব্দের কারণ যে তামস অর্থাৎ তামসিক অহঙ্কার, তাহা বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়, ঐ শব্দ হইতে আকাশ হইয়াছে, তাহাই আত্মার লিঙ্গ শরীর। তদনন্তর কাল ও মায়ার অংশযোগে ভগবান আকাশের প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহাতে সেই আকাশ হইতে উদ্ভূত স্পর্শ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর স্বষ্টি করে, অর্থাৎ আকাশ হইতে স্পর্শ তন্মাত্র দ্বারা পবনের উৎপত্তি হইল। পরে মহাবলশালী বায়ু আকাশ সহিত বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে রূপতন্মাত্র দ্বারা তেজের স্বষ্টি হইল, সেই তেজই সকল ভুবনের প্রকাশক। তৎপশ্চাৎ সেই তেজ অনিলের সহিত অন্বিত হইয়া ভগবানের দৃষ্টি গোচর ও বিকার প্রাপ্ত হইল, তাহাতে কাল ও মায়ার অংশ যোগে রসতন্মাত্র দ্বারা জলরে উৎপত্তি হইল। তাহার পর তেজোম্বু সংস্বষ্ট ঐ জল ভগবান কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ কাল ও মায়ার অংশ যোগে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা ভূমিকে উৎপন্ন করিল।

আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে ভূত ক্রমে জঘন্যজ, তাহাদের সহিত স্ব স্ব কারণের ক্রমশঃ সম্বন্ধ থাকাতে উত্তরোত্তর তাহাদের অধিক গুণ হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশের সহিত অন্য কোন ভূতের সম্বন্ধ না থাকায় তাহার এক শব্দ মাত্র গুণ; বায়ুর সহিত আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে তাহাতে আপনার অসাধারণ গুণ স্পর্শ এবং শব্দ এই দুই গুণ আছে; তেজে আকাশ ও বায়ুর উভয়ের সম্বন্ধ আছে, এই হেতু দুয়ের গুণ অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ এবং আপনার অসাধারণ গুণ যে রূপ এতত্ত্রিতয় ধারণ করে। জলে আকাশাদি ভূতত্রয় কারণ রূপে অনুস্যূত হয়, তাহাতে কারণ ত্রয়ের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং আপনার অসাধারণ গুণ যে রস এই চতুষ্টয় আছে। ভূমিতে আকাশাদি চতুষ্টয় অনুস্যূত হওয়ায় তাহাতে কারণের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই চারিটি এবং আপনার অসাধারণ গুণ গন্ধ এই পাঁচ গুণই আছে। উক্ত মহদাদি অভিমানী দেবতাসকল বিষ্ণুর অংশ, তাহারাকাল লিঙ্গ অর্থাৎ বিকার, মায়ালিঙ্গ অর্থাৎ বিক্ষেপ ও অংশ লিঙ্গ অর্থাৎ চেতনা, এই সকল ধারণ করে, সুতরাং পরস্পর মিলিত না হইয়া পৃথক পৃথক রূপে স্ব স্ব কার্য্যে ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অসমর্থ হন— তাহার পর ভগবান্ অন্তর্যামীরূপে তাহাতে প্রবেশ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে পরস্পর সংযুক্ত করিলেন।

এই মায়ার অপর নাম প্রকৃতি।

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।"

১০।৪ অধ্যায় শ্বেতাশ্বরোপনিষদ।

মায়াকেই প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে তাঁহাদের উভয়ের অবয়বভূত এই সর্ব্ব জগৎ। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন "ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।"

"রহস্যে" আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না। তিনি সৃষ্টি কামনা করিয়া আলোচনা করিলেন এবং আলোচনা করিয়া এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সেই ঈক্ষণ অর্থাৎ সৃষ্টি কামনা, এবং সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ, এই সকল কার্য্য তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন। তিনিই উপাদান কারণ এবং তিনিই নিমিত্ত কারণ।

আমরা কোন ঘটাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেমন ঘটের মসলা বা উপাদান, মৃত্তিকাদি সংগ্রহ করি, এবং তাহাকে নির্ম্মাণের উপযোগী করিবার জন্য যেমন কতকগুলি, যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করি ও নিজে নিমিত্ত হইয়া ঘট নির্ম্মাণ করি, সেই রূপ ভগবান, অপর কোন স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করেন না, তাঁহার আবার স্থানই বা কোথায় তিনিই সর্ব্বময় তাঁহার নিজের শক্তিই সেই উপাদান, যন্ত্রাদি যাহা কিছু তাহাও তিনি স্বয়ং এবং নিমিত্ত কারণও তিনি।

কুম্ভকারকে—নিমিত্ত কারণ

যন্ত্রাদিকে—সমবায় কারণ

মৃত্তিকাকে—উপাদান কারণ বলিয়া থাকে।

ভগবান একাধারে এই তিন কারণ।

এই মায়াশক্তি ত্রিগুণময়ী ও দৈবী। এইজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

ঐ অলৌকিকী গুণময়ী মায়ারূপা শক্তি দুস্তরণীয়া, কিন্তু যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হয় তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়॥

গীতা ৭।১৪।

সপ্তম সোপান

প্রকৃতি ও পুরুষ

মায়া তাঁহার শক্তি। তিনি নিজে শক্তিমান। সৃষ্টির অতীত ভাবে ব্রহ্ম যখন ছিলেন, তখন তিনি মায়া শক্তিকে নিজের ভিতরে আয়ত্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন—"স্বধয়া তদেকং।" বেদ বলিতেছেন, তাঁহার যে শক্তি তাহার সহিত একীভূত হইয়াছিলেন, সেই শক্তির নাম মায়া বা স্বধা। তিনি সর্ব্বকালে সেই ভাবেই বর্ত্তমান। তাঁহার অতি অল্প শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনায় নিযুক্ত হইয়াছে। সেই জন্য ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্নমেকাংশেনস্থিতো

জগৎ।" প্রকৃতির সর্ব্বস্থানেই তিনি প্রবেশ করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।" যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সকল পদার্থই পুরুষে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। একটী স্তোত্রে পুরুষের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞার সহিত একমত এই জন্য উদ্ধৃত হইল—

আদ্যন্তহীনং জগদাত্মরূপং,
বিভিন্ন সংস্থং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ।
কূটস্থমব্যক্তবপুস্তথৈব,
নমামি রূপং পুরুষাভিধানম্॥

প্রকৃতির অতীত, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, জগতের আত্মা স্বরূপ বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত সেই কুটস্থ অব্যক্তবপু যাঁহাকে পুরুষ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়, তাঁহাকেই প্রণাম করি।

এই প্রকৃতি পুরুষ অনাদি "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।"
প্রকৃতিঃ—সত্ত্ব রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চঃ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা।

প্র শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট রূপ; কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি, সৃষ্টি বিষয়ে যে শক্তি সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠা, তাঁহাকে প্রকৃতি বলে।

অষ্টম সোপান

মায়া ও অবিদ্যা

পরমেশ্বর সত্তা ও স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার বাহির নাই। সবই তাহার মধ্যগত। অতএব জগৎ রচনায় সমুদয় কর্ত্তৃত্ব তাঁহার মধ্যগত। সেই পরমেশ্বর যখন প্রকৃতির সহিত আপনি কর্ত্তারূপ হন, তখন ঐ প্রকৃতিকে "মায়া" বলা হয়। আর যখন প্রকৃতির সহিত কার্য্যরূপ হন তখন ঐ প্রকৃতিকে "অবিদ্যা" বলা হয়।

মায়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান বা "নির্ম্মল সত্ত্বগুণ বিশিষ্টা।" এবং অবিদ্যা তমোমিশ্রিত সত্ত্ব প্রধান অথবা মলিন সত্ত্ব গুণ বিশিষ্টা।

কারণ রূপা প্রকৃতি মায়া শ্রেষ্ঠা এবং কার্য্য রূপা প্রকৃতি, অবিদ্যা নিকৃষ্টা এইমাত্র মায়া ও অবিদ্যার পার্থক্য এই—পরমেশ্বরগত মায়া পরমেশ্বরে থাকিয়াও তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না আর জীবগত মায়া জীবকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এই জীবগত মায়ার নাম অবিদ্যা, সর্পে বিষ আছে, তথাপি সর্প তাহাতে উপহত হয় না, কিন্তু উহা অন্য প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে লুপ্ত চৈতন্য করে। একই বিষ স্থল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদন করে, মায়াও সেইরূপ, একই মায়া ঈশ্বরে স্বরসবাহিনী হইলেও জীবে বিপরিণত হইয়া অবিদ্যানামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মায়া ও অবিদ্যা তিন প্রকার—কারণ অবিদ্যা, কার্য্য অবিদ্যা ও বিক্ষেপিকা

অবিদ্যা, তন্মধ্যে পরমেশ্বরগত অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার নাম কারণ-অবিদ্যা। জীবগত অবিদ্যার নাম কার্য্যঅবিদ্যা এবং প্রাতিভাসিক সৃষ্টির উপাদানভূত অবিদ্যার নাম বিক্ষেপিকা অবিদ্যা। মনোলয় হইলে অবিদ্যার এই ত্রিবিধ অবস্থাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

নবম সোপান

আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি ঃ

পূর্ব্বোক্ত মায়ার আবার দুইটি শক্তি আছে। একটি আবরণ ও অন্যটির নাম বিক্ষেপ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি যে অজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি, তাহা সত্বাদি গুণযুক্ত এবং ভাবরূপা। তাহারই গুণবিক্ষেপে এই জগৎ হইয়াছে। অজ্ঞানের সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ এই বিক্ষেপ অজ্ঞান আমাদিগকে মোহিত করিয়া রাখায় আমরা তাঁহার নিয়োজয়িতা পরমেশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান পাইনা। উহা পরমেশ্বর ও আমাদের মধ্যপথে আবরণরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই জন্য আবরণশক্তিকে বৃতি বলা যায়। শংকরাচার্য্য বলিয়াছেন—

"এষাবৃতির্নাম তমোগুণস্য শক্তির্যয়া বস্ত্ববভাসতেঽন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতে র্বিক্ষেপ শক্তেঃ প্রসবস্য হেতুঃ।"

তমোগুণের শক্তি আবরণ, সেই জন্য ইহার নাম বৃতি। ইহার দ্বারা বস্তু যথার্থ ভাবে প্রতিভাত না হইয়া অন্য প্রকারে প্রতিভাত হয়। এই বিক্ষেপ শক্তির বৃদ্ধিই পুরুষের অন্যথাদৃষ্টির কারণ।

এই বিক্ষেপ শক্তি তমোগুণের সহিত মিলিত হইয়া চারিটি কার্য্য উৎপাদন করে এবং পুরুষকে সর্ব্বদাই লক্ষভ্রষ্ঠ করায়। অভাবনা, বিপরীত ভাবনা, সম্ভাবনা, বিপ্রতিপত্তি। অভাবনা—অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য চিত্ত, বিপ্রতিপত্তি—অবস্তুতে বস্তুবোধ।

দশম সোপান

ব্যষ্টি ও সমষ্টি।

এই অজ্ঞান আপাততঃ নানারূপে ভাসমান হইলেও বস্তুতঃ উহা এক। বেদান্তবিদ্‌গণ উহার সমষ্টি অর্থাৎ সমুদয় বা অপৃথক ভাব লক্ষ্য করিয়া এক এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাব লক্ষ্য করিয়া বহু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের সমষ্টি ভাবে এক বন এবং জলের সমষ্টি ভাবে এক জলাশয়, সেইরূপ জীবগত নানাপ্রকার অজ্ঞানের সমষ্টি ভাব ধরিলে এক, সমুদ্র, তরঙ্গ, লহরী ফেন, বুদ্‌বুদ প্রভৃতি যেমন জল হইতে পৃথক নহে, সেইরূপ এ জীব সেজীব, কোন জীবই অজ্ঞান ছাড়া নহে, এবং অজ্ঞানের প্রকার সংখ্যা যতই হউক, সমস্তই অজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি

বলেন "অজামেকাং।" সেই অজ্ঞান কাহারও সৃষ্ট নহে, সত্ত্ব, রজ, তম গুণাত্মক অজ্ঞান এক, যদিও সেই অজ্ঞান এক কিন্তু প্রত্যেক জীবে সেই অজ্ঞান বা অবিদ্যা কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে ব্যষ্টি বলে। জীবের শরীর ত্রিবিধ, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। জীবাত্মার মূল বীজ অবস্থা, যাহা অবিদ্যা প্রকৃতির ক্রোড়ে অব্যক্ত থাকে অর্থাৎ আমাদের সুষুপ্তি সময়ে, জীবাত্মার শরীরকে কারণশরীর বলে।

সমুদয় জীবাত্মা প্রকৃতির ক্রোড়াস্থ সেই অব্যক্ত অবস্থাতে পরমেশ্বরের যখন কর্তৃত্বে ও নিয়ন্তৃত্বে উপস্থিত থাকেন, তখন তাঁহাতে সমষ্টি ভাবের প্রয়োগ হয়। সেই সমষ্টি অবস্থাতে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় এবং প্রত্যেক জীবের তাদৃশ অব্যক্ত অবস্থাতে ব্যষ্টি ভাবে এবং কার্যরূপে তাঁহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়।

আর জীবাত্মার অপেক্ষাকৃত ব্যক্ত অবস্থায় যে বুদ্ধি, মন, অহংকার ও ইন্দ্রিয়ের উদয় হয়, যথা স্বপ্নকালে, তাঁহাকে সূক্ষ্ম দেহ বা লিঙ্গ শরীর বলে। সমুদয় জীবের লিঙ্গ শরীর সমষ্টিতে বর্ত্তমান ঈশ্বরকে হিরণ্যগর্ভ বলা যায় এবং প্রত্যেক লিঙ্গ দেহে তাঁহাকে কার্য্যরূপে তৈজস বলা হয়।

জীবাত্মার সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তাবস্থায় স্থূল দেহের যোগ হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎকালে সকল জীবের স্থূল দেহে ঈশ্বর সমষ্টিভাবে বিরাটরূপে এবং প্রত্যেক স্থূল শরীরে ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে কার্য্যরূপে বিশ্ব নামে পরিচিত হন।

উক্ত সমষ্টিতে কর্তৃত্বরূপে এবং ব্যষ্টিতে কার্য্যরূপে বর্ত্তমান একই পরমেশ্বর। সমষ্টিতে কর্তৃত্ব রূপে তিনিই ঈশ্বর, হিরণ্য গর্ভ, বিরাট

এবং ব্যষ্টিতে কার্য্যরূপে অর্থাৎ জীব স্বরূপে তিনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব। এই জন্য অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতে সমষ্টিতে বর্ত্তমান চৈতন্য কর্ত্তা এবং ব্যষ্টিতে বর্ত্তমান চৈতন্য কার্য্য, অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তা এবং জীব কার্য্য। কিন্তু স্বরূপে উভয়ই এক। কেবল উপাধিতে ভিন্ন মাত্র।

"কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ, কারণোপাধিরীশ্বরঃ।"

একাদশ সোপান

উপাধি

উপ, সমীপবর্ত্তিনি, আদধাতি, সংক্রাময়তি স্বীয়ংধর্ম্মং ইত্যুপাধিঃ। উপাধি=(উপ+আ+ধা+ই) যে নিকটে থাকিয়া আপনার গুণ সমীপস্থ বস্তুতে আরোপ করে তাহাই উপাধি। জবা ফুল স্ফটিকের নিকটে থাকিয়া, আপনার লাল রং স্ফটিকে আরোপ করে বলিয়া জবা স্ফটিকের উপাধি। অজ্ঞানও চৈতন্য সন্নিধানে থাকিয়া আপনার দোষ গুণ চৈতন্যে আরোপিত করে বলিয়া চৈতন্যের উপাধি। "উপাধিনা ক্রিয়তে ভিন্নরূপঃ" উপাধির দ্বারা এক বস্তু ভিন্নরূপ বলিয়া বোধ হয়।

পরমেশ্বরের অসীম অংশ সৃষ্টিকার্য্যে অবতীর্ণ হয় নাই। যখন তিনি স্বরূপে অবস্থিত, তখন তাঁহার সহিত সৃষ্টির কোন লক্ষণের সংস্রব নাই।

এই অবস্থায় তাঁহাকে নিরুপাধি বলা হয়। কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়াই আমরা তাঁহাকে জগৎ কারণ; কারণের কারণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া থাকি। মায়া বা প্রকৃতি তাঁহার শক্তি। সেই শক্তির সহিত সম্বন্ধ জন্য আমরা ঐরূপ নাম দিয়া থাকি। সুতরাং মায়া বা প্রকৃতি যাবতীয় উপাধির মূল। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চভূত প্রভৃতি সকলই উপাধি। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরও উপাধি স্বরূপ এবং পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই ঔপাধেয় অর্থাৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যে সকল উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ভিতরে তিনিই একমাত্র বস্তু স্বরূপে রহিয়াছেন। এ সকল উপাধি তাঁহারই সৃষ্ট। এ সকল কিছুই ছিল না, তাঁহারই শরীর অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইয়াছে সুতরাং তাঁহার সত্বাতেই উহাদের সত্বা। এইজন্য ব্রহ্মের সহিত সমস্ত জগৎ অভেদ, সমস্তই ব্রহ্মভুক্ত, কিছুই বিভক্ত হইয়া স্থিতি করে না। সকলই ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব। "সর্ব্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ।" যখন এইরূপ শুভ দৃষ্টি জীবে উদয় হয়, তখন ঐ সকল উপাধিকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না।

বেদান্তশাস্ত্র বলেন "উপাধির মধ্যে যখন আমরা ব্রহ্মকে অনুভব করি, তখন তিনি সগুণব্রহ্ম। অবিদ্যাচ্ছন্ন স্বীয় সৃষ্ট জীবের কারণ শরীরে তিনি "প্রাজ্ঞ" নামে, সূক্ষ্ম দেহে "তৈজস" নামে, স্থূল দেহে বিশ্ব নামে জীবরূপে প্রকাশ পান, এবং সর্ব্ব জীবের কারণ শরীরের সমষ্টিতে তিনিই সর্ব্বেশ্বর নামে, সূক্ষ্ম দেহ সমষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ ও স্থূল দেহসমষ্টিতে বৈশ্বানর নামে, তিনি নিয়ন্তা ও নিমিত্ত কারণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বেদান্ত মতে ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নাই। কোন পদার্থ ব্রহ্মের বাহির হইতে আইসে নাই। সকল পদার্থেরই তাঁহার

সহিত যোগ রহিয়াছে। তিনি সকল পদার্থেই সত্বারূপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সত্বার অভাব হইলে সকলই ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হইবে। যেখানে যেমন প্রয়োজন, তিনি তথায় সেই ভাবে বর্ত্তমান। তিনি সকল পদার্থেই যদিও সত্বারূপে আছেন, কিন্তু স্বসৃষ্ট স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের উৎকৃষ্টতা জন্য তাহাতে জীবরূপে প্রকাশমান। তিনি যদিও সেই রূপেই আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টির কারণ স্বরূপে আপনি যেমন সর্ব্বজ্ঞ, জীবরূপে আপনাকে তেমন সর্ব্বজ্ঞ করেন নাই। সে অবস্থায় অল্পজ্ঞ হইয়াছেন। জীব অবস্থায় অন্তঃকরণ রূপে উপাধির যোগে জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে, জন্ম জন্মান্তর পরিভ্রমণ করে এবং পাপ পুণ্য ভোগ করে, কিন্তু সাধন ভজন ও ক্রিয়াদি দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ব্রহ্ম জ্ঞানাপন্ন হইতে পারিলে আর এই সকল কর্ম্ম ভোগ করিতে হয় না ও ভগবৎ কৃপায় চির মুক্তিলাভ করে।

দ্বাদশ সোপান

ঈশ্বর চৈতন্য

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি জগৎ রচনায় ব্রহ্মের সমস্ত শক্তির ব্যয় হয় নাই, অতি অল্প মাত্র শক্তির কার্য্যই এই জগৎ। তাহাই অনন্ত, অসংখ্য, এবং বাক্য মনের অগোচর। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের শক্তির কথা বলা হইয়াছে, শাস্ত্রে তাহা অনেক সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। মায়া

প্রকৃতি, অজা, অবিদ্যা, শক্তি প্রভৃতি। তিনি সেই শক্তির দ্বারা লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছেন। "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।" মায়া প্রভৃতি শব্দের অর্থ একই। অবিদ্যার অর্থ বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকে এই রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বমিদমেবতু লক্ষণম্।
যৎ প্রমাণা সহিষ্ণুত্বমন্যথা বস্তু সা ভবেৎ॥"

অবিদ্যার লক্ষণ এই যে, প্রমাণ দ্বারা তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। যখনই তাহার মূল অনুসন্ধান করা যাইবে তখন অন্যরূপে, সেই ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হইবে। অন্ধকার পদার্থ অন্য কিছুই নহে আলোকের অভাব মাত্র। সেইরূপ সেই শক্তির দ্বারা নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত। সেই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যখন তিনি সৃষ্টি করেন, তখন যে অতি অল্প মাত্র অংশ (যদিও তাহার অংশ নাই) ব্রহ্মাণ্ড রচনায় নিযুক্ত সেই চৈতন্য শক্তিকে "ঈশ্বর চৈতন্য" বলে। মায়া তাঁহার উপাধি, এবং যে চৈনন্য মায়াতে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ উপহিত, তাহাই "ঈশ্বর চৈতন্য।" "এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্বাদি গুণকমব্যক্তমন্তর্যামী জগৎ কারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে সকল জ্ঞানাবভাসকত্বাৎ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইতি। এই সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব নিয়ন্তা, অব্যক্ত, (সর্ব্ব কার্য্যের বীজ) অন্তর্যামী, জগৎ কারণ এবং ঈশ্বর নামে অভিহিত হন।" এই সমষ্টি অজ্ঞানের অবভাসক বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সমষ্টি অজ্ঞানের গর্ভে সকল জ্ঞানই আছে এবং তাদৃশ সমষ্টি অজ্ঞানকে তিনি জানিতেছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

ত্রয়োদশ সোপান

তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য

শ্রুতি বলিয়াছেন। "পাদস্যেহ ভবেৎপুনঃ ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

সৃষ্টি কার্য্যে তাহার একপাদ মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে, অন্য ত্রিপাদ সৃষ্টি কার্য্যের বাহিরে থাকিয়া অমৃত ক্ষেম অভয় রূপে রহিয়াছে। সে পাদ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

"অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমব্যপদেশমেকাত্ম প্রত্যয় সারং।
প্রপঞ্চোপশমশান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।"

যে অবস্থা অদৃষ্ট অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, (যাহার কোন নাম করণ করা যায় না) একান্ত প্রত্যয় সার (নিশ্চয় জ্ঞান) প্রপঞ্চোপশম শান্ত মঙ্গল, অদ্বিতীয়, তাহাই চতুর্থ বলিয়া জানিবে তিনিই আত্মা তিনিই বিজ্ঞেয়। জগৎ ব্যাপার বর্জ্জিত পরমাত্মাকে তুরীয় বলিয়া জানিবে। তিনিই আত্মা, তাঁহাকেই আত্ম প্রত্যয় জানিবে। প্রত্যয় বিনা তাঁহাকে জানিবার অন্য উপায় নাই।

চতুর্দ্দশ সোপান

জীব ও জীব চৈতন্য

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ বশতঃ, তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব, উৎপন্ন হইল, এবং তাহার বিকার হইতে অহংকার তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। এই অহংকার তত্ত্বের তিনটি ধারা আছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক অংশ হইতে, দেবগণ ও মন; রাজসিক অংশ বা অহংকার হইতে দশবিধ ইন্দ্রিয়, ও তামস অহংকার হইতে, আকাশ উৎপন্ন হইল, তাহা হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন কারণ গুণ—ক্রমে, সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রা উৎপন্ন হইল, তাহা হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূতও উৎপন্ন হইয়াছে।

সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু ও মন বুদ্ধি; সাত্ত্বিক অংশ হইতে সম্ভূত বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত যুক্ত হইলে জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

"অয়ং কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব দুঃখিত্বাদ্যভিমানত্বেনেহপরলোকগামী ব্যবহারিকোজীব ইত্যুচ্যতে।"

ইহাতেই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি অভিমান বর্ত্তমান থাকে এবং তাহার জন্য ইহলোক পরলোক যিনি গমন করিয়া থাকেন

তিনিই জীব বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই জীবের বিষয় জানিতে হইলে পঞ্চকোষের বিবরণ প্রথমে জানা উচিৎ। এইজন্য পঞ্চকোষের কিছু বিবরণ দিতেছি।

পঞ্চদশ সোপান

পঞ্চকোষ

পঞ্চৈবা৽ন্নময়ঃপ্রাণময়শ্চৈবমনোময়ঃ
বিজ্ঞানময় আনন্দ-ময়ো নাম্নাঽত্রকোষকাঃ।

বেদান্ত সংজ্ঞাবলী, ১৪১

বেদান্ত শাস্ত্রে, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষের বিষয় বর্ণিত আছে।

অন্নময়কোষ =

কোষ শব্দের অর্থ = আবরণ—

কুষ = নিষ্কর্ষে (নিষ্কর্ষো বহিঃ কর্ষনম্) কুষ্যতি নিষ্ক্রামতি অস্মাৎ অর্থাৎ আবরণের দ্বারা আবৃত হইলে যেমন বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ আত্মা পঞ্চ আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই আবরণ ভেদ করিলে তবে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে এইজন্য বেদান্ত শাস্ত্রে কোন আবরণটি কোন

পদার্থে গঠিত এবং সে আবরণটি কিরূপে ভঙ্গ করা যায়, বা তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার উপায় বলিয়াছেন, প্রথমে কি কি উপাদানে এই পঞ্চ আবরণ বা কোষ রচিত তাহা উক্ত হইতেছে।

আমরা পঞ্চদশী এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে এই সম্বন্ধে যে সার সংকলন করিলাম তাহা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি।

"দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণাঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা।"

২।৩ পরিচ্ছেদ

স্থূলদেহে অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ, তাহার অভ্যন্তরে মনোময় কোষ, তদপেক্ষা অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ, তাহা হইতেও অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ, পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমান এই পঞ্চ-কোষ, ইহাদিগকে গুহাও বলা হয়।

যেমন একটি পাহাড়ের ভিতরে একটি গুহা আছে, আবার সেই গুহার ভিতরে অপর একটি গুহা আছে, এবং তাহারও অভ্যন্তরে আরও একটি গুহা, এইরূপ পঞ্চ গুহা বিদ্যমান আছে। তাহার ভিতরে পরমাত্মা আছেন।

সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্
অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।

কঠোপনিষৎ ২।১২

সেই পরমাত্মা যোগবিনা অন্তশ্চক্ষুর গোচর হন না। তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখ সহকারে দর্শন করিতে হয়, কেন না তিনি গুহার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত, গহ্বর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত দুর্গম স্থানে, বাস করিতেছেন, সেই পুরাণ অর্থাৎ সনাতন দেবতাকে, অধ্যাত্ম যোগ আয়ত্ব করিয়া জানিতে পারিলে সংযত আত্মা হর্ষশোক ত্যাগ করিয়া থাকেন।

মহর্ষি বেদব্যাস তদীয় যোগভাষ্যে বলিয়াছেন—

"ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাম্,
নৈবান্ধকার' কুক্ষয়োনোদধীনাং।
বুদ্ধিবৃত্তিরবিশিষ্টাং ব্রহ্ম শাশ্বতং'
গুহা যস্যাং কবয়ো বেদয়ন্তে॥"

পাতালকে বা, পর্ব্বতের বিবরকে বা অন্ধকার ও সমুদ্রের অন্তস্তলকে গুহা বলেনা। সেই নিত্য ব্রহ্ম যে স্থানে বুদ্ধি বৃত্তির সহিত অস্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছেন, কবিগণ তাহাকে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির উর্দ্ধভাবকে গুহা আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। হৃদয়, হৃদা, মনীষা প্রভৃতি শব্দদ্বারা সেই গুহাকেই বুঝাইয়া থাকে।

ভগবান শঙ্করাচর্য্য তৈত্তিরীয় ভাষ্যে (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।১।) গুহা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার দ্বারা শাস্ত্রে গুহা যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; তাহা বিশেষ রূপ জানিতে পারা যাইবে। তাহার অনুবাদ এই—'গুহা' পদটি আবরনার্থক 'গূহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, উহার অর্থ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ়

থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে গুহা ; অথবা ভোগ ও অপবর্গ রূপ পুরুষার্থ দ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা "গুহা"……গুহা ও ব্যোম শব্দের অভেদ বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অব্যাকৃত আকাশই গুহা পদের অর্থ ; তাহাতে ত্রৈকালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেন না, উহাই সকলের কারণ ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর. ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম ব্যোম ; কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে ব্যোম পদার্থই * বিবক্ষিত।

"পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ এবং পুরুষের হৃদয় মধ্যেও যে আকাশ" "যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষা-দাকাশো, যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ যোঽয়ন্তহৃদয় আকাশ" ইতি, এই শ্রুতি হইতেও ব্যোমের পরমত্ব প্রমানিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে বুদ্ধি রূপ যে গুহা তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্র রূপে উপলব্ধি গোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের দেশ কালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটিই ব্রহ্মের স্বরূপ বিশষেণ। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমিব শিরঃ। অয়ং

* ইচ্ছা করিয়া বলা হইয়াছে।

দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি।

সেই ব্রহ্ম হইতে শব্দ গুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে শব্দ, স্পর্শ গুণ সম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ ত্রিগুণ বিশিষ্ট অগ্নি, বা তেজঃ. তেজ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস গুণ সম্পন্ন জল, জল হইতে আবার শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইল। ওষধি হইতে অন্ন শস্যাদি আহার—দ্বারা, শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অথাৎ হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল। এই জন্যই এই পুরুষ অন্নময় রস অর্থাৎ অন্ন রসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পুরুষের প্রসিদ্ধ শিরই শির; দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহ মধ্যভাগ আত্মা (সর্ব্বাঙ্গের প্রধান) এবং নাভির নিম্নভাগ স্থিত অংশই তাহার হেতুভূত পুচ্ছ। উক্ত ব্রাহ্মণ বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ একটী শ্লোক আছে।

পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ জন্মশীল প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্ররূপে পরিণত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; উৎপত্তির পরেও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহ-ব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে। যাহারা অন্নব্রহ্মের (ব্রহ্ম বুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত হন। অন্নই সর্ব্বভূতের

প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ্য) সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হইয়া থাকে। অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী জন্ম লাভ করে; জন্মের পর অন্নের দ্বারাই সেই সকল প্রাণী বৃদ্ধি পায় ও জীবিত থাকে।

অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।

প্রাণিগণ অন্ন (অদন) ভক্ষণ করে এবং অন্নও আবার প্রাণি-গণকে অদন (ভোগ) করে। এই কারণে ভোজ্যদ্রব্যকে অন্ন বলা হইয়াছে।

উণাদি সূত্রানুসারে (কৃ বৃ—অনি—ভ্যো নিচ্) ৩।১০
অনিতি জীবত্বীতি ইত্যন্ন মোদনাদিকং বা।

যাহার দ্বারা প্রাণিগণ জীবন ধারণ করে তাহাই অন্ন, আহারীয় দ্রব্য মাত্রেই অন্ন পদবাচ্য।

ষোড়শ সোপান।

প্রাণময় কোষ

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেন এষঃ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষ বিধতাম্। অন্বয়ং

পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছংপ্রতিষ্ঠা।

সেই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতি ভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোষ) সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ। পুরুষ দেহের ন্যায় হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন)।

সেই অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি, বিশেষ এই যে প্রাণই প্রাণময় কোষের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ, অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ মধ্যভাগ) এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা স্থিতি সাধন পুচ্ছ। উক্ত বিষয়ে এই প্রকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র আছে।

দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) প্রাণময় কোষের অনুগত হইয়া প্রাণন করে অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু তাহারাও প্রাণের অনুগত হইয়াই জীবন ধারণ করে। যেহেতু প্রাণই ভূতগণের আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন রক্ষার নিদান, সেই হেতু প্রাণকে "সর্ব্বায়ুষ" বলা হইয়া থাকে। এই যে প্রাণময় কোষ ইহাই পূর্ব্ব কথিত অন্নময় কোষের (শরীরের) (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা।

সপ্তদশ সোপান

মনোময় কোষ

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষঃ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তর পক্ষঃ। আদেশ আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তরে অন্য একটী আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময় তাহার দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ। সেই মানোময় আত্মাও পুরুষাকৃতি বটে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষ বিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষ বিধতা। যজুর্মন্ত্রই তাহার শির, ঋক্‌মন্ত্র তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাংশ তাহার আত্মা (দেহ মধ্যভাগ) এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ।

মনোময় কোষ এবং মনের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আলোচনা করা আবশ্যক, কারণ আমরা মনের দ্বারাই সকল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকি এবং মনের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই সর্ব্ববিধ সংস্কার লাভ করিয়া থাকি। ভাবের বিনিময়, বিশেষতঃ সূক্ষ্ম অনুভূতি মনের নির্ম্মলতার ও প্রসারিতার উপরেই নির্ভর করে। সেই জন্য মনের সকল অবস্থার ব্যবহার সম্বন্ধে, অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহে" মনোময় কোষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের মিলন হইলেই মনোময় কোষ বলে, ইহাতে মনেরই প্রাধান্য আছে। এই মনোময় কোষ চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হইলে দুঃখ প্রভৃতি এবং কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি উৎপন্ন করে ও মনের দ্বারা বাহিরের ভোগ্য বস্তু কামনা করিয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত মন, চেষ্টা করে, কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এই জন্য মনই সকলের কারণ। সকলে মনের দ্বারাই অন্তর ও বাহ্য বস্তু অবগত হয়, সমস্ত বিষয় শ্রবণ করে, গন্ধ গ্রহণ করে, দর্শন করে, বাক্য প্রয়োগ করে, স্পর্শ করে, আহার করে এবং সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। মনের দ্বারাই পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ হয় এবং ইহা দ্বারাই অর্থ ও অনর্থ ঘটে। একমাত্র মনই বন্ধ ও মোক্ষ উভয় বিধ, পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্য কিরূপে করে তাহার জন্য বলিতেছেন যে বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজ ও তমো গুণ বিহীন মনের দ্বারা মোক্ষ এবং মলিন অর্থাৎ রজ ও তমোযুক্ত মনের দ্বারা বন্ধন হয়, বিবেকবশতঃ আত্মা পরমাত্মার জ্ঞান দ্বারা অর্থ এবং অবিবেক বশতঃ অনর্থ উৎপন্ন হয়।

সেই জন্য অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধ মেব চ।
অশুদ্ধং কাম সংকল্পং শুদ্ধং কাম বিবর্জ্জিতম্। ১।
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্। ২
যতো নির্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তি রিষ্যতে।
অতো নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা। ৩।

নিরস্ত বিষয়াসঙ্গং সংনিরুদ্ধং মনোহৃদি।
যদা যাত্যত্মনো ভাবং তদা তৎ পরমং পদম্। ৪।
তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদি গতং ক্ষয়ম্।
এতদ্ জ্ঞানং চ ধ্যানং চ শেষোন্যায়শ্চ বিস্তরঃ। ৫।

মন দুই প্রকার, শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। কাম, সংকল্পযুক্ত মন অশুদ্ধ এবং কামনা বিবর্জিত মনই শুদ্ধ। মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়ে আসক্তিই বন্ধনের এবং বিষয় হইতে মনকে ব্যাপার শূন্য করিতে পারিলেই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। যেহেতু এই মন বিষয় হইতে বিরত হইলেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সেই জন্য যাঁহারা মোক্ষকামী তাঁহারা সর্ব্বদা মনকে বিষয় শূন্য করিবেন। যখন সাধক বিষয়াসক্তি হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া হৃৎপুণ্ডরীকে, বিশেষ ভাবে নিরোধ করিয়া আত্ম ভাবে অবস্থান করিতে পারিবেন, তখনই তাঁহার পরম পদলাভ হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মন হৃৎপুণ্ডরীকে গিয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া না ফেলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনকে নিরোধ করিবে। এই নিরোধ সাধনই জ্ঞান এবং ইহাই ধ্যান। শাস্ত্রে ইহা ব্যতীত শেষে আর যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল মাত্র শাস্ত্র বিচার ও তর্ক মাত্র। এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি স্বরূপ অন্য স্থানেও উক্ত হইয়াছে।

বহির্মুখানীন্দ্রিয়াণি কৃত্বা চান্তর্মুখানি বৈ
এতদ্বৈ সাধনাসারঃ শেষস্তু গ্রন্থ বিস্তরঃ।

সাধনার মূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ, তাহাদিগকে নিরোধ করিয়া অন্তর্মুখ করিবে অর্থাৎ পিণ্ড মধ্যে মনকে উর্দ্ধমুখ করিয়া তাহার ভিতর সকল তত্ত্ব অনুভব করিবে। ইহা ভিন্ন শাস্ত্রে যে সকল কথা আছে তাহা ইহার বিস্তৃতি মাত্র।

এই মনোময় কোষের মনই একমাত্র চালক। মনের চিন্তাই মনোময় কোষ বৃদ্ধির কারণ এবং মনের চিন্তাই মনের খাদ্য। আমরা যেমন খদ্যাদি আহার করিয়া আমাদের স্থূল অন্নময় দেহের পুষ্টি সাধন করি, খাদ্যাভাবে আমাদের দেহ যেমন ক্ষিণ হয় ও ক্রমে শীর্ণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনও চিন্তারূপ আহার দ্বারা বৃদ্ধি এবং পুষ্ট হইয়া থাকে। যিনি যত চিন্তা করেন এবং সেই চিন্তা গুলিকে আয়ত্ব করিতে ও ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার মন ততই পুষ্ট হয় ও তাঁহার মানসিক বল অপর অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া থাকে।

অপর পক্ষে যাহার মন এখনও পুষ্ট হয় নাই, তাহার এইভাবে চিন্তা করিবার বিশেষ শক্তি হয় না।

আবার অনেকে অপরের চিন্তা লইয়া মনকে ভূষিত করেন, তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা কিছু মাত্র নাই, তাঁহাদের মন তত সতেজ ও বলবান নহে। এই মনের স্বাধীনতা, ক্ষিপ্র কারিতা, গ্রহণ পটুতা প্রবেশ সামর্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সামন্য আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মনুষ্য মাত্রেই, আমরা স্থূল দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহ পরিবেষ্টিত মনকে লইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করি। দেহের, প্রাণের ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত মনের কার্য্য, আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জীবিত কালের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিতেছে কিন্তু সেই গুলি আমাদের জ্ঞাতসারে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যেমন চলিতে থাকিবে, সেই গুলির ফলাফল, তেমনি আমাদের স্মৃতির মধ্যে বা তাহা হইতে সূক্ষ্ম সংস্কার ভাবে থাকিবে,

এইরূপে আমরা মনোময় দেহ সুস্থ, সবল ও সফল করিতে পারিব।

একজন অসভ্য আদিম অবস্থায় অবস্থিত মনুষ্যের মনোময় কোষের গঠন অস্ফুট ও অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায়, কিন্তু একজন চিন্তাশীল মনস্বী ব্যক্তির মনোময় কোষ, সুগঠিত সুন্দর ও মনোহর বর্ণে রঞ্জিত। যাঁহাদের দেখিবার সে চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। সেই মনোহর দেহ হইতে, যাঁহার চিন্তাশীলতা যত বেশী, তাঁহার দেহ হইতে তত পরিমাণে, উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণের ছটা বাহির হয়, ইহাকে ইংরাজিতে Aura বলে। এই জ্যোতি বা ছটার বৈচিত্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, তাহা অবশ্য চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋষিরা বা পূর্ব্বতন সিদ্ধ সাধকগণ ইহা অনুভব করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে ইহার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা দেবদেবীর অঙ্কিত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই যে তাঁহাদের দেহের বিশেষতঃ মস্তকের চতুর্দ্দিকে একটী দিব্যছটা বা আভা বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, প্রতিমার মস্তকের পশ্চাতে এইরূপ ছটার চিত্র এখনও প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি কিয়দংশে খুলিয়াছে, তাঁহারা ইহা দেখিতে পান। পাশ্চাত্য জগতেও এই দিব্য ছটা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং বর্ণের সঙ্গে যে ভাবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। Dr. Babbits, এই বর্ণ ও ছটা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। Sir Andrew Jackson Davis তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এই বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

মানবের সূক্ষ্মদেহ যখন স্থূলদেহ হইতে বাহির হয় তাহার প্রতিকৃতি দেখিয়া তিনি তাহার ছবি পর্য্যন্ত বাহির করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে

বিজ্ঞান এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়া কিয়দংশে সফলকাম হইয়াছেন সম্প্রতি (Dr. Kilner) কিলনার ও (Dr. Felkin) ফেলকিন নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তহার নাম Spectauranine বা দেহ জ্যোতিবীক্ষণ, এই যন্ত্রে নানা বর্ণের কাচের পর্দ্দার সাহায্যে প্রত্যেক জীবিত মানব দেহ নির্গত অদৃশ্য জ্যোতি নিরীক্ষণ করা যাইতে পারে।

এই প্রকার উপায় দ্বারা আবার চিকাগোর ডাক্তার পাট্রিক ওডোনেল (Dr. Patrick O' Donnell.) মানুষের দেহত্যাগ কালে স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর কিরূপ ভাবে বাহির হইয়া যায়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে মানুষের যেমন "মৃত্যু" হয় অমনই তাহার স্থূল শরীরের প্রত্যেক অংশ হইতে তাহার সূক্ষ্মদেহ উজ্জল জ্যোতির আকারে বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে থাকে এবং অনতিবিলম্বে অদৃশ্য হইয়া যায়। (*)

মন বা চিত্ত

এক্ষণে মনের শিক্ষা ও গঠন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পতঞ্জলি ঋষি, এই মন বা চিত্ত সংযমের উপায় সম্বন্ধে অলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য পূজ্যপাদ বেদব্যাস তাহার ভাষ্য রচনা করিয়া চিত্তের বৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

---

* আমি ও আমার দেহ স্বর্লোক। পৃষ্ঠা। ১০২ (মন্মথ মোহন বসু প্রণীত)

সাধারণতঃ চিত্তের পাঁচটি অবস্থা।

১। ক্ষিপ্ত, ২। বিক্ষিপ্ত, ৩। মূঢ়, ৪। একাগ্র ও ৫। নিরোধ। ক্ষিপ্ত—চঞ্চল। বিক্ষিপ্ত—সময়ে সময়ে চঞ্চল। মূঢ়—জড় স্বভাব। একাগ্র—কেবল মাত্র এক বিষয়ে অবস্থান। নিরোধ—সকল রকম চঞ্চলতা দূরে পরিহার করিয়া কোন চিন্তার বশীভূত না হওয়া।

অষ্টাদশ সোপান

মনোময়কোষ (বৃত্তি)

বৃত্তিশব্দেরঅর্থ—বেদান্তমতে—অন্তকরণপরিণামোবৃত্তিঃ—"অন্তকরণের কোন বস্তু দর্শনাদির দ্বারা যে পরিবর্ত্তন, বা পরিণাম ঘটে, তাহাকে বৃত্তি বলে এই মনোময় কোষস্থিত মনের দুই প্রকার কার্য্য আছে। সে কার্য্যের সহিত বিজ্ঞানময় কোষের কিয়দংশে সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মন দুই প্রকার, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। চিত্ত সংযম ও একাগ্রতা দ্বারা মনকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিলে মন শুদ্ধ হয়।

এই মনের একটী নূতন শক্তি আছে। মন যাহা চিন্তা করে তাহার একটি রূপ হয় এবং এই রূপটিই পূর্ব্বোক্ত বৃত্তির অনুরূপ আকার ধারণ করে, তাহার মধ্যে চিন্তার প্রকারভেদে রূপের পার্থক্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক চিন্তারই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ। যে চিন্তার যেমন ভাব ও প্রকৃতি

তাহার বর্ণ ও আকৃতি সেই রূপ হইয়া থাকে। চিন্তার প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের সহিত বর্ণেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। এক একটী ভাবের বর্ণও স্বতন্ত্র। আধ্যাত্মিক ভাবের চিন্তার বর্ণ—নবজলধর শ্যাম মেঘের ন্যায়, ভক্তি=নীল পদ্মের ন্যায়, জ্ঞান=পীতবর্ণ, প্রেম—গোলাপী, ক্রোধ—লহিতবর্ণ ও সহানুভূতি—হরিতবর্ণ ধারণ করে।

মনুষ্য ইহলোকে অবস্থান করিলেও সে প্রতি নিয়ত এই মর্ত্তধাম ভূলোক, এবং ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের সহিত এই চিন্তা শক্তির দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে।

গ্রহণ রূপ যে মনের পরিণাম তাহাকেই "বৃত্তি" বলে—

যথা তড়াগোদক ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য, তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যকারং ভবতি তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদি দ্বারা ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে, সএব পরিণামো "বৃত্তিঃ" ইত্যুচ্যতে। ("বেদান্ত পরিভাষা।")

যেমন একটি তড়াগের জল ছিদ্রদ্বারা বহির্গত হইয়া কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদীরূপে কৃষকের স্বতন্ত্র ২ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, সেই সেই ক্ষেত্রের আকার অনুরূপ আকার ধারণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা, ঘট প্রভৃতি বিষয়কে দেখিয়া সেইরূপ মনের ভিতরও রূপ ধারণ করে এই যে বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব মনে পতিত হয়, সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ রূপ যে মনের পরিণাম তাহাই বৃত্তি।

———

ঊনবিংশ সোপান

মনোময়কোষ (স্মৃতি)

মনের দ্বারা আমরা যে চিন্তা করি, তাহার ছবি আমাদের ভিতরে অঙ্কিত হইয়া যায়। এক বস্তু দর্শনের পর আবার অন্য এক বস্তুর সঙ্গ হইলে পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর ছবি খানি অন্তর্হিত হইয়া নূতন বস্তুটীর ছবি, মনে পড়িয়া যায়। এইরূপে যত সংখ্যক বস্তুর সঙ্গ বা চিন্তা আসিয়া পড়ে, তত সংখ্যক চিত্র মনের ভিতর পড়িয়া থাকে। সাময়িক ঘটনার মধ্যে প্রতি দিনই এইরূপ অনেক বস্তুর বা লোকের বা ভাবের সঙ্গ হইয়া থাকে। তাহাদের প্রতিকৃতি বা ভাব ইচ্ছা না করিলে প্রায়ই উদয় হয় না, কিন্তু সেই ছবিগুলি মনের একটী নিভৃত স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে যে আলোক ও বর্ণ চিত্র গ্রহণ করিবার যন্ত্র হইয়াছে। (Photograph) সেই ফটোতে এবং তাহা হইতে বিচিত্র চলন্ত জীব জন্তু দৃশ্যাদির Bioscope ছবিতে উঠিয়া থাকে। তাহা প্রকৃত ঘটনার পরও আমরা ইচ্ছানুসারে সেই চিত্র ব্যবহার করিয়া, অবসর মত দেখিতে ও আলোচনা করিতে পারি। তাহা আমাদের ইচ্ছাধীন মাত্র। সেইরূপ আমরা মনে বা চিত্তে যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি, তাহার ফটো মনে পড়িয়া যায়, প্রতিক্ষণই এইরূপ চিত্র বা ফটো পড়িতেছে, কোনটী মনের অভিনিবেশ হেতু স্পষ্ট ভাবে এবং কোনটী অনভিনিবেশ হেতু অস্পষ্ট ভাবে পড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে

সেই গুলিকে আমি ইচ্ছামত মনের ভিতর হইতে পুনরায় বাহির করিয়া অনুভব করিতে পারি।

যাহার দ্বারা এইটী করিতে পারি তাহার নাম স্মৃতি। ইহাও মনের এক প্রকার শক্তি। ঘটনার পৌর্ব্বার্য্য অর্থাৎ কোনটী আগে হইয়াছে কোনটী পরে হইয়াছে, ইহাও আমরা অনুভব করি। তাহাতে দেশ ও কালের ক্রমও অনুভব করি। এটি আমরা স্মৃতির সঙ্গে বিকারের সাহায্যে করিয়া থাকি। আমাদের মনের ভিতর যতগুলি ছবি পড়িয়াছে, তাহার পর পর ছবিটী তুলিয়া ধরিলে তাহার একটী কার্য্য, কারণ তত্ত্বও অনুভব করিতে পারি। কোন ছবিটি কিরূপ ভাবে উঠিয়াছে, তাহার বিচার করিতে পারি। আমরা যখন ভিতরের কোন ভাবে বিভোর হইয়া থাকি, তখন কোন নূতন পদার্থ বা জীব দেখিলে তাহাকে যেরূপে মনে গ্রহণ করি, ও অপর সময়ে সেই পদার্থ বা প্রাণীকে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিয়া মনের মধ্যে স্মৃতিকে দৃঢ় করিয়া রাখিয়া দিবার চেষ্টা করি, তখন উভয় স্মৃতির পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি, সে পদার্থের সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে।

বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার যে প্রণালী শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—প্রত্যক্ষ শব্দের সামান্য অর্থ "অক্ষমক্ষং প্রতীত্যোৎপদ্যতে"। অক্ষ শব্দের অর্থ = ইন্দ্রিয় (ঘ্রাণ-রসন-চক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রমনাংসি ষট্) সেই ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ। ন্যায় শাস্ত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ণ এই জ্ঞানের লক্ষণ করিয়াছেন— আত্মা মনসা যুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়াৎ বিষয়েণ, তস্মাদধ্যক্ষমিত্যুক্তদিশা

জ্ঞানং জায়তে।" আত্মা মনের সহিত, এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত মিলিত হইলে, তাহার ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

যদি মন ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত না থাকে এবং যুক্ত হইলেও কোন বিষয় না থাকে তাহা হইলে বাহ্য বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ হয় না।

বেদান্ত মতে মন অন্তর ইন্দ্রিয়, কেবল মন নহে। অপর তিনটীও অন্তর ইন্দ্রিয় যথা—

"মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং করণমন্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ে গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥

অন্তর ইন্দ্রিয় চারিটি মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। মনের বৃত্তি সংশয়, বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়, অহংকারের বৃত্তি গর্ব্ব, এবং চিত্তের বৃত্তি স্মরণ বা স্মৃতি।

ঈশ্বর কৃষ্ণ কারিকায় এই জ্ঞান উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যুগপচ্চতুষ্টস্য বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।"

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার ইহারা যুগপৎ অর্থাৎ এক সময়ে কার্য্য করিলেও ইহাদের কার্য্যের একটী ক্রম আছে, ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সংকল্প, অহংকারের অভিমান এবং বুদ্ধির অধ্যবসায় ঠিক এক সময়ে হয় না, কারণ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই ইন্দ্রিয় আলোচনা পূর্ব্বক উহা মনকে সমর্পণ করে, মন সংকল্প করিয়া উহা অহংকারের নিকট উপস্থিত করে, অহংকার অভিমান পূর্ব্বক উহা বুদ্ধিকে প্রদান করে এবং শেষে বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়া অর্থাৎ সেই সেই বিষয়াকারে

পরিণত হইয়া আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয় এইরূপ প্রতিবিম্ব পাতে আত্মার বিষয় জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা ক্রমে অভ্যাস বশতঃ এত দ্রুত বেগে হইয়া থাকে, যে ইহার ক্রম বুঝিতে পারা যায় না এই জন্য এই চারি প্রকার অন্তর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যুগপৎ হইয়া থাকে বলিয়া ধারণা হয়।

এই অন্তর ইন্দ্রিয় যাঁহার যত পরিমার্জ্জিত ও শুদ্ধ, তাঁহার বিচার শক্তি, গ্রহণ পটুতা, কার্য্য ও অভিজ্ঞতাও অন্য অপেক্ষা অনেক অধিক।

মন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইল, ইহা অপেক্ষা মনের আরও বিশেষ শক্তি আছে। অবশ্য ইহার সহিত অপর পূর্ব্বোক্ত অন্তর ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ সহায়তা আছে।

মন যখন কোন পদার্থ ভাবনা করে তখন তাহার একটি রূপ হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যখন মন কোন পদার্থের গুণ ভাবনা করে তখন মনের অবস্থা কিরূপ হয়?

মন সাকার হইতে নিরাকার ধারণ করে। পিতৃ ও দেবতার আলোচনায় উক্ত হইয়াছে, যে পিতৃগণ ও দেবগণ সাধারণতঃ সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত।

"চত্বারো রূপবন্তস্তু ত্রয়স্তেষামমূর্ত্তকাঃ।"

চারি শ্রেণীর দেবতা রূপবান এবং তিন শ্রেণীর দেবতা রূপহীন। স্বর্লোকেই দেবগণের স্থান। চিন্তা যখন দৃশ্য গোচর পদার্থ ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম জগতে ধাবিত হয়, তাহার গতিও স্বর্লোক দিকে ধাবিত হয়।

স্বর্লোক, সকল প্রকার সূক্ষ্ম-সাত্ত্বিক চিন্তার আশ্রয়, আমরা যাহা চিন্তা করি তাহা স্বর্লোক হইতে দৃঢ়ীভূত হয়। মনের যে রূপ আছে, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"নীরূপঃ স্পর্শবান্ বায়ু নি স্পর্শং মূর্ত্তিমন্ মনঃ।"

বায়ুর যেমন রূপ না থাকিলেও স্পর্শ আছে, মনেরও তেমনি স্পর্শ না থাকিলেও রূপ আছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, পিতৃগণ হইতে আমরা সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছি। পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা আমাদিগকে, সূক্ষ্ম শরীরের প্রধান উপাদান মন প্রদান করিয়াছেন অর্য্যমার শক্তির নাম মাতৃকা, তাঁহাদের পুত্রগণের নাম চর্ষণী। চর্ষণী অর্থে=কৃতাকৃত জ্ঞানবান্। পূর্ব্বাপর কার্য্য অর্থাৎ অতীত ঘটনা, এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনার ফলাফল কিরূপ? তাহার মীমাংসা কিরূপ? তাহার স্থির সিদ্ধান্ত যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহারাই চর্ষণীগণ। সেই চর্ষণী শক্তি প্রদান করিয়া প্রজাপতি মানব জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

"অর্যম্ণো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতাঃ।
(ভাগবত) ৪২।৬।৬ স্কন্দ।

পূর্ব্বাপর মনন করাই মানুষের কার্য্য। মন ধাতুর অর্থই চিন্তা করা। কোন বিষয় জানিতে হইলে, সেই বিষয়ের জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে যত প্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি আছে এবং ঘটনার ফলে, সুখ বা দুঃখ কোনটী তাহার চরম ফল, এই সকল সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া

তাহার অনুশরণের নাম মনন। উদয়নাচার্য্য, বলেন—

উপাসনৈব ক্রিয়তে—মনন ব্যপদেশ ভাক্।

ন্যায় শাস্ত্রটি কেবল মনেরই ব্যাপার; শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন, বেদান্তের এই তিনটী আদেশের মধ্যে, উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ মনন করা। শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুকুল যুক্তি ও অনুভূতি, এই তিনটি অঙ্গের দ্বরা মনন ক্রিয়াটি সর্ব্বাঙ্গীন রূপে সিদ্ধ হয়।

বিংশ সোপান

মনোময়কোষ (বর্ণমালা)

স্বর্লোকের দেবগণের ন্যায়, অমূর্ত্তক ও সমূর্ত্তক উভয় বিধ, ভাবই আমাদের এই চিন্তা বা মনন ফল ধারণ করিয়া থাকে। আমরা যখন, কোন পদার্থের আকারাদি ত্যাগ করিয়া তাহার গুণের বিষয় চিন্তা করি, সেই চিন্তার ফলে আমাদের মনঃযে আকার ধারণ করে, তাহাকে অরূপ বা অমূর্ত্তক বলে. কারণ তখন ত সেই চিন্তার কোন বস্তুর ন্যায় আকার হয় না, অতি সূক্ষ্ম সুন্দর বর্ণ মাত্র প্রকাশ পায়। আমরা সর্ব্বদা যে বর্ণমালা ক, খ, ইত্যাদি উচ্চারণ করি, তাহাও এইরূপ (বর্ণমালার) বিভিন্ন রং সমষ্টি রূপে প্রকাশ পায়, এইজন্য অ, আ, ক, খ, প্রভৃতি প্রত্যেকটিকে বর্ণ বলে। প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণ

করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের (অর্থাৎ রংএর) বিকাশ পায় এই জন্য অক্ষর সমূহকে বর্ণ কহে। কোন বর্ণের কোন রূপ তাহা অক্ষরাদি তন্ত্রে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শব্দ ভাবকে প্রকাশ করে মাত্র। প্রত্যেক ভাবেরই প্রতিকৃতি বর্ণদ্বারা প্রকাশিত হয়। এই জন্য এই বর্ণলিপির (রংয়ের সংযোগ মাত্র) অক্ষরে উচ্চ ভাবের কথা অভিব্যক্ত হয়; যেমন যাঁহারা সঙ্গীতের স্বর লিপি জানেন, তাঁহারা যেমন, সেই স্বরলিপির সাহায্যে, বাজাইতে বা সঙ্গীত করিতে পারেন। অক্ষরের সাহায্য ব্যতীত প্রাচীন মিশর দেশে (Egyptian Hieroglyphic) জীব জন্তু প্রভৃতির লিপির দ্বারা তাঁহারা ভাব ব্যক্ত করিতেন—ইহাও প্রায় তদনুরূপ মাত্র।

প্রথমে যখন আমরা কোন পদার্থ বিষয়ে চিন্তা করি, তখন, সেই পদার্থ বা বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হয়, ইহাকে দার্শনিক ভাষায় "বস্তুগ্রহ" বলে। দ্বিতীয়, দূরত্ব, দিক প্রভৃতি দেশের জ্ঞান এবং তৃতিয়তঃ কালের জ্ঞান হইয়া থাকে।

একবিংশ সোপান

বিজ্ঞানময়কোষ

তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

সেই এই মনোময় হইতে অন্য অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞান অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। মনোময় বিজ্ঞানময় দ্বারা পূর্ণ। বিজ্ঞানময় পুরুষাকার। মনোময়ের পুরুষাকার পশ্চাৎ লক্ষ্য করিয়া পুরুষবিধ পুরুষাকার হন। সেই বিজ্ঞানময়ের শ্রদ্ধাই শির। ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিষয়ে মানষী চিন্তা (সুনৃতা বাণী) দক্ষিণ বাহু। সত্য (সমদর্শন) তাহার বাম পক্ষ। যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ) মহঃ (মহত্তত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ।

বেদার্থ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিজ্ঞান। নিশ্চয় বিজ্ঞানবান পুরুষের কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রথমে শ্রদ্ধা হয়; শ্রদ্ধা কর্ম্মও কর্ত্তব্যের প্রথম, এই জন্যই শির।

দ্বাবিংশ সোপান

আনন্দময়কোষ

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈব পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধাএব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা আছে; যাহার নাম আনন্দময়। পূর্ব্ব কথিত বিজ্ঞানময় ইহার দ্বারা

ব্যাপ্ত। সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতি সম্পন্নই বটে ; এবং বিজ্ঞানময়ের যেরূপ পুরুষ বিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা। প্রিয়ই (প্রিয় বস্তুর দর্শন জনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ। মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ তাহার দক্ষিণ পক্ষ বা হস্ত ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগ জনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ ; আনন্দ তাহার আত্মা ; এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতি কারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুল্য।

এই পাঁচটীই, ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে, ইহাদের অতীতই আত্মা।

পঞ্চকোশ পরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ।
স্ব স্ব-রূপ স এব স্যাচ্ছূন্য ত্বংতস্য দুর্ঘটম্॥ ২২।৩ পঞ্চদশী।

পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট যে সাক্ষিস্বরূপ জ্ঞান, তাহাই আত্মার স্বরূপ বা ব্রহ্মের স্বরূপ (আত্মা বা ব্রহ্ম একই) আত্মার শূন্যত্ব অসম্ভব। প্রত্যক্ষ অবলম্বন শূন্য বস্তুকে, অভাবকেও আমরা শূন্য বলি, আত্মা সেরূপ শূন্য নহে। অজ্ঞেয়ও নহে।

"অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্ম লক্ষণম্॥ ২৮।৩ পঞ্চদশী।

"আত্মা অজ্ঞেয় হইয়াও প্রত্যক্ষ স্বরূপ, অতএব তিনি স্বপ্রকাশ, আর শ্রুতিতে "সত্য, জ্ঞান, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা আত্মাতে বর্ত্তমান। অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্ম স্বরূপই জানিবে।

যাহার কখনও স্বরূপ-ধ্বংস হয় না, তাহাকে সত্য বলা যায়। বেদব্যাস বলেন—

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং বদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ॥ ১১।১৯।১৬। ভাগবত।

আদি, অন্ত ও মধ্যে, কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া কার্য্যান্তরের প্রতি যাহা সর্ব্বদা অনুগত থাকে এবং প্রলয়কালে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সৎ।

যদি কেহ বলে, সকল পদার্থের নাশ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তাহা হইলে যাহাকে তুমি "কিছুই অবশিষ্ট থাকে না" বল সেই অলক্ষ্য অনির্দ্দেশ্য (জ্ঞান স্বরূপ) বস্তুই পরমাত্মা, তিনিই থাকেন। (পঞ্চদশী) ৩।৩২।

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া দেশ দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না, আর নিত্য বিরাজমান এইজন্য কাল দ্বারা তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বলা যায় না এবং সর্ব্বাত্মত্ব প্রযুক্ত কোন বস্তু দ্বারাও তাহার পরিচ্ছেদ হয় না, এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্যতা ব্রহ্মে আছে। দেশ, কাল এবং অপর বস্তু সকল মায়া কল্পিত হইলেও দেশ কালাদিকৃত বিভাগ ব্রহ্মের নাই, এই জন্যই তিনি অনন্ত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম তদ্ বস্তু তস্য তৎ।
ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বমুপাধি দ্বয় কল্পিতম্। ৩৭। ৩ পঞ্চদশী।

ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ, এই রূপই পারমার্থিক ব্রহ্মের যে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব, তাহা উপাধিদ্বয় সাহায্যে কল্পিত হয় মাত্র।

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাশ্চিৎ সর্ব্ব বস্তু নিয়ামিকা।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু স বস্তুষু।৩।৩৭। পঞ্চদশী।

ঈশ্বরের উপাধি রূপ, সর্ব্ব বস্তু নিয়ামক কোন শক্তি আছে। তাহা অনন্দময় কোষ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুতে নিগূঢ় আছে।

সেই শক্তি দ্বারা জগৎ যদি যথোপযুক্ত রূপে নিয়মবদ্ধ না হয় তাহা হইলে পরস্পর বস্তু ধর্ম্মের অভিঘাতে (সাঙ্কর্য্য) জগতের সুশৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। "নিত্যচৈতন্য" পরব্রহ্মের সেই পূর্ব্বোক্ত শক্তি, তাঁহারই অধিষ্ঠান বসতঃ চেতনবৎ হন। সেই শক্তিরূপ উপাধি সংযোগ প্রযুক্ত স্বয়ং পরব্রহ্ম চৈতন্যই ঈশ্বর হন অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যই পরব্রহ্ম এবং মায়া শক্তিরূপ উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর।

এই পঞ্চ কোষ রূপউপাধি সম্বন্ধে বলে ব্রহ্মই জীব রূপে পরিচিত হন। যেমন লৌকিক সম্বন্ধ ব্যবহারে এক ব্যক্তি পুত্রকে অপেক্ষা করিয়া পিতা ও তিনি পৌত্রকে অপেক্ষা পিতামহ হন এবং পুত্র ও পৌত্রের অভাবে তিনি পিতা বা পিতামহ কিছুই নহেন, সেই রূপ একই পরব্রহ্ম, চৈতন্য, মায়া শক্তি উপাধি সাহার্য্যে ঈশ্বর এবং পঞ্চকোষ উপাধি দ্বারা জীব, আর উপাধির অভাবে নিরুপাধি চৈতন্য মাত্র হন।

এই পঞ্চকোষ বিবেক দ্বারা যে ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন, ব্রহ্মের জন্ম রাহিত্য হেতু, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত পুরুষেরও আর মৃত্যু বা পুনর্জ্জন্ম হয় না।

ত্রয়োবিংশ সোপান

ঋষি, পিতৃ ও দেবতা

পূর্ব্বে যে ঋষি পিতৃ এবং দেবতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা কে? তাঁহাদের কার্য্য কি? এবং তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? এই বিষয় সাধারণ ভাবে কিছু জ্ঞান আমাদের থাকা আবশ্যক, সেইজন্য এই বিষয় অতি সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে।

ব্রহ্ম অনন্ত অসীম। তিনিই যখন সান্ত ও সসীম রূপে পরিণত হন তখন তাঁহাকে ব্রহ্মা আখ্যা প্রদান করা হয়। সেই ব্রহ্মা হইতে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে।

সেই ব্রহ্মা হইতে কিরূপে যে এই স্থূল জগৎ পরিণত হইয়াছে তাহার বর্ণনা আমাদের পুরাণে এইরূপ আছে। ব্রহ্মাকে রূপক ভাবে মনুষ্য শরীরীর ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, পুরাণের এই রূপক ভাবের বর্ণনা বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা না করিয়া সাধারণ ভাবে দেখিলে অনেক প্রকার সংশয় উপস্থিত হয় এবং তাহার জন্য শাস্ত্রের উপর বিশেষতঃ পৌরাণিক গ্রন্থের উপর অশ্রদ্ধা হইয়া থাকে।

সেই ব্রহ্মার সৃষ্টি বিষয়ে ভাগবতের উক্তি এই—

অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
ভগবচ্ছক্তি যুক্তস্য লোক সন্তান হেতবঃ। ২১।১২।৩
মরীচিরত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশম স্তত্র নারদঃ। ২২।১২।৩ স্কন্ধ।

"অনন্তর তিনি ভগবানের শক্তিযুক্ত হইয়া সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করিলেন, তাহাতে লোক বিস্তারকারী দশটি মানস পুত্র উৎপন্ন হইল, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ (তাঁহারাই জগৎ রচনার ইতর বিশেষের মূলকারণ) পরে তাঁহা হইতে, বেদ, ইতিহাস পুরাণাদিশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, চারি আশ্রম, ব্যাহৃতি প্রণব, ছন্দাদি উৎপন্ন হয়।

এই চিন্তার পর তাঁহার দেহ দ্বিধা বিভক্ত হইল, এক অংশে পুরুষ ও অন্য অংশে স্ত্রী। পুরুষ অংশের নাম মনু এবং স্ত্রী অংশের নাম শতরূপা। উভয়ে স্ত্রী পুরুষরূপে পরিণত হইলেন। (এই স্ত্রী পুরুষ শক্তি ও শক্তিমান বুঝিতে হইবে।)

মরীচি—*কলা—হইতে কশ্যপ আবির্ভূত হন। ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি হইতে কশ্যপ সমুৎপন্ন। মরীচি=মরীচি অর্থে কিরণ। যে (কিরণ) চিৎকণ, জগতে পতিত হইয়া খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া নানাভাবে নানাকারে পরিণত হইয়াছে তাহার নাম কশ্যপ।

* কলা—স্বায়ম্ভুব মনুর দৌহিত্রী—দেবহুতির কন্যা।

চতুর্বিংশ সোপান

কশ্যপ

বেদ ব্রহ্মাকে প্রজাপতি বলেন। প্রজাপতিকে শক্তি বিকীরণের জন্য (সংকোচন ও প্রসারণ জন্য) কূর্ম্মাকার ধারণ করিতে হয়। তাহারই পরভবিক নাম কশ্যপ। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে। ৭।৫।১।৫ 'স যৎ কূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপোবৈ কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্যঃ" ইতি স যঃ, স কূর্ম্মোঽসৌ স আদিত্যঃ।

তাঁহার নাম কূর্ম্ম কেন? প্রজাপতি এইরূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন সেই জন্যই তিনি সংকল্প দ্বারা যাহা করিয়াছেন, তাহা বাক্ত সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। তিনি শক্তির সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারাই সৃষ্ট্যাদি করিতেছেন বলিয়াই কূর্ম্ম। কশ্যপই কূর্ম্ম। এই জন্য সকলে বলেন "সকল প্রজাই কশ্যপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যিনি কূর্ম্ম তিনিই বাহিরে আদিত্য।

কশ্যপ সম্বন্ধে নিরুক্তে যাস্ক বলিয়াছেন—"কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি। পশ্যতীতি, পশ্য এব পশ্যকঃ। আদ্যন্ত বিপর্য্যয়শ্চ।

"যিনি যথার্থ স্বরূপ দর্শন করেন তিনিই পশ্য। পশ্যই পশ্যক। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের নিয়মানুসারে, আদি ও অন্ত বর্ণের বিপর্য্যয় হেতু

পশ্যক হইতে কশ্যপ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই চরাচর ও সূক্ষ্ম সমস্ত জগতের বীজভূত যে দৃক্‌শক্তি = চৈতন্য = তিনিই কশ্যপ।

সেই চৈতন্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পতিত ও বিভিন্ন ভাবে পরিণত হইয়া বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়া থাকে; সেই জন্য পুরাণে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্য্যার গর্ভে পৃথিবীর যাবতীয়, জীব জন্তু, তরু, লতা, রাক্ষস, দেবতা প্রভৃতির "সূক্ষ্মবীজ" জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

কশ্যপের ভার্য্যাগণের নাম ও তাঁহাদের সন্ততি।

১। অদিতি হইতে দেবগণ ২। দিতি হইতে দৈত্য ৩। দনু হইতে দানব ৪। ইলা হইতে উদ্ভিদ ৫। সুরমা হইতে রাক্ষস ৬। অরিষ্টা হইতে গন্ধর্ব্ব ৭। কাষ্ঠা হইতে শ্বাপদ (দ্বিশফভিন্ন) ৮। মুনি হইতে অপ্সরা ৯। ক্রোধবশা (কদ্রু) হইতে দন্দশূকাদি সর্প জাতি ১০। তাম্রা (বিনতা) গৃধ্রাদিপক্ষী ১১। তিমি হইতে মকর কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তু ১২। সরমা হইতে (দ্বিশফ) শ্বাপদ ১৩। সুরভি হইতে গো মহিষাদি।

সেই মরীচি আদি ঋষিগণ হইতে পিতৃগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

মনোর্হৈরণ্য গর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীনাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ।

(মনু) ১৯৪।৩য় অধ্যায়

হিরণ্য গর্ভের, বা (প্রজাপতির অপর নাম ব্রহ্মার) পুত্র আদি মনু, *

* আদি মনু আমাদের মন্বন্তরের মনু নহেন

ও মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল ঋষিগণের পুত্রেরাই পিতৃগণ।

পিতৃণাং তু গণাঃ সপ্ত নামত স্তন্নিবোধ মে
ত্রয়োঽমূর্ত্তিমতাশ্চৈষাঃ চত্বারশ্চ সমূর্ত্তয়ঃ।
সভাস্বরা বর্হিষদোঽগ্নিষ্বাত্তা স্তথৈবচ।
ত্রয়োঽমূর্ত্তিমতাশ্চৈতে চত্বারস্তু সমূর্ত্তিকাঃ।
ক্রব্যাদা শ্চোপহূতাশ্চ আজ্যপাশ্চ সুকালিনঃ।
মূর্ত্তিমন্তঃ পিতৃগণা শ্চত্বারস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। ১৬৮। ১০৪

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

পিতৃগণ সপ্তবিধ, তাঁহাদের নাম বর্ণিত হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর পিতৃগণ অমূর্ত্ত এবং চারি শ্রেণীর পিতৃগণ

১। বৈরাজ বা সভাস্বর ২। অগ্নিষ্বাত্তা এবং ৩। বর্হিষদ পিতৃগণ অমূর্ত্ত, এবং ক্রব্যাদ বা আঙ্গিরস, সুস্বধা বা উপহূতা, আজ্যপা ও সুকালিন মূর্ত্তিমন্ত।

এই পিতৃগণের সংখ্যা অসংখ্য—

"সহস্রাণাং চতুঃষষ্টি রগ্নি ষ্বাত্তা প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ষড়শীতি সহস্রানি তথাবর্হিষদো দ্বিজাঃ"॥

কলিকাপুরাণ ২য় অধ্যায়।

অগ্নিষ্বাত্তা গণের সংখ্যা ৬৪ সহস্র এবং বর্হিষদের সংখ্যা ৮৬ সহস্র।

পঞ্চবিংশ সোপান

দেবতা

'দিব' ধাতুর উত্তর "অচ" প্রত্যয় করিলে দেব পদ সিদ্ধ হয়। দেব শব্দের উপর "তল" প্রত্যয় করিয়া দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, দিব ধাতুর অর্থ নিরুক্ত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে 'দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" "যাঁহারা ক্রীড়া করেন; যাঁহাদের ক্রীড়াই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ, যাঁহারা অসুরগণের বিজিগীষু— যাঁহারা পাপনাশক, যাঁহারা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যাঁহারা স্থাবর জঙ্গম নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন, যাঁহারা দ্যোতন স্বভাব, যাঁহাদের প্রকাশে নিখিল বস্তু প্রকাশমান, যাঁহারা সকলের স্তুতি ভাজন, বিশ্বজগৎ যাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করে, যাঁহাদের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য খ্যাপন করে, যাঁহারা সর্ব্বত্র গতিশীল, সর্ব্বব্যাপক, যাঁহারা জ্ঞানময়, তাঁহারাই "দেব।" "ধাতু পাঠেও" দিব ধাতুর এই দশবিধ অর্থ উক্ত হইয়াছে।

বেদে দেবতার সংখ্যা "ত্রয়স্ত্রিংশৎ"।

"যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে গাত্রাবিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্ম বিদোবিদুঃ॥"

অথর্ব্ব সংহিতা ১০।২১।

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা আছেন, ইহারা তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁহারই শক্তি, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাই বিশ্বজগতের রূপ। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, তাঁহারাই এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার তত্ব অবগত আছেন। সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা কাহারা, তাহার উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন—

"ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবা, অষ্টৌ বসব, একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশাদিত্যাঃ, প্রজাপতিশ্চ বষট্ কারশ্চ।"

অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার (মতান্তরে ইন্দ্র)

"অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র" এই আটটি বসু সংজ্ঞক দেবতা।

রুদ্র—রুদ্ =(ক্রন্দন করা) ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় করিয়া রুদ্র পদ সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাণিগণের কর্ম্মফলের উপভোগ শেষ হইলে, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাকাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় দেবতা মরণশীল শরীর হইতে যখন উৎক্রমণ করেন, তখন রোদন করিয়া থাকেন এই জন্য ইহাদের নাম রুদ্র হইয়াছে।

সম্বৎসরাত্মক কালের অবয়ব স্বরূপ দ্বাদশ নামকে দ্বাদশ আদিত্য বলে।

"কালই" জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। কালে জগৎ উৎপন্ন, কালে স্থিত, এবং কালেই বিলীন হইয়া থাকে। কালের অবয়ব স্বরূপ দ্বাদশ ভাবকে দ্বাদশ আদিত্য বলে।

ইন্দ্র শব্দের অর্থ পরম ঐশ্বর্য্য। প্রাণিগণের বল বীর্য্যই ইন্দ্র। যজ্ঞই প্রজাপতি। বিশ্বজগৎ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়। যজ্ঞই জগতের স্থিতি ও লয় কারণ, যজ্ঞই বিশ্বজগতের স্বরূপ, এই নিমিত্ত যজ্ঞকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে।

আবার শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—

"একো দেব" ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তদিতি আচক্ষতে। এই "প্রাণ" নামক পদার্থ, সর্ব্বদেবতার আত্মা বলিয়া "ব্রহ্ম"=মহৎ (বৃহৎ) এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন। "দেবতা এক" বলিতে সর্ব্বদেবতাত্মক = সত্য—জ্ঞান—অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মই লক্ষিত হন।

তাহার পর ঋগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে। ২।৩।১২।৬।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ স সুপর্ণো গুরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

"সৎ এক পরমাত্মাই দেবতা, তত্ত্ববিৎ মেধাবীরা "ইন্দ্র" মিত্র (অহরভিমানি দেবতা) বরুণ (পাপ নিবারক রাত্র্যভিমানি দেবতা) দিব্য গরুত্মান, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহুনামে উক্ত করিয়া থাকেন।

অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাগণ এক পরমাত্মারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ, অগ্ন্যাদি দেবতাগণ পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, শক্তিমান হইতে শক্তির বাস্তব ভেদ নাই, অঙ্গ কখনও অঙ্গী হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না।

এই দেবতাগণের জন্ম সম্বন্ধে নিরুক্তকার একটি অসাধারণ কথা বলিয়াছেন।

"ইতরেতর জন্মানো ভবন্তীতরেতর প্রকৃতয়ঃ।"

পিতা হইতে পুত্র, এবং পুত্র হইতে পিতা জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদের প্রকৃতিও পিতা হইতে পুত্র এবং পুত্র হইতে পিতায় সংক্রামিত হয়।

মনুষ্যগণের বিপরীত ধর্ম্মই দেবতাধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্য বশতঃ দেবতারা যাহা যাহা করিতে পারেন, মনুষ্যাদির অনৈশ্বর্য্য হেতু, তাহা তাহা করিবার শক্তি নাই।

ঐশ্বর্য্য কি? এস্থলে প্রকৃতি কাহাকে বলে? যাহাতে সর্ব্ব বিকার বা কার্য্য প্রকৃষ্টভাবে কৃত হয় তাহাই প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির বিকারকে দেখি, প্রকৃতিকে দেখি না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি বিকার সমূহকে জানেন, পরা প্রকৃতিকে = অর্ব্বাচীনা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি বা ব্রহ্মকে যিনি জানেন না, সেই ব্যক্তির মূঢ়তা বশতঃ "প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে" এই সারতম উপদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন না, যিনি সেই পরা প্রকৃতি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারই যথার্থ দর্শন হইয়াছে।

বিকারানেব যো বেদ ন বেদ প্রকৃতিং পরাম্।
তস্য স্তম্ভো ভবেৎ বাল্যান্নাস্তি স্তম্ভোঽনুপশ্যতঃ।"

ভগবান বা ব্রহ্ম শক্তির সহিত সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তিনি শক্তি হইতে

কখন স্বতন্ত্র থাকেন না। "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ"। শক্তি শক্তিমানের সহিত কখনও বিচ্ছিন্ন থাকে না, বা থাকিতে পারে না। ভগবানের শক্তির নাম প্রকৃতি বা মায়া।

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদ সদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ।

ভাগবত ৩।৫।২৫।

পরমেশ্বরের সৃষ্টি শক্তি সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত। হে মহাভাগ! ঐ শক্তির নাম মায়া। ভগবান তাহার দ্বারা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই শক্তি দেবতাগণেও বর্ত্তমান। এক শক্তি বা শক্তির একরূপ আকৃতি অন্যরূপ শক্তিতে—শক্তির অন্যরূপ আকৃতিতে বিপরিণত হয়, প্রত্যেক প্রাকৃতিক শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে, দেবতাগণের দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দেবতারা, বসু, আদিত্য ও রুদ্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত স্বতন্ত্র, এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি স্বতন্ত্র।

অনন্ত শক্তি, দেশ, কাল, ও পরিমাণে সসীমও সান্ত হন। "অগ্নি পৃথিবী, বায়ু অন্তরীক্ষ, আদিত্য স্বর্গ চন্দ্রমা ও নক্ষত্র, এই অষ্ট বসু অষ্টস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইহারা স্থান ভেদ বা দেশ ভেদ। দ্বাদশ আদিত্য রূপে (কাল) জগতকে নিয়মিত করিতেছে। ইহাঁদের দ্বারা কালভেদ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এবং রুদ্রগণ এক একটী ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন তাহাতে পরিমাণ বা বস্তুর স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হয়।

এই দেশ, কাল ও বস্তুর সীমার দ্বারা অসীমকে ত্রিবিধ সীমার মধ্যে আনিয়াছে।

ইহারই ভিতর পরম ঐশ্বর্য্য আছেন এবং তিনি যজ্ঞ দ্বারা নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, ইহাই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই সকল ঋষি, পিতৃ এবং দেবতার নিকট মনুষ্য সূক্ষ্ম উপাদান গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ইহাঁদের নিকট ঋণী।

বরাহ পুরাণে পিতৃগণ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

তে মরীচ্যাদয়ঃ সপ্ত স্বর্গে তে পিতরঃ স্মৃতাঃ।
চত্বারো মূর্ত্তি মন্তো বৈ ত্রয়োস্তন্তে হ্যমূর্ত্তয়ঃ।
তে চ বৈমানিকাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণঃ সপ্তঃ মানসাঃ।

শ্রাদ্ধ কল্প

মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষিকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলা হয় এবং তাহাদিগকে ও কোন কোন শাস্ত্রে অর্থাৎ বরাহপুরাণে পিতৃ শব্দে ও অভিহিত করা হইয়াছে।

ঋষিগণ হইতে শব্দ ব্রহ্ম রূপ জ্ঞানের ধারা, পিতৃগণ হইাত, মন ও উর্দ্ধ বৃত্তি, দেবগণ হইতে—ইন্দ্রিয় সমূহ মনুষ্য লাভ করিয়াছে, সেইজন্যই মনুষ্যগণ এই তিন দেবতা স্থানীয় পূর্ব্ব পুরুষের নিকট ঋণী।

এই বসুগণ পিতৃগণ ও রুদ্রগণ, আমাদেরই পিতৃপুরুষ রূপে

অবস্থিত। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

বসূন্ বদন্তি বৈ পিতৃন, রুদ্রাংশ্চৈব পিতামহান্।
প্রপিতামহাংস্থাদিত্যান্ শ্রুতিরেষা সনাতনী। ৩ ২৮৪।

পিতৃ লোককে বসুগণ, পিতামহ লোকদিগকে একাদশ রুদ্র ও প্রপিতামহদিগকে দ্বাদশ অদিত্য বলা যায়। ইহা সনাতনী শ্রুতি। যথা—

"য এবং বিদ্বান পিতৃন্ যজতে বসবো,
রুদ্রা আদিত্যাশ্চাস্য প্রীতা ভবন্তি।" (পৈঠীনাস)

এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ না করিলে, শাস্ত্রে তাহার ফল এই রূপ উক্ত হইয়াছে।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ। ৬। ৩৫।

ঋষিগণ, পিতৃঋণ ও দেবগণ এই তিন ঋণের পরিশোধ করিয়া মোক্ষ সাধন কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইবে। ঐ ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষ সাধন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়—

অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাং শ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। ৬৩।

বিধানানুসারে বেদ শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন

এবং শক্ত্যনুসারে যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে মোক্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিতে হয়—

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাক্রিয়া—

অর্থাৎ নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে সকল কার্য্যের সমাধান চেষ্টা করিবে কিন্তু সকল কার্য্যই যথা সময়ে করিবে।

ষষ্ঠবিংশ সোপান

এষণা

এষণা = অর্থে ইচ্ছা = "ইহা আমার হউক "এইরূপ প্রবল ইচ্ছা। (ইষ+অনট) ইষ ধাতুর অর্থ ইচ্ছা।

সেই এষণা অনেক প্রকারের হইতে পারে। যত প্রকারের ইচ্ছা হইতে পারে তাহাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে।

পুত্রৈষণা তথা বিত্তৈষণা লোকৈষণা তথা।
এষণাত্রয় মিত্যুক্তং তাদ্ধস্যাৎ বন্ধকারণম্॥

এই এষণা তিন প্রকার যথা, পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা এই তিনটিই সংসার বন্ধনের কারণ।

সাধনা দ্বারা সাধক ক্রমে ক্রমে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলেও তাহার ভিতরে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় এই তিনটি এষণা লুক্কায়িত থাকে এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া সাধককে বিমোহিত করে। জ্ঞানী সাধক মনে করিতে পারেন=আমি যেরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছি, আমার এই জ্ঞানের প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ ভাবে জগতের নিকটে আদর্শরূপে রাখিতে হইলে আমার পুত্র পরম্পরা যদি ইহার অনুশরণ করে তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। এইরূপ সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীও পুত্র স্থানীয় শিষ্যের প্রতি এইভাবে কামনা করেন। সংসারী লোক বিষয়, মান প্রভৃতি রক্ষার জন্য যেরূপ নিজ পুত্রের কামনা করেন, তাহাতে তাহার সংসারের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া পড়ে। সংসার ত্যাগী বিরক্তগণের ভিতরও এই পুত্রৈষণা. অন্যরূপে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়া থাকে সেই জন্য ইহা ত্যাগ করা বিশেষ আবশ্যক।

এইরূপ বিত্তৈষণা। আমি সমগ্র জীবন কষ্ট করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিলাম, তাহার উপর একটি প্রবল আকর্ষণ জন্মাইয়া থাকে বলিয়া লোকে তাহা কিছুতেই ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। গৃহীর ন্যায় অধ্যাত্ম পথে যাঁহারা সাধনবলে, বিভূতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও তাহা ছাড়িতে ইচ্ছা করেন না। গৃহীর পক্ষে যেরূপ অর্থ, সাধকের পক্ষেও সেইরূপ বিভূতি। উভয়ই উভয়কে বন্ধন করিয়া থাকে, সেই জন্য এই বিত্তৈষণাও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তাহার পর লোকৈষণা। "লোক সকল আমার সুখ্যাতি করুক আমি সকল লোকের প্রিয় হই," এই রূপ আকাঙ্ক্ষাও বিশেষ বন্ধনের কারণ। সাংসারিক লোকের পক্ষে সুখ্যাতি প্রথমতঃ

আবশ্যক, কারণ, তাহা দ্বারা চরিত্র গঠন হইয়া থাকে কিন্তু আমার নিজের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন নাই অথচ লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহাও এক প্রকার বিড়ম্বনা বা কপটতা মাত্র। অধ্যাত্ম জগতে যাঁহারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এই লোকৈষণা থাকিলে তাহার দ্বারা তাঁহার বন্ধন বাড়িয়াই যাইবে, বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় থাকিবে না। সেই জন্য এই এষণাত্রয় ত্যাগ করিতে হইবে। লোকৈষণা অর্থে আমি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা উচ্চ উচ্চ লোকে গমন করিব, ইহাও বন্ধনের কারণ।

গৃহী লোকের এই এষণাত্রয় ত্যাগের উপায় বেদব্যাস বলিয়াছেন—

বিত্তৈষণাং যজ্ঞদানৈ গৃঁহৈ দাঁরসুতৈষণাম্।
আত্মলোকৈষণাং দেব কালেন বিসৃজেদ্বুধঃ।
গ্রামে ত্যাক্তৈষণাঃ সর্ব্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্।৩৮।৮৪।১০। স্কন্ধ।
ভাগবত।

শুকদেব বলিতেছেন—হে দেব! জ্ঞানী ব্যক্তি যজ্ঞ ও দান দ্বারা বিত্তৈষণা, গৃহোচিত ভোগ দ্বারা পুত্র দারৈষণা এবং কাল সহকারে ইহ পরলোক ক্ষয়শীল জ্ঞান দ্বারা ক্ষয়ালোচনা করিয়া অপনার স্বর্গাদি লোকৈষণা ও পরিত্যাগ করিবে। ধীর সকল এষণা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল গ্রামে বাস পূর্ব্বক পশ্চাৎ তপোবনে গমন করিবেন। ইহাই এষণা ত্যাগের সাধন সঙ্কেত।

সপ্তবিংশ সোপান

বাক্য জ্ঞান ও তাৎপর্য্য গ্রহণ

বেদান্ত শাস্ত্র বা অন্য যে কোন শাস্ত্রই বাক্য প্রয়োগ করিয়া, তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থ বা ভাব বুঝাইবার জন্য শব্দের প্রয়োগ। ন্যায় এবং বেদান্ত শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ পদের বা বাক্যের সহিত ; পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনায় স্থির করিয়াছেন, "পদের সহিত পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহার ভিতরে একটি বিশেষ শক্তি রহিয়াছে। সেই শক্তিজ্ঞান না থাকিলে পদার্থের জ্ঞান হয় না ও ভাষার অপূর্ণতা বশতঃ সকল সময় লক্ষিত পদার্থের জ্ঞানও হয় না ; ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ বাল্যকাল হইতে দেখিয়া তাহার একটু সাধারণ জ্ঞান ও পরিচয় প্রায় সকলেই হইয়া থাকে, কিন্তু যে বিষয় বা পদার্থ কখনও দৃষ্টি গোচর হয় নাই, এমন কোন শব্দ বা বস্তুর নাম মাত্র শুনিয়া তাহার বিষয় বা তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানের স্থির সিদ্ধান্ত, এবং পদ ও পদার্থের, শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সাধারণতঃ হয় না ; কিন্তু এসকল বিষয়ের জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মীমাংসা শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

অনেক স্থলে শব্দের "অভাব বশতঃ ও ভাষার গতি অনুসারে পদার্থের বোধ হয় না। সে স্থলে লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত বস্তু বুঝিতে হইবে। বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার চারিটি কারণ আছে।

"আসত্তি যোগ্যতাকাঙ্ক্ষা তাৎপর্য্য জ্ঞান মিষ্যতে।"

আসক্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্য্য।

বাক্য ও শব্দের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; তাহা না থাকিলে অর্থবোধ হয় না। ক্রিয়া সমন্বিত পদ বা শব্দ সমূহকে বাক্য বলে।

১। আসত্তি = যে পদের সহিত যে পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ অপেক্ষা করিতেছে তাহাকে আসত্তি কহে, সেই দুইটি পদ পরস্পর নিকটবর্ত্তী না থাকিলে শব্দ বোধ হয় না। পদসমূহ যথাযোগ্য ভাবে থাকিলে উহাদের আসত্তি থাকে। বিপরীত ভাবে থাকিলে, বাক্যের কোন অর্থ বোধ হয় না।

পদার্থ দুই প্রকার। শক্য ও লক্ষ্য।

পদের অর্থে মুখ্যা বা প্রধান বৃত্তির নাম শক্তি, ইহারই অর্থ শক্য, তাহার অপর নাম অভিধা শক্তি।

যস্তোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যৎ প্রতীয়তে।
তস্য শব্দস্য যা শক্তি সাঽভিধা পরিকীর্ত্তিতা।

কোন শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই সহজে যে জ্ঞান জন্মে সেই শব্দ উচ্চারণে যে শক্তির প্রয়োগ করা হয়, তাহার দ্বারাই বস্তুতঃ আমাদের জ্ঞান জন্মায়, সেই শব্দের শক্তিকে অভিধা বা মুখ্য শক্তি বলে।

লক্ষ্য—যাহাকে উদ্দেশ করিয়া লক্ষণা করা হইতেছে, তাহাই লক্ষ্য।

যোগ্যতা—তাৎপর্য্য বিষয়ে সম্বন্ধের বাধার অভাবের নাম যোগ্যতা—অর্থাৎ এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধের নাম যোগ্যতা। "অগ্নির দ্বারা সেচন কর" বলিলে, কোন অর্থ বোধ হয় না, যে হেতু সেচন জল দ্বারাই হয় অগ্নির দ্বারা হয় না, কিন্তু অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত কর বলিলে যোগ্যতা বুঝায়।

আকাঙ্ক্ষা—যে শব্দ ব্যতিরেকে যে শব্দের অন্বয় বুঝিতে পারা যায় না, অর্থাৎ কারকের সহিত ক্রিয়া না থাকিলে অন্বয় বোধ হয় না, সুতরাং ক্রিয়া পদের সহিত কারকের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে।

তাৎপর্য্য—অথ বোধ উৎপাদন করিবার যোগ্যতার নাম তাৎপর্য্য—এক শব্দের দুই তিন রকম অর্থ থাকিতে পারে, এরূপ কোন শব্দ কেহ ব্যবহার করিলে সেই শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে অর্থাৎ বক্তার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে সেই শব্দ বোধ হয়। "সৈন্ধব আন, এই কথা ভোজন প্রবৃত্ত কোন ব্যক্তি বলিলে, সৈন্ধব শব্দে লবণই বুঝিতে হইবে, যে হেতু সৈন্ধব শব্দে সিন্ধু দেশীয় অশ্বও বুঝায় কিন্তু এখানে তাহা বুঝায় না। এই সকল ব্যাপারগুলি উপস্থিত থাকিলে শব্দ বোধ হয়, নচেৎ হয় না।

বেদান্ত বাক্য শ্রবণের জন্য, এই তাৎপর্য্য বোধ বিশেষ আবশ্যক। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহে" লিখিয়াছেন—

"সর্ব্ব বেদান্ত বাক্যানাং ষড়্ভির্লিঙ্গৈঃ সদন্বয়ে।
পরে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনিশ্চয়ং শ্রবণং বিদুঃ। ৮১২।

উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা প্রভৃতি ষড়বিধ লিঙ্গের দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়কে পণ্ডিতেরা শ্রবণ বলিয়া থাকেন।

উপক্রমো সংহারবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে। (সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ)

উপক্রম বা উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অপবাদ ও উপপত্তি, এই ছয় প্রকার লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক নিয়ম দ্বারাই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানা যায়।

উপক্রম ও উপসংহার—যে শাস্ত্রে যে বস্তুর উপদেশ দেন, গ্রন্থের প্রারম্ভে এবং পরিসমাপ্তিতে তাহারই উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা শাস্ত্রের বা প্রকরণের—পর্য্যালোচনা করিলেই, তাহার প্রতি পাদ্য বস্তু জানা যায়। প্রকরণ কাহাকে বলে ?

শাস্ত্রৈকদেশ সম্বন্ধং শাস্ত্র কার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থ ভেদং বিপশ্চিতঃ॥

পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের এক দেশের সহিত অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য কোন একটী বিষয় অবলম্বনে প্রণীত, অথচ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পাদন বিষয়ে অবস্থিত এতাদৃশ গ্রন্থ বিশেষকে প্রকরণ বলেন।

অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ বলার নাম অভ্যাস। যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদিত হইবে, সেই প্রকরণের মধ্যে বার বার সেই প্রতিপাদ্য বস্তু প্রতিপন্ন করাই শাস্ত্রকারগণের লিপি রীতি।

অপূর্ব্বতা—যাহা অন্য কোন প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহার উপদেশ। অর্থাৎ যাহা যে প্রকরণের প্রতিপাদ্য তাহা—প্রমাণান্তরের অবিষয় রূপে প্রতিপন্ন করা। যেমন- কেবলমাত্র উপনিষদ হইতে ব্রহ্মের ধারণা করা যায় ও উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য কোনও অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

ফল—প্রকরণ প্রতি পাদ্যের কিম্বা তৎসাধনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বর্ণনা। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" আচার্য্যবান ব্যক্তিই জানিতে পারেন অন্যে পারেন না।

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে। অথ সম্পৎ স্যে।" "ব্রহ্মজ্ঞানীর মুক্তি পাইতে বিলম্ব থাকে যে পর্য্যন্ত না তাঁহার দেহপাত হয়। দেহপাত হইলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।" এই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মলাভ রূপ ফল বা প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে।

অর্থবাদ=প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা। ছান্দাগ্য উপনিষদে "প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে গুরু রূপে প্রশংসা করিয়াছেন যথা—যাহা শুনিলে অশ্রুত বস্তুরও শ্রবণ সিদ্ধ হয়, যাহা কখনও মনে করা যায় না, তাহারও মনন সুসম্পন্ন হয়, অজ্ঞাত পদার্থেরও জ্ঞান হয়" প্রভৃতি।

উপপত্তি=অনুকূল যুক্তি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তু প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রানুযায়ী যুক্তি প্রদর্শন। ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে—যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। ৬ষ্ঠ প্র, ১।৪।

হে মনোজ্ঞ শ্বেতকেতু! যেমন মৃত্তিকা পিণ্ডের জ্ঞান হইলে তদ্বিকার সমুদয় মৃৎ পাত্রাদি জানা যায় এবং ঘট, কলশ, শরা ইত্যাদি কেবল নাম মাত্র বুঝায়, মৃত্তিকাই সেই সকলের মধ্যে সত্য, ইত্যাদি প্রকারে অদ্বৈত বস্তু বুঝাইবার উপযোগী বিকারের অনিত্যতা প্রভৃতি যুক্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই ছয় প্রকারের লক্ষণ জানিয়া, তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে। কেবল মাত্র সামান্য আংশিক লক্ষণে বস্তু যথার্থ অনুভব করা যায় না।

অষ্টাবিংশ সোপান

প্রমাণ

প্রমাণ = প্রমায়াঃ করণম্ = প্রমাণম্ = প্রমা—অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান, যাহাতে কোন সংশয় নাই বা বাধা থাকিতে পারে না এমন জ্ঞানই প্রমা। সেই প্রমার করণের নাম প্রমাণ। যে কারণ কোন ব্যাপারের সাহায্যে কোন কার্য্য সম্পাদন করে তাহার নাম করণ। যে করণ দ্বারা সেই কার্য্যের যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় ইহাই প্রমাণ।

প্রমাণ অনেক প্রকার। এক এক সম্প্রদায়, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের

উপযোগী প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন্ সম্প্রদায় কোন্ প্রমাণ গ্রহণ করেন, তাহা নিম্নে উক্ত হইতেছে—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ, কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈক দেশিনোঽপ্যেব মুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিন স্তথা।
সম্ভবৈতিহ্য-যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

চার্ব্বাক গণের মতে প্রমাণ একটী, প্রত্যক্ষ; কণাদ ও বৌদ্ধ মতে প্রমাণ দুইটী, প্রত্যক্ষ ও অনুমাণ; সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রমাণ তিনটী, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, আবার এক শ্রেণীর নৈয়ায়িকও এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অপর নৈয়ায়িক গণের মতে প্রমাণ চারিটী, প্রত্যক্ষ, অনুমান শব্দ ও উপমান। প্রভাকর মীমাংসক গণের মতে প্রমাণ পাঁচটী, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি। ভট্ট ও বেদান্তীর মতে প্রমাণ ছয়টী, প্রত্যক্ষ, অনুমান শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অভাব বা অনুপলব্ধি। পৌরাণিকগণের মতে প্রমাণ আটটী, পূর্ব্বোক্ত ছয়টী এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য।

(১) প্রত্যক্ষ—অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমিত হইয়া যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষ। প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগে ভ্রমহীন অব্যভিচারি ও ব্যবসায়াত্মক যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

(২) অনুমান=কোন কার্য্য দেখিলে তাহার একজন কর্ত্তা আছে এই ভাব মনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। অলঙ্কারাদি জন্য পদার্থের স্বর্ণকার কর্ত্তা। স্বর্ণকার না করিলে যেরূপ অলঙ্কার হইতে পারে না, সেইরূপ জগতের কর্ত্তা ব্রহ্ম না থাকিলে জগৎ হইত না ইহাই অনুমান।

(৩) শব্দ—শব্দ অর্থে বেদ, বেদ ভগবানের বাক্য, অপৌরুষের। কোন পুরুষের দ্বারা রচিত নহে। মনুষ্য বা পুরুষের জ্ঞানে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারি প্রকার দোষ আছে। ভ্রম অর্থাৎ ভুল, 'এতদ্বস্তুতে তদ্ বস্তু বুদ্ধি' যেমন ঝিনুকে রূপার জ্ঞান। প্রমাদ অর্থে অনবধানতা, অর্থাৎ মনোযোগ না থাকা। যথা এক কথা অন্যরূপে শ্রবণ করা বা বোঝা।

বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা।

করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। যথা কামলরোগে দূষিত চক্ষু শ্বেত শঙ্খকে পীতবর্ণে রঞ্জিত দেখে। কিন্তু ভগবানের বাক্যে এসকল দোষ নাই, সেই জন্য বেদ অভ্রান্ত।

(৪) উপমান—উপ অর্থে সাদৃশ +, মান—জ্ঞান গবয় নামে এক প্রকার বন্য জন্তু আছে, বনে এক জন গবয় দেখিয়াছে, অপর ব্যক্তি দেখে নাই, যে দেখিয়াছিল, সে বলিল "গবয় কিরূপ জান, গরুরই মতন।" অপর ব্যক্তি বনে যাইয়া যদি দেখে, তখন তাহার জ্ঞান হয় এই পশুই গবয়। এইরূপ যে সাদৃশ্য দেখিয়া জ্ঞান হয় তাহার নাম উপমান।

(৫) অর্থাপত্তি = অর্থস্য—আপত্তি—কল্পনা। কোন ঘটনা দেখিলে তাহার অনুমান রূপ কল্পনা করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাকে অর্থাপত্তি জ্ঞান বলে। যেমন "দেবদত্ত নামক ব্যক্তি দিবাভাগে ভোজন করেন নাই অথচ সুস্থ, সবল ও স্থূলকায়, তাহা হইলে অর্থাপত্তি অর্থাৎ আহার সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া লইতে হইবে, তিনি অবশ্যই রাত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। কেননা দিবা রাত্রি কোন সময়ে আহার না করিলে স্থূলকায় হওয়া যায় না, স্থূলকায় ব্যক্তি অবশ্যই কোন না কোন সময় আহার করে, এরূপ ব্যাপ্তি দ্বারা অনুমানকে অর্থাপত্তি বলে।

অনুপলব্ধি—অভাবের জ্ঞান—জ্ঞানরূপ করণের দ্বারা অজন্য, অনুৎপন্ন যে অভাবের অনুভূতি তাহার অসাধারণ কারণকে অনুপপত্তি প্রমাণ বলে।

যে পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহার অভাবেরও উপলব্ধি হয়। গৃহে হস্তী থাকিলে অবশ্য তাহার উপলব্ধি হইত। যখন গৃহে হস্তী উপলব্ধি হইতেছে না, তখন গৃহে হস্তী নাই, এই যে "হস্তী নাই" বলিয়া উপলব্ধি, ইহাই হস্তীর অভাবের উপলব্ধি।

ঊনত্রিংশ সোপান

সত্যজ্ঞান

সত্য নির্দ্ধারণ জন্য শব্দের জ্ঞান। সেই সত্য কাহাকে বলে। অস ধাতুর শতৃ প্রত্যয় করিয়া সৎ শব্দ, তাহার পর ভাবার্থে ষ্য

প্রত্যয়ে সত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অস্ ধাতুর অর্থ বিদ্যমানতা—

"প্রতীয়তে যদস্তীতি তৎ সত্যং পরিচক্ষতে।"

যাহা বর্ত্তমান আছে বিদ্বান্‌গণ তাহার জ্ঞানকে সত্য বলিয়া কহিয়া থাকেন।

মহর্ষি বেদব্যাস, সত্যের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ
পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ॥

ভাগবত ১৬।১৯।১১

পদার্থ সকলের সৃষ্টির আদি কালে, মধ্যে স্থিতি কালে এবং অন্তে কার্য্য হইতে উৎপন্ন কার্য্যান্তরের প্রতি যাহা সতত অনুগত থাকে এবং তাহাদিগের প্রলয়তেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সৎ পদার্থ।

যে জ্ঞানে সেই সৎ পদার্থ অনুভব করা যায় তাহাই সত্যজ্ঞান।

সেই সত্য পূর্ণ ভাবে সকলের নিকট প্রতিভাত হয় না। এই সত্য তিন ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

ব্যবহারিকমিত্যেকমপরং প্রাতিভাসিকম্।
পারমার্থিকমিত্যন্তমেবং সত্যং ত্রিধামতম্॥

ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক এবং পারমার্থিক ভেদে সেই সত্য ত্রিবিধ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

ত্রিংশ সোপান

ত্রি-সত্য

১। সংসার দশায় যে ব্যবহার প্রচলিত আছে অর্থাৎ সংসার নির্ব্বাহ জন্য বস্তুর বা পদার্থের যে নাম করণ করা হইয়াছে, তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন, এবং জ্ঞানও সকলের আছে, সেই জ্ঞানে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত তাহাই ব্যবহারিক সত্য।

২। প্রাতিভাসিক। প্রতিভাস-অর্থে স্বপ্ন, যাহা বস্তুতঃ নাই কিন্তু আমার জ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। স্বপ্নকালে, আমি যাহা স্বপ্নে দেখিতেছি, সে বস্তুসমূহ আমার নিকট উপস্থিত নাই, কিন্তু তাহার প্রতিকৃতি ঠিক আমার জ্ঞানে সূক্ষ্ম সংস্কারাদি হইতে উদ্ভূত হইয়া আমাকে ঠিক সেই পদার্থের জ্ঞান, সুখ দুঃখাদি অনুভব করাইতেছে এই রূপে যে সত্য আমরা উপলব্ধি করি, তাহাকে প্রাতিভাসিক সত্য কহে।

৩। ইহা ব্যতীত, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে তিন কালে যে সত্যের কখনও কোনরূপ ভাবান্তর হয় না বা ব্যতিক্রম হয় না, তাহাই পরমার্থ সত্য।

বৌদ্ধেরা এই সত্যকে দুই ভাগে, বিভাগ করিয়াছেন—

সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং স্মৃতম্।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দ্বারা যে সত্যকে উপলব্ধি করা যায় তাহার নাম সংবৃতি সত্য, এবং বুদ্ধির অগোচর যে তত্ত্ব তাহাই পরমার্থ সত্য।

পরমার্থ স্বসংলাপ্য বচসাং গোচরো নহি"

পরমার্থ-সত্য, ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তাহা বাক্য ও ভাবার অতীত।

এই পরমার্থ সত্যই ধর্ম্ম।

অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা ?

ধর্ম্ম সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, সুতরাং কোন্ ভাষা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইবে, কেই বা প্রদান করিবে ? এবং সেই উপদেশই বা কোন্ ভাষাজ্ঞ কোন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিবে ? এ ভাষা এক প্রকার ভাবের ভাষা যাহা সাধকেরা অন্তর ভাবের সাহায্যে অন্তর ইন্দ্রিয়ে শুনিতে ও বলিতে পারেন।

একত্রিংশ সোপান

জ্ঞান = (জ্ঞা + অনট) যাহা দ্বারা বস্তুর স্বরূপ জানা যায় তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞান লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণ ভিন্ন ভিন্ন * সংজ্ঞা

* সংজ্ঞা—শাস্ত্রকৃত সঙ্কেতের নাম।

করিয়াছেন। কেননা ভগবান নিজেই বলিয়াছেন—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহ বিদ্যতে।" গীতা

জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু ইহ জগতে আর কিছুই নাই। সেই জন্য জ্ঞানের উপর সকল দার্শনিকের লক্ষ্য। সাধারণ বস্তুর জ্ঞানও জ্ঞান এবং অলৌকিক বস্তু জানার নামও জ্ঞান। যাঁহার যত বিচার ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা আছে তিনি সেইরূপ এই জ্ঞানের সূক্ষ্মতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন "জ্ঞান অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।" নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন "জ্ঞান মানস প্রত্যক্ষ বিষয়।" সাংখ্যাচার্য্য বলেন "বুদ্ধি তত্ত্বের পরিণাম বিশেষই জ্ঞান।" পাতঞ্জল বলেন "বুদ্ধি বৃত্তির নিরোধ রূপ যে যোগ তাহাই জ্ঞান।" বেদান্ত সাধারণ ভাবে বলেন "চৈতন্য বিশেষ মনো বৃত্তিই জ্ঞান।"

এই জ্ঞান প্রধাণতঃ দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক জ্ঞানকে সংবৃতি জ্ঞান বলে। সংবৃতি অর্থে আবরণ, অর্থাৎ অবিদ্যা বশবর্ত্তী হইয়া আমরা লৌকিক ব্যবহার জন্য যে জ্ঞানের কার্য্য করি, তাহার মধ্যে আমাদের পারমার্থ জ্ঞান আবৃত থাকে, সেই জন্য জ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিতে পারি না। অবিদ্যার অধিকার পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিত্য নহে, সেই জন্য সে জ্ঞানও নিত্য নহে। কিন্তু পরমার্থ জ্ঞান নিত্য, এক রস, কোনও কালে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ রূপ, তাঁহার চিৎরূপ যে জ্ঞান, তাহাও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে, সেই জ্ঞানকে বেদান্ত অনেক নামে বর্ণন করিয়াছেন। পঞ্চদশীকার সেই অদ্বয় জ্ঞানকে সম্বিৎ (consciousness) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সেই জ্ঞানের বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

> শব্দ স্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
> ততো বিভক্তা তৎ সম্বিদৈক রূপ্যান্ন ভিদ্যতে॥
> তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
> তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সম্বিদেকরূপা ন ভিদ্যতে॥
> সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ত তমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
> সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ।
> স বোধে বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্ন বোধবৎ।
> এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিত্তদ্বদ্দিনান্তরে।
> মাসাব্দ যুগ কল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
> নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥
> ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পর প্রেমাস্পদং যতঃ।
> মান ভুবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে॥ ৮।

আমরা জাগ্রদবস্থায়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, অনুভব করি, তাহাতে আমাদের চাক্ষুষ বা শব্দাদির জ্ঞান হইয়া থাকে ও সেগুলি পৃথক পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান। স্পর্শের জ্ঞান, গন্ধের জ্ঞান প্রভৃতি স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বিষয়ক জ্ঞানগুলিকে শব্দ, স্পর্শাদি হইতে পৃথক করিয়া লইলে এক জ্ঞান মাত্রে পর্য্যবসান হয়, আর কোন ভেদ থাকে না। বিষয় ভেদেই জ্ঞানের ভেদ, নতুবা জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ নাই। এই জ্ঞান যাহা আমি অনুভব করিতেছি—তাহা আমার ভিতরে স্বতন্ত্র বিষয় লইয়া অনুভব করিলেও আমার ভিতর জ্ঞানের একটী অখণ্ড ধারা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি অতি শৈশবে

পিতামহকে দেখিয়াছি, সেই আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, আমি আমার পৌত্রকে দেখিতেছি—এই দুই জ্ঞানের মধ্যে আমিই উভয়কে জানিতেছি এবং একত্বরূপে আমার শৈশবের আমির সহিত অখণ্ড বোধ করিতেছি। আমার জ্ঞানের প্রবাহ অখণ্ড রহিয়াছে।

এইরূপ আমি জাগ্রদবস্থায় জ্ঞেয় বস্তু যাহা অনুভব করিয়াছি, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই অনুভব করি। জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্নাবস্থাতেও জ্ঞেয় বস্তু সকল পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন নাই, তবে স্বপ্নাবস্থায় ও জাগ্রদবস্থার প্রভেদ এই যে স্বপ্নের জ্ঞেয় বস্তু নিতান্ত ক্ষণিক, আর জাগ্রদবস্থার জ্ঞেয় বস্তু সেরূপ ক্ষণিক নহে, স্থায়ী—অতএব স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় অবস্থার জ্ঞান একই রূপ। তাহার ভেদ নাই।

সুষুপ্তি অবস্থা হইতে উত্থিত ব্যক্তির জ্ঞান হয় যে "আমি নিদ্রাবস্থায় কিছু জানিতে পারি নাই" অথচ এই জানিতে না পারার বা অজ্ঞানের যে জ্ঞান তাহা স্মরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে বিষয় আমি অনুভব করি নাই তাহার স্মরণ হইতে পারে না, সেই জন্য বলিতে হইবে সুষুপ্তি কালেও অজ্ঞানের অনুভব হয়।

সেই অজ্ঞান অনুভবও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞানের ন্যায় বিষয় হইতে ভিন্ন, কিন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে জ্ঞান একই, এক দিনের তিন অবস্থার ন্যায়, অন্য দিনের ও জ্ঞানের ভেদ হয় না, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিবিধ মাস, বৎসর, যুগ ও কল্পেও জ্ঞানের উদয় বা অস্ত নাই, জ্ঞান এক এবং জ্ঞান স্বপ্রকাশ স্বরূপ।

জীব প্রতিদিন এই তিনটী অবস্থা ভোগ করে, তিন অবস্থাতেই

জ্ঞান থাকে, এই জ্ঞান এক, বিষয় ভেদে, ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র। মনে কর যেমন গঙ্গা হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক; কিন্তু গঙ্গাজল কোথাও মধুর, কোথাও লবণ, কোথাও নির্ম্মল, আবার কোথাও আবিল; স্থান ভেদে, দেশভেদে এইরূপ প্রভেদ হয়, সেইরূপ জ্ঞান প্রবাহ অনন্ত বিস্তৃত, বিষয় সম্বন্ধ ভেদেই, তাহার ক্ষুদ্রত্বাদি ব্যবহার হয়। যেমন সূর্য্য দেখিবার জন্য অন্য আলোকের আবশ্যক হয় না, কারণ সূর্য্য স্বপ্রকাশ, সেইরূপ জ্ঞান জানিবার জন্য অন্য জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, জ্ঞান স্বপ্রকাশ। অনন্ত বিস্তৃত স্বপ্রকাশ জ্ঞানই এক মাত্র নিত্য।

এই জ্ঞানই আত্মা এবং পরমানন্দ স্বরূপ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার। আমি চিরকাল থাকিব, এই ইচ্ছা, আর কখনও আমি থাকিব না, এই অনিচ্ছা, ইহাই আত্ম প্রেমের পরিচায়ক।

পরমার্থ দশায় এই জ্ঞান সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও ব্যবহার দশায় আমরা সংবৃতি জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া থাকি। এবং তাহাই আমাদের অভ্যাস, এই অভ্যাস বা সংস্কার দূর করিবার জন্য বেদান্ত এই সংবিৎ লাভের উপায় জন্য জ্ঞানের ধারাবাহিক একটি ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে, জ্ঞানের কোন্ কোন্ ভূমি অভ্যাস করিতে হয়, তাহা উপনিষদাদিতে বিশেষ ভাবে, উক্ত হইয়াছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

জ্ঞান ভূমি সাতটি =

১। জ্ঞান-ভূমি = শুভেচ্ছা ২। বিচারণা ৩। তনুমানসী ৪। সত্তাপত্তি ৫। অসংসক্তি ৬। পদার্থ ভাবনা ও ৭। তুর্যগা।

১ম। শুভেচ্ছা = আমি শাস্ত্রদর্শিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া কি মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছি = এইরূপ বৈরাগ্য পূর্ব্বক ইচ্ছাকে পণ্ডিতেরা "শুভেচ্ছা" বলিয়া থাকেন।

২য়। বিচারণা-বেদাদি শাস্ত্রের অনুশীলন, সাধুগণের সহিত বাস এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস সহকারে যে সদাচারের প্রবৃত্তি জন্মে, পণ্ডিতেরা তাহাকে "বিচারণা" বলিয়া থাকেন।

৩য়। তনুমানসী—যে অবস্থায় বিচারণা ও শুভেচ্ছা এই যোগ ভূমি দ্বয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহে অনুরাগ ক্ষীণভাব ধারণ করে, তাহাকে পণ্ডিতগণ "তনুমানসী" বলিয়া থাকেন।

৪র্থ। সত্তাপত্তি—পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভূমির অভ্যাস প্রযুক্ত চিত্তে বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইলে, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান আত্মাতে অবস্থান করাকে পণ্ডিতেরা "সত্তাপত্তি"। (আপত্তি অর্থে প্রাপ্তি)

৫ম। "সংসক্তি নামিকা।" পূর্ব্বোক্ত ভূমি চতুষ্টয়ের অভ্যাস বশতঃ কাহারও সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মে, এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা "সংসক্তি নামিকা" ভূমি বলিয়া থাকেন।

৬ষ্ঠ। পদার্থ ভাবনা—পাঁচটি ভূমির অভ্যাস বশতঃ আত্মাতে রত থাকায়, আভ্যন্তর ও বাহ্য পদার্থ সমূহের অধিকতর রূপে চিন্তা না করিয়া পর কর্তৃক প্রেরিত, বহু কালের যত্ন দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন

হয়, তাহাকে "পদার্থ ভাবনা" ভূমি বলিয়া থাকেন।

৭ম—তূর্য্যগা পূর্ব্বোক্ত ছয়টি ভূমির বহুকাল ধরিয়া অভ্যাস করিলে, আর দ্বিতীয় কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, কেবল এক ভাবেই অবস্থান করেন এই ভাবকে পণ্ডিতেরা "তূর্য্যগা" সপ্তমী জ্ঞান ভূমি বলিয়া থাকেন।

এ সপ্তবিধ জ্ঞান ভূমি সাধকের লাভ করা একান্ত আবশ্যক। ইহা ব্যতীত জ্ঞানের অনুভূতি বহু প্রকার আছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, জ্ঞান প্রবাহ একই প্রকার, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং বস্তু ও ইন্দ্রিয় ভেদে জ্ঞানের পার্থক্য হইয়া থাকে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে যেমন জ্ঞানের পার্থক্য হয়, সেই রূপ আবার এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা মধ্যেও জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা আছে। তাহার দ্বারায় জ্ঞানের নববিধ পার্থক্য হইয়া থাকে, বেদান্তবিদ্‌গণ, তাহার ধারাবাহিক ভাবনা বা জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া নববিধ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহার কেবল মাত্র বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠক বর্গের অবগতির জন্য প্রদান করিতেছি।

১ম—জাগ্রজ্জাগ্রৎ=ব্রহ্মবিত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিগণ সমস্ত দৃশ্য পদার্থে "এই বস্তু আমার" এইরূপ ভাবনা না করাকে "জাগ্রজ্জাগ্রৎ বলিয়া থাকেন।

২য়—জাগ্রৎ-স্বপ্ন=সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমাতে দৃশ্যপরম্পরা (অধ্যস্ত) জানিয়া, নাম ও রূপের পরিত্যাগকে পণ্ডিতেরা "জাগ্রৎ স্বপ্ন" বলিয়া থাকেন।

৩য়—জাগ্রৎ-সুষুপ্তি = পরিপূর্ণ চিদাকাশ স্বরূপ আমাতে (অর্থাৎ আত্মাতে) জ্ঞান স্বরূপতা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই = এই রূপ ভাবনাকে পণ্ডিতগণ, "জাগ্রৎ সুষুপ্তি" বলিয়া থাকেন।

৪র্থ—স্বপ্ন-জাগ্রৎ = মূল অজ্ঞানের নাশ বশতঃ কারণাভাসের চেষ্টা দ্বারা আমার অণুমাত্রও বন্ধন নাই, এইরূপ বোধকে পণ্ডিতেরা "স্বপ্ন জাগ্রৎ" বলিয়া থাকেন।

৫ম—স্বপ্ন-স্বপ্ন = কারণ স্বরূপ মূল অবিদ্যার নাশ হইলে দ্রষ্টা, দৃশ্যত্ব কার্য্য থাকে না, এই প্রকার জ্ঞানকে পণ্ডিতেরা "স্বপ্ন স্বপ্ন" বলিয়া থাকেন।

৬ষ্ঠ—স্বপ্ন-সুষুপ্তি = অতিশয় সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা যখন স্থিরা স্বকীয় চিত্তবৃত্তি জ্ঞানে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন পণ্ডিতেরা "স্বপ্ন সুষুপ্তি" বলিয়া থাকেন।

৭ম—সুপ্তি-জাগ্রৎ = যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ চিন্ময় আকার ধারণ করে যিনি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কেবল আনন্দ অনুভব করেন, সেই রূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা "সুপ্তিজাগ্রৎ" বলিয়া থাকেন।

৮ম—সুপ্তি-স্বপ্ন = চিরকাল আত্মানন্দের অনুভব দ্বারা যাঁহার চিত্তবৃত্তি স্থিরতা লাভ করে এবং যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, পুরুষের তাদৃশ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা "সুপ্তিস্বপ্ন" বলিয়া থাকেন।

৯ম—সুপ্তি-সুপ্তি = এই পুরুষের দৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধি বৃত্তি আত্মার বিশুদ্ধতাকে চিন্তা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের সহিত ঐক্যলাভ করে, এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতগণ "সুপ্তি সুপ্তি" বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের সপ্তভূমির ফলও উক্ত হইতেছে। যোগী এই রূপ জ্ঞানাবস্থায় আনন্দকে বিচার করিয়া সুখী হইয়া মুক্তিলাভ করেন। শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসী এঁই তিনটি ভূমি "ভূমি ভেদাভেদ যুক্ত" বলিয়া কথিত হয়।

এই শুভেচ্ছাদি তিনটী ভূমি, ভেদ বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে "জাগ্রজ্জাগ্রৎ" বলিয়া থাকেন, অদ্বৈত ব্রহ্মে চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে, এবং দ্বৈত ভাব উপশান্ত হইলে যোগিগণ চতুর্থ ভূমির সুযোগ বশতঃ ভুবনকে স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা দর্শন করেন, যোগী "সুষুপ্তি পদ নাম্নী" পঞ্চমীভূমিতে উপারূঢ় হইয়া অশেষবিধ বিশেষাংশ (পঞ্চভূত প্রভৃতি) হইতে নিবৃত্ত হইয়া, শুদ্ধ অদ্বৈতে অবস্থান করেন, সতত চিত্তের অন্তর্মুখত্ব হেতু ষষ্ঠ ভূমিকে অবলম্বনকারী যোগিবর নিবৃত্তি বশতঃ গাঢ়নিদ্রাতুরের ন্যায় পরিলক্ষিত হন, যোগিশ্রেষ্ঠ সপ্তমী ভূমিতে অভ্যাস করিয়া সম্যগ্‌রূপে বাসনা রহিত হইয়া ক্রমে চতুর্থ (মোক্ষরূপ) সপ্তমী ভূমিকে প্রাপ্ত হন।

যিনি পরব্রহ্মের ন্যায় প্রকাশ পান, যাহার সমস্ত অবস্থাতে নির্ব্বিকার স্বরূপা একাকারা বৃত্তি, তাঁহার অবস্থাকে পণ্ডিতগণ 'তুর্য্যাখ্যা' দিয়া থাকেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায়, জ্ঞান সাধনগুলিকেও জ্ঞান বলিয়াছেন, সাধারণ লোকের ভিতরও এই গুলির মধ্যে কতকগুলির সাধন করিয়াছেন, তাহার হিসাব রাখিলে নিজে কতদূর অধ্যাত্ম রাজ্যে অগ্রসর

হইয়াছেন জানিতে পারিবেন—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।৮।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্।৯।
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।১০।
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জ্জন সংসদি।১১।
অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এতজ্জ্ঞান মিতি প্রোক্ত মজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।১২।

নিজগুণে শ্লাঘা হীনতা, দম্ভশূন্যতা, প্রাণিপীড়ন বর্জ্জন, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, পবিত্রতা, স্থিরতা, দেহ ইন্দ্রিয়াদির সংযম, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বৈরাগ্য, এবং নিরহংকারিতা, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির দুঃখ, দোষ অনুদর্শন, পুত্রাদিতে প্রীতিবর্জ্জন, পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদির সুখ দুঃখে আমি সুখি দুঃখি ভাব ত্যাগ, ইষ্টনাশে এবং অনিষ্ট পাতে নিত্য সমচিত্ততা, এবং আমাতে (অর্থাৎ ভগবানে) অনন্যভাবে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে বাস, জনসঙ্গে বিরাগ, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, ইহাই জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞান সাধন বলা যায়, ইহা হইতে যাহা অন্যরূপ, তাহাই অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান জনক জানিবে।

দ্বাত্রিংশ সোপান

শক্তি

বেদান্ত মধ্যে শক্তির কথা সাধারণ ভাবে উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু শক্তিতত্ত্ব, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। বেদে শক্তিমাহাত্ম্য "দেবী সূক্ত," "শ্রীসূক্ত," প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তে এই শক্তির অপর নাম মায়া। আমরা শক্তি সম্বন্ধে অতি সামান্য রূপ আলোচনা করিতেছি।

সামর্থ্যবাচী "শক্" ধাতুর উত্তর "ক্তিন্" প্রত্যয় করিয়া শক্তি পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার দ্বারা কোনরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য, কারণের যাহা আত্মভূত তাহাই শক্তি (কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যং) এবং শক্তির যাহা আত্মভূত তাহাই কার্য্য।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে = শক্তি সম্বন্ধে, এইরূপ আছে—

"তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানিতানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।

যাঁহারা ধ্যান যোগের অনুগত হইয়া সাধন করিয়াছেন তাঁহারাই দেবতার শক্তি, আপনার গুণের মধ্যে গূঢ় ভাবে রাখিয়াছেন, দেখিতে পান। তিনি একাকী সকল কারণের নিয়ামক হইয়া কাল হইতে

আত্মা পর্য্যন্ত সকলে অনুস্যূত রহিয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই শক্তি। প্রকৃতি দেবাত্মাতে পরমেশ্বরে অবস্থিতা, পরমেশ্বর হইতে অপৃথগ্‌ভূতা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-কারিণী শক্তি।

আবার অন্যস্থানে বলিয়াছেন—

ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ।

অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য অর্থে পঞ্চভূতাত্মকশরীর নাই, কারণ অর্থে ইন্দ্রিয় নাই, তাহার সমানও কেহ নাই এবং তাঁহা অপেক্ষা অধিক সমর্থ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং বিবিধা রূপে শুনিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি।

ব্রহ্মের স্বাভাবিক ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি। ইহাই শাস্ত্রে প্রকৃতি শক্তি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, তমঃ, অবিদ্যা ইত্যাদি নামে কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম নিজেই শক্তিরূপে জগতের প্রকৃতি বা উপাদান, তিনিই নিমিত্ত কারণ। বেদব্যাস তাঁহার "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ" (১।৪।২৩) সূত্রে বলিয়াছেন নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই ব্রহ্ম। ইহা প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধিত হয়। ঋগ্বেদে অদিতিকে বিশ্বকারণ প্রকৃতি বলিয়াছেন। অদিতি শব্দের মূল অর্থ—অদীনা অখণ্ডনীয়া—অপরিচ্ছিন্না।

অদিতি দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতি পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম॥

ঋগ্বেদ ১।১৫।৯০।

অদিতিই দ্যোতনশীল স্বর্গ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই মাতা—জগতের জননী, অদিতিই পিতা, অদিতিই পুত্র, অদিতিই অখিল দেবতা, অদিতিই পঞ্চজন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও শংকরবর্ণ অধিক কি যাহা জাত, যাহা জন্মিবে, তৎ সমস্তই অদিতি।

তাহা হইলে যাহা কিছু পদার্থ আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহাই ব্রহ্মের শক্তি হইতে সমুৎপন্ন। যাহা কিছু হইয়াছে বা হইবে, তাহাও তাঁহার শক্তি হইতেই হইবে।

শক্তি, শক্তিমান হইতে পৃথক নহে। একই ব্রহ্মশক্তি জগতে নানারূপে পরিণতা ও প্রকটিতা হইয়াছেন—

"সর্ব্বথা শক্তি মানস্য ন পৃথগ্‌গণনা কচিৎ।"

মায়াই যে প্রকৃতি শক্তি, তাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ও উক্ত হইয়াছে—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।"

দেবী উপনিষদে—ব্রহ্মশক্তি হইতে অভিন্না দেবী-শক্তি, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থু, কাসি ত্বং মহাদেবি! সাব্রবীদহং" ব্রহ্মস্বরূপিণী। অজাহমনজাহং অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্যক্‌চাহম্। ব্রহ্মাদি দেবগণ

দেবীর নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে দেবি! কে আপনি? আপনার স্বরূপ কি? দেবী বলিলেন "আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, পরমার্থতঃ আমি অজা—অর্থাৎ অজন্মা। ব্যবহারতঃ নানা দেবদেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকি। উর্দ্ধে নিম্নে, দুই পার্শ্বে, আমি সর্ব্বত্র পূর্ণা। দেশ কাল বস্তুতে আমি অপরিচ্ছিন্না বলিয়া জানিবে।

এই ভাব সমাধিতেও হইয়া থাকে, যথা—

উর্দ্ধপূর্ণ মধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥

শক্তি যখন শান্ত অবস্থায় থাকে, আমরা তাহাকে জানিতে পারি না, যখন উদিত বা প্রকাশিত হয় তখন আমরা জানিতে পারি। কাষ্ঠে অগ্নি আছে প্রসুপ্ত অবস্থায়, কিন্তু যখন তাহা প্রকাশ পাইল—অর্থাৎ অগ্নিরূপে পরিণত হইল তখনই তাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। ব্রহ্মে এই শক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান যাহা সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখিতে পাই, যখন কোন মনুষ্য বা জীব নিদ্রিত থাকে, তখন তাঁহার নিদ্রার সহিত তাহার শক্তিও প্রসুপ্ত থাকে, তাহার জাগরণের সহিত তাহার প্রকাশ পায়। এই প্রসুপ্ত বা অব্যক্ত এবং ব্যক্ত শক্তির ক্রিয়া—সদাশিব ও কালী-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছে। শবরূপে অব্যক্ত বা প্রসুপ্ত শক্তি (kinetic) এবং কালীরূপে ব্যক্ত (Potential) এই জন্য বেদে "সদাশিব শক্ত্যাত্মা" বলিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

"সর্ব্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্।"

পরব্রহ্ম সর্ব্ববিধ শক্তির আধার, সেই শক্তি তাঁহার সহিত নিত্য পূর্ণ ও অব্যয়রূপে সংযুক্ত। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদের ১৮ সূত্রে, অব্যক্ত শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'যাহাতে কোন বস্তুর কার্য্যশক্তি না থাকে, সে তাহার কারণ হইতে পারে না, শক্তি কারণের স্বরূপ এবং কার্য্য শক্তির স্বরূপ, সুতরাং কার্য্য ও কারণ অনন্যভাবে গ্রথিত।

ত্রয়োত্রিংশ সোপান

যোগমায়া

ব্রহ্ম যখন স্বরূপে, শক্তির সহিত অন্বিত, তখন সেই শক্তিকে মায়া না বলিয়া যোগমায়া বলা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবেরা এইজন্য এই শক্তিকে যোগমায়া বা অন্তরঙ্গাশক্তি এবং ত্রিগুণময়ী মায়া শক্তিকে বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্য নিজ কৃত গীতা ভাষ্যে এই উভয়বিধ মায়ারই উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।" ৭।২৫।

আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। যেহেতু আমি যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত। সূর্য্যের মধ্যে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ

গুণময়ী মায়া তাঁহার স্বরূপে থাকিতে পারে না, তাঁহার নিজ *বৈষ্ণবী শক্তিই যোগমায়া।

চতুস্ত্রিংশ সোপান

প্রণব

সমস্ত বেদের সার প্রণব। কারণ প্রণবই ব্রহ্মের মূর্ত্তি। একমাত্র প্রণব তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব। ১০- খানি উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ৩১ খানি উপনিষদে সংক্ষেপে বর্ণিত, আবার ৩১ উপনিষদে যাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই "ঈশাদি" দ্বাদশ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, এইজন্য ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছংকরাচার্য্য কেবল মাত্র এই দ্বাদশ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য রচনায় পূর্ব্বে তাঁহারই পরম গুরু গৌড়পাদাচার্য্য সমস্ত উপনিষদের সার প্রণব তত্ত্ব যাহাতে উক্ত হইয়াছে সেই মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা রচনা করিয়াছিলেন; শ্রীমচ্ছংকরাচার্য্য সেই কারিকার উপরই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

* বিষ্ণু অর্থে—যিনি সকল ভূতে সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ স বিষ্ণুঃ।
যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণু র্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ॥

শ্রুতিই বলিয়াছেন 'ওঁকারো বৈ সর্ব্ববাক্' প্রণবেই সমস্ত বেদ নিহিত। এই এক মাত্র প্রণব তত্ত্বজ্ঞানে ও সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। ব্রহ্মকে যে একটি মাত্র শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়, সে শব্দ এই প্রণব-ওঁকার। প্রণবের অর্থ—

'প্রকৃষ্টরূপেন নূয়তে স্তূয়তে অনেনেতি প্রণবঃ'

এই প্রণব শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের সকল অবস্থা, সকল গুণ, সকল ভাবই ব্যক্ত হয় এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে স্তব করা হয়, এই জন্যই ইহার নাম প্রণব। পতঞ্জলি তাঁহার যোগ দর্শনে এই জন্যই প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলিয়াছেন (১।২৭) আরও বলিয়াছেন—'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'। এই প্রণবের জপ এবং প্রণবের অভিধেয় বা বাচ্য ঈশ্বরের ভাবনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। বেদব্যাসও বলিয়াছেন—

'স্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎস্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে' ॥

স্বাধ্যায় অর্থে=পাঠ, জপের অনন্তর, ঈশ্বরের ভাবনা বা ধ্যান যোগ অভ্যাস করিবে। স্বাধ্যায় ও ধ্যান যোগ দ্বারাই পরমাত্মা প্রকাশিত হন। আর ধ্যান বিষয়ে যত বিঘ্ন আছে, সবই দূর হইয়া যায়।

প্রণবের সম্বন্ধে মাণ্ডুক্যোপনিষদে যাহা অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে তাহাই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষদ—

ওমিত্যেদক্ষর মিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।১।
সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা, ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ অক্ষরাত্মক ওঁ কারের রূপ। তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই 'ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, তিনকালে বিদ্যমান সমস্ত পদার্থ'ই ওঁকারের রূপ, আর তিনকালের অতীত অন্য কিছু প্রকৃতি বা মায়া তাহাও ওঁকার হইতে অভিন্ন। সমস্ত শব্দ রাশিই ওঁকারের বিভিন্ন পরিণাম।

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা গ্রাহ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ এবং দেশ কালের অতীত প্রকৃতি বা মায়া শক্তি, সমস্তই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ মাত্র। এই আত্মা অর্থাৎ 'আমি' এই প্রতীতি দ্বারা অনুভূত জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সেই এই আত্মা অর্থাৎ মনুষ্যের অহং বুদ্ধিতে প্রতীত ব্রহ্মরূপ আত্মা চারি পাদে বিভক্ত অর্থাৎ চারি অবস্থা বিশিষ্ট। আত্মা সগুণ এবং নিগু'ণ, এই উভয় অবস্থাই প্রণব নির্দ্দেশ করিতেছে। ১ম জাগ্রদবস্থা, শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধাদি বিষয়ের জ্ঞাতা এবং সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট যথা স্বর্গ, সূর্য্য, বায়ু আকাশ, অন্ন বা জল, পৃথিবী ও অগ্নি যথাক্রমে, বিরাট পুরুষের, মস্তক,চক্ষু, প্রাণ, দেহ (নাভির অধোদেশ) বস্তি, পাদ ও মুখ এই সপ্ত অঙ্গ রূপে কল্পিত। উনবিংশতি মুখ বিশিষ্ট অথাৎ বিষয় উপলব্ধির জন্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়— বাক, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ এবং পঞ্চ

প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার রূপ উনবিংশতি দ্বার যুক্ত স্থূল বিষয়ের ভোক্তাই সর্ব্বনর স্বরূপ প্রথম পাদ অর্থাৎ প্রথম প্রতীতির বিষয় । "জাগরিত স্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখ স্থূলভুগ বৈশ্বানরঃ প্রথম পাদ।

স্বপ্ন স্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

স্বপ্নাবস্থা গত, অন্তঃকরণ স্থিত, মনোগ্রাহ্য বিষয় সমূহের জ্ঞাতা পূর্ব্বোক্ত সপ্তাঙ্গ এবং উনবিংশতি মুখ বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বিষয়ের ভোক্তা অর্থাৎ বাহ্য বিষয় সমূহের অন্তঃকরণ স্থিত সংস্কার মাত্র গ্রহণে সমর্থ তৈজস বা তেজোময়, জ্ঞানবিশিষ্ট আত্মা, বিশুদ্ধ আত্মা চৈতন্তের দ্বিতীয় পাদ ।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ; তৎ সুষুপ্তং । সুষুপ্ত স্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনএবানন্দময়োহ্যানন্দভূক চেতোমুখঃ- প্রাপ্তস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

যে অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি কোনরূপ ভোগ্য বিষয় কামনা করেন না তাহা সুষুপ্তি বা নিদ্রা। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা একভাবাপন্ন অর্থাৎ জাগ্রবস্থার বাহ্য বিষয় এবং স্বপ্নাবস্থার মনোগ্রাহ্য বাসনাময় বিষয় তাহাতে পৃথক ভাবে থাকে না, কেবল স্বীয় অস্তিত্বের পৃথক্ জ্ঞান মাত্রে পূর্ণ অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ অন্যান্য পদার্থের পার্থক্য জ্ঞানশূন্য প্রচুর আনন্দ ভোগী অর্থাৎ মনের লয় হওয়ায় সুখ দুঃখাদি রহিত, বোধ শক্তি যুক্ত, কেবল মাত্র জ্ঞান ধর্ম্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের বিশেষ জ্ঞান রহিত জীবাত্মা তৃতীয় পাদ ।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এসোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।

ইনি অর্থাৎ প্রাজ্ঞ রূপে প্রকাশিত আত্মা, সর্ব্ব জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ অবিদ্যারূপ আবরণ তিরোহিত হইলে প্রাজ্ঞই স্বরূপবস্থায় ঈশ্বর ইনিই সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ চৈতন্য প্রধান হইলে প্রাজ্ঞই সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞাতা ইনি সর্ব্বভূতের অন্তর স্থিত নিয়ন্তা, ইনি সকলের উৎপত্তি স্থান, যেহেতু ইনি ভূত সমূহের অর্থাৎ চরাচর জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।

নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞং। অদৃশ্যমব্যহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম প্রত্যয় সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়। অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ তৈজস নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ বা বৈশ্বানর নহেন, জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞাতা নহেন, প্রজ্ঞানঘন বা সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ ও নহেন দ্বৈত ভাবের জ্ঞাতাও নহেন এবং অচেতনও নহেন। তাঁহাকে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অব্যবহার্য্য, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য জ্ঞানোপযোগী চিহ্নাদি রহিত এবং চিন্তার অতীত, অনির্ব্বচনীয়, "জাগ্রাদাদি বিভিন্ন অবস্থায় আত্মরূপে এক আমি আছি কেবল নাত্র এইরূপ জ্ঞানের বিষয়, জগৎ বিকাশের নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বিকার পরম কল্যাণকর, ভেদ কল্পনার অতীত, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত বলিয়া তুরীয় (অর্থাৎ চতুর্থ) বলিয়া যিনি জ্ঞাত হন, তিনিই আত্মা অর্থাৎ প্রকৃত বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে হইবে। তিনিই "বিজ্ঞেয়।"

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রা পাদামাত্রা ;
মাত্রাশ্চ পাদা-অকার উকারো মকার ইতি।

সেই পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাৎ আত্মা, অক্ষর রূপে ওঁকার। এই ওঁকারও মাত্রা রূপে অবস্থিত। পাদ সকল মাত্রা স্বরূপ এবং মাত্রা সমূহও পাদ স্বরূপ, অকার, উকার, ও মকার। এই অ, উ, ম আত্মার তিন পাদ—বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকার প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্বাদ্ বা আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।

জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানররূপে প্রকাশিত আত্মা ওঁকারের প্রথম মাত্রা অ। ব্যাপকতা বশতঃ বা আদি বলিয়া যে উপাসক জানেন, অর্থাৎ যিনি অকার ও বৈশ্বানরের অভিন্নতা অবগত হন তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করেন এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের প্রথম হইয়া থাকেন।

স্বপ্ন স্থান তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা উৎকর্ষাদুভয়াত্বাদ্বা, উৎকর্ষতি হবৈ জ্ঞান সন্তাতং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ। স্বপ্নাবস্থাগত তৈজস আত্মা ওঁকারের দ্বিতীয়া মাত্রা উকার। শ্রেষ্ঠতা ও মধ্যবর্ত্তিতা বশতঃ উ যেমন অ হইতে উৎকৃষ্ট এবং অ ও ম্ এই দুই মাত্রার মধ্যে স্থিত, সেইরূপ আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজস অন্তঃকরণ—রূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া স্থূলোপাধি বৈশ্বানর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ এই দুই পাদের মধ্যে অবস্থিত এই জন্য তৈজস আত্মা এবং ওঁকার স্থিত উকারের সাদৃশ্য আছে। যে উপাসক এই রূপ জানেন, তিনি অবশ্যই জ্ঞানের প্রবাহ বা বিকাশ বৃদ্ধি করেন এবং মিত্র ও শত্রু উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন হন ও ইঁহার বংশে ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি কখনও জন্ম-গ্রহণ করে না। সুষুপ্ত স্থানঃ প্রাজ্ঞো মকার তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা ;

মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ আত্মা ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা "ম"। পরিমাণ ও একত্বহেতু অর্থাৎ ওঁ উচ্চারণের অন্তে যেরূপ "অ" এবং "উ" মকারে প্রবিষ্ট ও উচ্চারণের আরম্ভে মকার হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন মকার কর্তৃক পরিমিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির অন্তে প্রলয়কালে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়া এবং উৎপত্তিকালে প্রাজ্ঞ হইতে আবির্ভূত হইয়া যেন প্রাজ্ঞ কর্তৃক পরিমিত হইয়া থাকে, আবার উচ্চারণকালে অ এবং উ যেমন মকারের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস, প্রাজ্ঞের সহিত এক হইয়া থাকেন। এইজন্য তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞ এবং ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা মকারের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইল। যিনি প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব এইরূপ জানেন, তিনি নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎকে প্রকৃতরূপে জানেন এবং সমস্ত জগতের কারণ ও আশ্রয় স্বরূপ হয়েন।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ, প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ।

মাত্রা শূন্য অর্থাৎ শব্দের অতীত-জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অতীত চতুর্থ বা তুরীয়, বাক্য ও মনের অগোচর জগৎ সম্বন্ধ রহিত, পরম কল্যাণপ্রদ, দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত এই চিন্মাত্র ওঁ আত্ম চৈতন্য স্বরূপ যিনি ওঁকার সাধনার লক্ষ্য স্বরূপ চতুর্থ মাত্রা এবং আত্মার তুরীয়পাদ চিন্ময় সত্তার একতা এইরূপে জানেন, তিনি স্বয়ংই আত্ম চৈতন্যরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিজ পৃথক্ সত্তার ভ্রান্তি দূর হইলে মনুষ্যকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি জীবনে ও মরণে শোকমুক্ত ও শান্ত হইয়া থাকেন।

এই ওঁকার শব্দবাচ্য ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ং" তিনি একমাত্র, তাঁহা ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। কিন্তু এই অদ্বয় তত্ত্বকে সকলে যথার্থরূপে ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়া শ্রুতি অনুকম্পা পূর্ব্বক উত্তম, মধ্যম ও হীন অধিকারীর উপকারার্থ আশ্রম ভেদে উপাসনার বিধান করিয়াছেন। (ব্রহ্মও সগুণ নির্গুণ ভেদে দুই বলিয়া) এই প্রণব, সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুইরূপ।

পর বা নির্গুণ ও অপর বা সগুণ ভেদে এই ব্রহ্মও দুই প্রকার। শব্দ ব্রহ্ম বা প্রণবই অপর বা সগুণব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম।

এই ওঁকারই শব্দ ব্রহ্ম।

"অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।" বাক্যপদীয়।

ইহার আদি নাই অন্ত নাই। এই অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই শব্দব্রহ্ম হইতে শব্দতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে।

এই প্রণব নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই—

নির্গুণ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্মকে অপরব্রহ্ম বলে। পরব্রহ্মরূপ প্রণবের উপাসনায় মোক্ষলাভ হয় এবং অপর ব্রহ্মরূপ প্রণবের উপাসনায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

১। যাঁহাদের ব্রহ্মলোকের কামনা আছে, তাঁহারা নির্গুণ উপাসনা করিলেও কামনারূপ প্রতিবন্ধক হেতু সে উপাসনায় মুক্তিলাভ করেন না,

কিন্তু ব্রহ্মলোকে, হিরণ্যগর্ভের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পর তাঁহাদের মোক্ষ হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্। বেদান্ত পরিভাষা

প্রতি সঞ্চর অর্থাৎ প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত হইলে পরের অন্তে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের মুক্তিকালে, তাঁহারা কৃতাত্মা হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের আত্মতত্ত্ব—সাক্ষাৎ কার সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মের সহিত পরমপদ প্রাপ্ত হন।

২। যাঁহাদের ব্রহ্মলোকের কামনা নাই, তাঁহারা ইহলোক হইতেই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

ইহাতে শাস্ত্রে বলিতেছেন, সগুণ উপাসনার ফল; নির্গুণ উপাসনার অন্তর্ভূর্ত মাত্র।

পঞ্চত্রিংশ সোপান

নির্গুণ উপাসনা

যত কিছু কার্য্য-কারণ হইতে উৎপন্ন বস্তু আছে, তাহা সমস্তই ওঁকারের স্বরূপ, কারণ ওঁকারই সর্ব্বরূপ। সকল পদার্থের নাম এবং রূপ, দুইটী ভাগ আছে। তাহার মধ্যে রূপভাগ আপন আপন নাম-ভাগ হইতে স্বতন্ত্র নহে, বিষ্ণুর নাম এবং স্বরূপই রূপ ভাগ বলিয়া জানিবে।

এই তত্ত্বটি পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন, যে পদার্থের আকারই রূপ, তাহার নামকরণ করিয়া, তাহার তত্ত্ব জানিয়া, তবে তাহাকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারি। বস্তুর নাম এবং তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহা জানা না থাকিলে তাহার দ্বারা ব্যবহার কার্য্য চলে না। এই জন্য বস্তুর নাম ও জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

কিন্তু যদ্যপি কোন বস্তুর নাম এবং গুণ জানা থাকে তাহা হইলে সেই বস্তু নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার নাম ও জ্ঞান স্পষ্ট থাকিয়া যায়, যেমন, একটি ঘটের নাশ হইলেও মৃত্তিকার নাশ হয় না, তাহা থাকিয়া যায়। ঘট মৃত্তিকা হইতে পৃথক বস্তু নহে, মৃত্তিকারই স্বরূপ। সেইরূপ আকার নাশ হইলে, মৃত্তিকার ন্যায় শেষ অবশেষ যে নাম থাকে, তাহা হইতে আকার পৃথক নহে, সেই জন্য আকার নামের স্বরূপ মাত্র।

আবার যেমন ঘট সরা প্রভৃতি মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত—যত বিভিন্ন আকারে মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, ততই তাহাদের রূপ ও বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে, কিন্তু এই সকল রূপ ধ্বংস হইলে যেমন তাহাদের বিভিন্ন রূপ থাকে না, একমাত্র মৃত্তিকাই থাকে, সেইরূপ ঘট সরা প্রভৃতির আকার মিথ্যা, একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য।

এইরূপ সকল পদার্থের আকার আপনার আপনার নাম হইতে ভিন্ন নহে, সেইজন্য নাম স্বরূপই আকার। এইরূপ সমস্ত নাম ওঁকার হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু ওঁকার স্বরূপই নাম বাচক অর্থে নাম। ব্রহ্মের বাচক অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম। ব্রহ্ম ব্যতীত যখন অন্য পদার্থ নাই, তখন তাঁহার নাম ওঁকার ব্যতীত অন্য কোন নামও নাই।

শাস্ত্রে কোন স্থানে, প্রণবের এই অকারকে সূর্য্য, উকারকে চন্দ্র এবং মকারকে অগ্নি বলিয়াছেন সেই জন্য এই ওঁকারকে অনুরূপে ধ্যানের জন্যও উপদেশ দিয়াছেন, ব্যাসদেব তাঁহার পাতঞ্জল ভাষ্যের মধ্যে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী (১।৩৬) সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক জীবের হৃৎ পুণ্ডরীকে, যে অষ্টদল পদ্ম, অধোমুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে রেচক প্রাণায়ামাদি দ্বারা উৰ্দ্ধমুখ, করিয়া তাহাতে চিত্তকে ধারণা করিবে, তাহার মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল অকার, জাগরিত স্থান, তাহার উপর উকার চন্দ্রমণ্ডল স্বপ্ন স্থান, তাহার উপরে বহ্নি মণ্ডল মকার সুষুপ্তি স্থান, তাহার উপরে পরব্যোমাত্মক ব্রহ্মনাদ তুরীয় স্থান, অৰ্দ্ধমাত্রা অবস্থিত। সেই কর্ণিকায় উৰ্দ্ধমুখী সূর্য্যাদি মণ্ডল ভেদকারী ব্রহ্মনাড়ী, তাহারও উর্দ্ধ সুষুম্না নামে নাড়ী আছে, ঐ নাড়ীদ্বারা বাহিরের সূর্য্যমণ্ডলেরও সম্বন্ধ আছে, ঐটীই চিত্ত স্থান, উহাতে ধারণা করিলে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

ষট্‌ত্রিংশ সোপান

শব্দব্রহ্ম

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ওঁকারই শব্দ ব্রহ্ম। এই শব্দ ব্রহ্মের পূজা, প্রতি দেবালয়েই হইয়া থাকে। যিনিই ইষ্টদেবের পূজা করিয়া থাকেন, তিনিই এই শব্দব্রহ্মের প্রতিদিন পূজা করিয়া থাকেন। প্রতিদিন পূজার পূর্ব্বে, দেবতার বাম ভাগে শঙ্খ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে।

শঙ্খ; শব্দ ব্রহ্মের প্রতীক (Symbol)। শব্দের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ এই শঙ্খ হইতেই সম্পন্ন হয়, এবং জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ এই শব্দব্রহ্ম দ্বারা হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে শঙ্খ প্রতিষ্ঠার এইরূপ বিধি আছে—

স বিন্দুনা মকারেণ তদা ধারেঽগ্নিমণ্ডলম্।
সংপূজয়েদকারেণ শঙ্খে চাদিত্যমণ্ডলম্॥
উকারেণ জলে সোমমণ্ডলঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ।
তীর্থ মন্ত্রেন তীর্থান্যাবাহয়েচ্চার্ক মণ্ডলম্।

শঙ্খ স্থাপনের পর সেই আধারে "অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া সেই শব্দ ব্রহ্মের এক এক মাত্রারই পূজা হইয়া থাকে। সগুণ রূপে ব্রহ্ম তিন মাত্রায় বা পাদে অবস্থিত হইয়াও নির্গুণ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। পুরাণ দর্শনাদি শাস্ত্রে পূজাপদ্ধতির ভিতরেও শব্দব্রহ্ম তত্ত্ব অনুস্যূত রহিয়াছে। স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের ভিতরে কারণ এবং কারণের ভিতরে তুরীয় অবস্থান করিতেছেন এই জন্য মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ বলিয়াছেন—

রবি মধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোম মধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্য মধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ।

রবি = স্থূল বা জাগ্রৎ মধ্যেই চন্দ্র, বা সূক্ষ্ম স্বপ্ন এবং তাহার মধ্যে অগ্নি বা সুষুপ্তি বা কারণ, এই কারণের অতীত স্থানে সত্য অবস্থান করিতেছেন, এবং সেই সত্য মধ্যে অচ্যুত ব্রহ্ম অবস্থিত।

সপ্তত্রিংশ সোপান

বাদ

বেদান্ত যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ অদ্বৈত বাদী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি। ইহাঁদের কথা বলিবার পূর্ব্বে বাদ কাহাকে বলে, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। মহর্ষি গৌতম ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ণের জন্য যে সূত্র গ্রন্থ প্রচার করেন তাহাতে তিনি "বাদের" এই লক্ষণ দিয়াছেন—

প্রমাণ তর্ক সাধনোপলম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপন্নঃ প্রক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহো বাদঃ।

১। তত্ত্ব নির্ণয়ের ফলই বাদ। তত্ত্ব নির্ণয় কিরূপে হয়? কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে তাহার "পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ" অর্থাৎ স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন।

২। "প্রমাণ তর্ক সাধনাপালম্ভঃ"—প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা সেই বিষয়ে সাধন ও উপালম্ভ প্রদর্শন করিতে হইবে। "সাধন" শব্দের অর্থ স্থাপন। উপালম্ভ শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ মতের প্রতিষেধ অর্থাৎ নিষেধ। প্রমাণ তর্ক দ্বারা বিরুদ্ধ মতের নিবৃত্তি ও ব্যবস্থিত মতের স্থাপন, বাদের প্রধান অঙ্গ। এই ব্যবস্থিত বাদটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য অপর একটী বিশেষণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। "সিদ্ধান্তা বিরুদ্ধঃ"—সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ হইবে।

৪। "পঞ্চাবয়বোপন্নঃ"—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটীর প্রত্যেকটী অবয়ব নামে অভিহিত। ইহারা ন্যায় শাস্ত্রের পঞ্চাবয়ব।

সাধ্য নির্দ্দেশ প্রতিজ্ঞা

(ক) প্রতিজ্ঞা—যাহা সিদ্ধ করিতে হইতে "তদ্বোধক শব্দসমূহের নাম প্রতিজ্ঞা, যথা "পর্ব্বত বহ্নি বিশিষ্ট।"

(খ) হেতু—যাহা সাধ্যের সাধক। হেতুর অপর নাম 'সাধন,' "জ্ঞাপক" বা লিঙ্গ। সহজ ভাষায় কারণ; যথা "ধূম বত্বা হেতু।"

(গ), "উদাহরণ"—যথা যে যে বস্তু ধূমবান সেই সেই বস্তু বহ্নিমান, যেমন * মহানস (অগ্নি সংযুক্ত উনুন) ধূমবিশিষ্ট, এই জন্যই বহ্নি বিশিষ্ট। যাহা ধূমবান নহে তাহা বহ্নিমান্ নহে যেমন হ্রদ প্রভৃতি।

(ঘ) উপনয়—উদাহরণাপেক্ষঃ সাধ্যস্যোপসংহারঃ। "উদারহণ দ্বারা সাধ্য বস্তুর ব্যাপ্তি স্থির করার পর যুক্তি যথা—যাহা ধূমবান তাহা অগ্নি বিশিষ্ট যেমন মহানশ, সেইরূপ এই পর্ব্বতও ধূমবান।

(ঙ) নিগমন—বিচার শেষে প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি প্রদর্শন যথা পর্ব্বতে যখন ‡ ধূম দেখা যায়, তখন পর্ব্বত বহ্নিমান। যেহেতু ধূম বিশিষ্ট, সেই হেতু পর্ব্বত অবশ্যই বহ্নি বিশিষ্ট।

"বাদের সহজ অর্থ এই—যতদুর অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি তর্ক আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। অনেক

* বর্ত্তমান যুগের ইলেক্‌ট্রিক, গ্যাস বা প্রজ্জ্বলিত কয়লার উনুন নহে।
‡ চিরতুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের বা তুষারঘটিতধূম নহে।

বিচারের পর একটী "বাদ" প্রতিষ্ঠিত হয়। দর্শন শাস্ত্রে অনেক প্রকার বাদ প্রচলিত আছে। অদ্বৈত বাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ, ভেদাভেদ বাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈত বাদ, পরমাণু বাদ, পরিণাম বাদ, আরম্ভ বাদ, শূন্যবাদ, শক্তিবাদ প্রভৃতি অসংখ্য বাদ প্রচলিত আছে। বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য যে কয়েকটী বাদের আলোচার আবশ্যক তাহাই আমরা সামান্য ভাবে উল্লেখ করিব।

কার্য্য কারণ তত্ত্বের মীমাংসার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, দর্শন শাস্ত্রকারেরা ভিন্ন ভিন্ন বাদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যুক্তি শাস্ত্র জ্ঞান অনুভূতি যাঁহার যত তীক্ষ্ণ তিনি সেই ভাবেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সাধারণ লোক তাহা অনুশরণ করিতে পারে নাই। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালে কার্য্য কারণ তত্ত্ব কি ভাবে কার্য্য করে, তাহা সকল সময়েই দার্শনিকগণ বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও বিচার করিতেছেন।

এই বিচারের ফল, ভারত বর্ষে যত সংখ্যক বাদ প্রচারিত হইয়াছে সাধারণতঃ তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

আরম্ভঃ পরিণামশ্চ বিবর্ত্তশ্চেতি চ ত্রিধা।
বাদো বিবদ মানানাং দৃশ্যতে কার্য্য জন্মনি॥

কার্য্যের উৎপত্তি লইয়া যাঁহারা বিবাদ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিবিধ বাদ প্রচলিত আছে, যথা, আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্ত।

আরম্ভবাদ, পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদ। এই বাদের মধ্যে অন্য সকল বাদ সন্নিবিষ্ট করা যায় সেই জন্য আমরা তিনটী বাদের বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

অষ্টত্রিংশ সোপান

আরম্ভবাদ

প্রথম, আরম্ভবাদ বা অসৎ কার্য্যবাদ—ন্যায় দর্শন প্রণেতা গোতম ও বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ ইহারা আরম্ভবাদী। ইহাদের মত এই যে কার্য্য ও কারণ পরস্পর ভিন্ন। যে সূত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইলে বস্ত্র হয় সেই সূত্র গুলিই যে বস্ত্র, তাহা নহে। সূত্রগুলি বস্ত্রের কারণ, বস্ত্রখানি সূত্রগুলির কার্য্য। কার্য্য ও কারণ যখন পরস্পর ভিন্ন, তখন সূত্র সমষ্টিই যে বস্ত্র তাহা কখনই সম্ভব পর নহে; যেহেতু কারণ ও কার্য্য যদি একই বস্তু হইত, তাহা হইলে, লোকে কার্য্য নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রযত্ন করিত না, কেন না কার্য্য যখন কারণ হইতে ভিন্ন নহে, আর সেই কারণও যখন পূর্ব্ব সিদ্ধই রহিয়াছে, তখন কার্য্যও যে পূর্ব্ব সিদ্ধ ইহা বলিতেই হইবে। কার্য্য যদি পূর্ব্ব সিদ্ধই হয়, তবে তাহাকে উৎপন্ন করিবার জন্য আবার চেষ্টা কেন?

সূত্রগুলির দ্বারা যে কার্য্য হয়, বস্ত্রের দ্বারা সে কার্য্য হয় না। সূত্রের দ্বারা বন্ধন হয়—কিন্তু আচ্ছাদন হয় না।

এইরূপ বহুবিধ যুক্তি দ্বারা আরম্ভ বাদিগণ কার্য্যকে তদীয় উপাদান হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে, ক্রমে বড় হইতে হইতে এত বড় হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুই ছিল না।

পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চতুর্বিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা এই কয়েক প্রকারের নিত্য বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে পৃথিবীর পরমাণুগণ পরস্পর মিলিত হইয়া, ক্রমে স্থূল—স্থূলতর ও স্থূলতম পৃথিবী রূপে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে অতি সূক্ষ্ম জলীয় পরমাণু হইতে স্থূল ও স্থূলতর ও স্থূলতম জলের সৃষ্টি হইতে লাগিল, এইরূপে অগ্নি ও বায়ুর উৎপাদন করিতে লাগিল; এই প্রকারে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া, ঐ চতুর্বিধ পরমাণু এই মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নিময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। চতুর্ব্বিধ পরমাণুগুলি জগতের উপাদান কারণ; ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। পরমাণুগুলির অবয়ব সংযোগই অসমবায়ী কারণ।

যেমন ঘটের—সমবায়ী বা উপাদান কারণ = মৃত্তিকা।

কুম্ভকার = চক্র প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ—যাহার নাশ হইলে কার্য্যের নাশ অবশ্যম্ভাবী অথচ উপাদানের নাশ হয় না, তাহাকে অসমবায়ী কারণ বলে।

নৈয়ায়িকগণের অসৎ কার্য্যবাদের ন্যায় বৌদ্ধগণের মধ্যে যে বাদ প্রচলিত তাহাকে অসৎ কারণ বাদ বলে। বৌদ্ধগণের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত দেন, বীজ নিজে নষ্ট হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অতএব বীজের ভাব অঙ্কুরের কারণ নহে, কিন্তু বীজের অভাবই অঙ্কুরের কারণ। অতএব অভাবই ভাবের কারণ। অতএব তাহা হইতে এই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে।

ঊনচত্ত্বারিংশ সোপান

পরিণাম বা সৎকার্য্যবাদ

সাংখ্যাচার্য্যগণ পরিণামবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা বৌদ্ধগণের তর্কের উত্তরে বলেন, বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত ঠিক নহে, বীজের নাশ হয় বটে, কিন্তু একেবারে নাশ হয় না। একেবারে নাশ হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতেই পারিত না। অভাব সর্ব্বস্থানেই সুলভ, সেজন্য সর্ব্বস্থানেই ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে, অতএব অভাব ভাবের উৎপত্তির কারণ নহে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি অবিদ্যমান থাকিত, কেহই কার্য্যের বিদ্যমানতা সম্পাদন করিতে পারিত না। কারণ সৎ, কার্য্যও সৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সমভাবে ছিল, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সৃষ্টিকালে ক্রিয়াশীল রজগুণ, সত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া অব্যক্ত মহত্তত্ত্বকে ব্যক্ত করে। মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত অহংতত্ত্বকে ব্যক্ত করে, অহংতত্ত্ব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশটিকে ব্যক্ত করে, আর পঞ্চ তন্মাত্রকেও ব্যক্ত করে। পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চস্থূলভূতকে ব্যক্ত করে।

অচেতনা প্রকৃতি চেতন পুরুষ বা জীবের ভোগ মোক্ষের জন্য এই রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার স্বভাব। ইহাদের মতে দুগ্ধের পরিণাম যেমন দধি, সেইরূপ প্রকৃতির পরিণাম এই জগৎ। কার্য্য, কারণে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, অতএব কার্য্য, কারণ হইতে পৃথক নহে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে এই সৎকার্য্য বাদ অনুসৃত হইয়াছে।

চত্বারিংশ সোপান

বিবর্ত্ত বা অনির্ব্বচনীয় বাদ

বিবর্ত্তবাদ, অনির্ব্বচনীয় বাদ বা মায়াবাদ। এই মতের আচার্যেরা পূর্ব্বোক্ত দুই বাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন—"আরম্ভ বাদীর মতে পরমাণু সংযোগে অবয়বী বস্তুর উৎপত্তি হয়। পরমাণু যদি নিরবয়ব হয়, একটী নিরয়ব পরমাণুর সহিত অপর নিরবরব পরমাণুর সংযোগ কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? দুটী নিরবয়ব বস্তুর সংযোগ অসম্ভব ব্যাপার। অতএব আরম্ভবাদ অযুক্তি পূর্ণ।

তাহার পর পরিণাম বাদিগণের উত্তরে বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতি কেন ক্ষুব্ধা হন? কেন একটী গুণ প্রবল হয়? কে এই প্রকৃতির সমতা নষ্ট করে? প্রকৃতি জড় অপবের ভোগ মোক্ষের জন্য অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে পারে না? ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে, প্রকৃতির এই পরিণাম হয়। যেমন ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

> ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্।
> হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগৎ বিপরিবর্ত্ততে।

১০।৯ অধ্যায়

আমারই অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচর সহিত বিশ্ব প্রসব করে হে কৌন্তেয়! এই কারণে জগৎ বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ভগবানের শক্তির দ্বারাই এই পরিণাম হয়, সেই শক্তির নাম মায়া, ঐ শক্তি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অনির্ব্বচনীয়। সেইজন্য ইহার নাম মায়াবাদ বা অনির্ব্বচনীয় বাদ।

বিবর্ত্তবাদে কারণ মাত্র সৎ, কার্য্য অসৎ।

কার্য্য স্বরূপে অসৎ হইলেও কারণ রূপে সৎ, ইহা বলা যাইতে পারে। কারণের সংস্থান মাত্রই কার্য্য। কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য নাই। কারণের যে রূপ নির্ব্বচন করা যায়, কার্য্যের সে রূপ নির্ব্বচন করা যায় না। এই জন্য বিবর্ত্তবাদের অপর নাম অনন্যত্ব বাদ।

সংক্ষেপে শারীরক কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ মুনি বলিয়াছেন—

বিবর্ত্তবাদস্যহি পূর্ব্বভূমিঃ বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ।
ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদঃ স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ।

বেদান্তের মধ্যে যে বিবর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, পরিণাম বাদই বিবর্ত্তবাদের পূর্ব্বভূমি—পদার্থের পরিণাম কিরূপে হয়? কি, কার্য্য—কারণ তত্ত্বের ভিতর দিয়া এই পরিণাম হইতেছে, তাহা পূর্ণ ভাবে আয়ত্ব হইলে, তাহা হইতেই বিবর্ত্তবাদ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইবে।

একচত্বারিংশ সোপান

বাদ (বেদান্ত মতে)

বেদান্ত মতে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য চারি প্রকার বাদ প্রচলিত আছে।

আভাস প্রতিবিম্বাঽবচ্ছেদৈকজীবনামকাঃ।
বাদাঃ স্যুর্বেদবিন্মধ্যে চত্বারস্তে সুসংগতাঃ॥

১। আভাস ২। প্রতিবিম্ব ৩। অবচ্ছেদ ৪। একজীব বাদ। বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে এই চারিপ্রকার সুসংগতা মত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একজীববাদ বা অনির্ব্বচনীয় সিদ্ধান্ত বাদ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

প্রথম। আভাস বাদ—বিদ্যারণ্য স্বামী পঞ্চদশীতে বলিয়াছেন, অন্তঃকরণে চৈতন্যের যে আভাস পতিত হয়, সেই আভাস সহিত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীব বলিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অবিদ্যার যে অংশ অন্তঃকরণ রূপে পরিণত হয়, কেবল সেই অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, অবিদ্যার সেই অংশ সুষুপ্তিকালে বর্ত্তমান থাকে, সেইজন্য সুষুপ্তিকালেও জীবের অস্তিত্বের ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু ঐ সময়ে ঐ অংশ অন্তঃকরণ রূপে পরিণত হয় না। যদি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন আভাসকে জীব বলিয়া স্বীকার না করিয়া, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন আভাসকে জীব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সুষুপ্তি সময়ে যখন অন্তঃকরণ থাকে না, তখন অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন আভাসও থাকিতে পারে না। তাহা হইলে জীবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা তো হইতে পারে না—কারণ সুষুপ্তির পরে পুনরায় জাগ্রৎ অবস্থায় "আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞ জ্ঞান কি রূপে হইত? যাহার যাহা অনুভব হয়, তাহার সেই অনুভূত বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। জাগ্রৎ কালের জীব যদি সুষুপ্তি কালে না থাকিত তাঁহা হইলে সুষুপ্তির অজ্ঞানের স্মরণ তাহার কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাতেই প্রমাণ হয়, যে সুষুপ্তি কালেও জীব বর্ত্তমান থাকে।

দ্বিচত্বারিংশ সোপান

আভাস বাদ

এই চৈতন্যের আভাস বিভিন্ন ভাবে পতিত হইয়া বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে।

"কূটস্থো ব্রহ্ম জীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্ব্বিধা।
ঘটাকাশ মহাকাশৌ জালাকাশাভ্রখে যথা। ১৮। চিত্রদ্বীপ

কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্ম চৈতন্য, জীব চৈতন্য এবং ঈশ্বর চৈতন্য। যেমন এক আকাশ উপাধি ভেদে, ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ নামে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ এক চৈতন্য চারি প্রকার। ঘটাকাশ—ঘটাবাচ্ছন্ন অর্থাৎ ঘটের ভিতর যে আকাশ বা যতটুকু আকাশ আছে তাহাকে ঘটাকাশ বলে। জলাকাশ—ঘটের ভিতর যদি জল থাকে ও তাহা যদি জল দ্বারা পুর্ণ থাকে এবং সেই জলে যদ্যাপ নক্ষত্রাদি সহিত আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘটাকাশ ও এই সেই প্রতিবিম্বিত আকাশ এই উভয়ের মিলিত যে আকাশ, তাহাকে জলাকাশ বলে।

মেঘাকাশ—মেঘাবচ্ছিন্ন এবং মেঘ প্রতিবিম্বিত আকাশকে মেঘাকাশ বলে। আকাশে মেঘ যতটা স্থান ব্যাপিয়া, বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা ছাড়া মহাকাশ আরও বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে এই মহাকাশের সহিত মেঘাবৃত আকাশ যাহার প্রতিবিম্ব, জলে পতিত হইয়াছে সেই প্রতিবিম্বিত আকাশকে মেঘাকাশ বলে। মেঘাকাশ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের

ভিতরে ও বাহিরে যে ব্যাপক আকাশ রহিয়াছে তাহাই মহাকাশ। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার আকাশই এই মহাকাশের অন্তর্গত। কিন্তু বিভিন্ন উপাধির অন্তর্গত বলিয়া সেই মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ রূপ পৃথক পৃথক নাম ধারণ করিয়াছে।

আকাশের উক্ত চারিটি অবস্থা যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণিত হইল, তাহার দার্ষ্টান্তিক (যাহার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে) এইরূপ জানিতে হইবে। একই চেতন উপাধি ভেদে, কূটস্থ, জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন।

কূটস্থ = অবিদ্যাচ্ছন্ন চেতনকে অর্থাৎ অবিদ্যার অধিষ্ঠান যে চেতন তাহাকে কূটস্থ বলে।

কূটস্থ চেতন, জন্ম-মরণ রহিত, শুদ্ধ, সৎ, চিৎ, আনন্দ, সাক্ষী রূপ। রাগ, দ্বেষ, পুণ্য, পাপ, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ তাঁহাতে নাই।

লৌহকার বা স্বর্ণকারগণের "নেয়াই" বলিয়া যে লোহার যন্ত্র আছে তাহার উপর রাখিয়া সকল প্রকার সোনার ও লোহার কার্য্য করিয়া থাকে তাহার উপর রাখিয়া বিভিন্ন রূপে গঠন করিয়া লয় কিন্তু সে "নেয়াই" অবিকৃতই থাকে। সেইরূপ, অবিদ্যাচ্ছন্ন চেতন, সর্ব্বদা অবিচলিত ও নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত, সেই জন্য, সেই চেতনকে কূটস্থ বলা হয়, আর সেই নেয়াইকেও কূট কহে।

জীব—চেতনের আভাসকে চিদাভাস বলিয়া থাকে। অবিদ্যার পরিণাম বুদ্ধি। বুদ্ধি অবিদ্যার সত্ত্ব গুণের পরিণাম। সত্ত্বগুণের পরিণাম বলিয়া স্বচ্ছ। উহাতে চিদাভাস পতিত হইলে চেতনের অনুকূল ভাব গ্রহণের সামর্থ্য জন্মাইয়া থাকে। স্বচ্ছ জলে যেমন নির্ম্মল প্রতিবিম্ব পতিত হয় সেইরূপ এই চিদাভাসই জীব।

এই বিষয়ে বেদান্ত বাদিগণের মধ্যে মত ভেদও আছে।

ঈশ্বর—মায়াতে যে চিদাভাস পতিত হয়, সেই আভাস ও মায়া এবং সেই মায়ার অধিষ্ঠান চেতন এই তিনের একত্র মিলনকে ঈশ্বর বলা হইয়া থাকে। মায়ার স্বরূপ শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ, তাহাতে রজ তম নাই, সেই জন্য মায়ায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, তাহা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাতে আবরণ দোষ নাই। সাধিষ্ঠান মায়ায় চেতনের যে আভাস, তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়, ঈশ্বরের আপনার স্বরূপে' এবং সমস্ত প্রপঞ্চেও তাঁহার আবরণ দোষ নাই, সেইজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য মুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্ম—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর ও বাহিরে যেরূপ মহাকাশ, সেইরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত যে চৈতন্য তাহাকে ব্রহ্ম বলে।

ব্রহ্ম যখন সর্ব্বত্র ব্যাপক, এবং সমস্ত প্রপঞ্চ একমাত্র ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তখন ব্রহ্মই সমস্ত প্রপঞ্চের বাস্তবিক স্বরূপ।

উপাধির বিভিন্নতায় আভাসের ভেদ হইয়া থাকে। আভাস যথার্থ নহে, মিথ্যা, চৈতন্যই সত্য।

ত্রিচত্বারিংশ সোপান

প্রতিবিম্ব বাদ

"জীবেশ্বরয়োর্বিম্ব প্রতিবিম্বভাবঃ"।

অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত বিম্ব চৈতন্য ঈশ্বর। অন্তঃকরণ ও তৎসংস্কারাবচ্ছিন্ন অজ্ঞান প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব, এ মতে বৈদান্তিকগণের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

এই আভাস ও প্রতিবিম্ব লইয়া মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার ভাগবতে, দৃষ্টান্ত দ্বারা বিম্বকে ধরিবার উপায় বলিয়াছেন, যথা—

"যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ।১২।২৭।৩ স্কন্ধ
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈ র্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্"।১৩।২৭।৩।

যেমন জলস্থিত আভাস অর্থাৎ সূর্য্য প্রতিবিম্ব যখন গৃহান্তর্ব্বর্ত্তী ভিত্তির উপরে পতিত হয়, তখন সেই গৃহের কোণস্থিত পুরুষেরা স্থলস্থ ঐ সূর্য্য প্রতিবিম্ব দ্বারা যেমন সূর্য্যকে দর্শন করে, অথবা যেমন জলস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্ব দ্বারা আকাশস্থ সূর্য্য লক্ষিত হন, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ এতত্রিতয় অবিচ্ছিন্ন আত্ম প্রতিবিম্ব দ্বারা ত্রিগুণ অহংকার সদাভাসের অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব রূপে দৃষ্ট হয়, পরে সেই সদাভাস

বিশিষ্ট অহংকার দ্বারা সত্যদৃক অর্থাৎ পরমার্থ-জ্ঞপ্তি-রূপ-আত্মা দৃশ্য হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন হইতে পারে চৈতন্যের রূপ নাই, সেই চিতের প্রতিবিম্ব কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে আচার্য্যেরা বলেন "নীরূপ পদার্থেরও প্রতিবিম্ব পড়ে। দর্পণে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, যদি চ আকাশ নীরূপ।

শ্রুতিতে আছে—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপঃ
ভিন্নাবহুবৈকোনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদ রূপঃ
দেবঃ ক্ষেত্রেষ্ এবমজঃ অয়মাত্মা।

জ্যোতি-স্বরূপ সূর্য্য এক। সেই সূর্য্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রবিষ্ট হইয়া বহুপ্রকার হন, সেইরূপ আত্মা চিৎ ও এক হইলেও উপাধি দ্বারা দেহে অনেক হন।

প্রতিবিম্ব বাদে, বিম্ব সত্য এবং প্রতিবিম্ব মিথ্যা।

চতুশ্চত্বারিংশ সোপান

অবচ্ছেদ বাদ

অবচ্ছেদ মতে অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীব বলা হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ, চেতনের যতটুকু অংশ অবচ্ছেদ অর্থাৎ স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছে তাহাই জীব সংজ্ঞা এবং সেই প্রমাতা এবং সাক্ষী।

বাচস্পতি মিশ্র মতে—অজ্ঞান বিষয়ীভূত অর্থাৎ অজ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ চৈতন্যই ঈশ্বর, এবং অজ্ঞানের আশ্রয়ীভূত চৈতন্যই জীব।

অজ্ঞান নানা প্রকার, সেই জন্য জীবও নানা প্রকার, প্রতি জীবের প্রপঞ্চের মধ্যে ভেদও নানা প্রকার।

পঞ্চচত্বারিংশ সোপান

একজীব বাদ

এই এক জীব বাদকে অনির্ব্বচনীয় বাদ, দৃষ্টি, সৃষ্টি বাদ বা অজাত বাদ বলিয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। অজ্ঞান দ্বারা অনুপহিত শুদ্ধ চৈতন্যই ঈশ্বর। অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্য জীব। এই মতে জীবই নিজ অজ্ঞান বশতঃ এই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। দৃশ্য জগৎ যাহা, প্রতীতি হইতেছে, ভেদ বলিয়া যাহা জ্ঞান হইতেছে, তাহা জীবের ভ্রান্তি মাত্র। জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তবে কেন এই ভেদ উক্ত হইয়াছে? ইহা কেবল সাধকগণকে বিভিন্ন স্তর হইতে অদ্বৈত স্তরে লইয়া যাইবার জন্য।

সেই জন্য বেদান্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"উপায়াঃ সর্ব্ব এবৈতে বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে।"

আত্ম জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যত প্রকার উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল অসৎ পথ হইতে বালকগণের চিত্তকে, খেলনা দিয়া ভুলাইয়া ক্রমে সত্য স্বরূপকে প্রাপ্তি করাইবার জন্যই, সকলের পক্ষে এক প্রকার সাধনা চলিতে পারে না। যিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক তাঁহার পক্ষে সাধনাও সেইরূপ। এই জন্য বার্ত্তিককার পদ্মপাদ বলিয়াছেন—

"যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি।
সা সৈব প্রক্রিয়া জ্ঞেয়া সাধ্বী চাসাঽনবস্থিতা॥

সেই প্রত্যগাত্মার জ্ঞান, সাধক যে যে উপায় দ্বারা লাভ করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে সেই সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ ও সমীচীন।

ষষ্ঠচত্বারিংশ সোপান

কাল

অনন্ত অসীম; দেশ, কাল দ্বারা পরিমিত হইলেই সান্ত ও অসীমরূপে পরিণত হয়। অখণ্ড দেশকে এক একটি ভাগে বিভক্ত করিলে, খণ্ডরূপে পরিণত হয়। কাল যদিও এক এবং অখণ্ড, কিন্তু উপাধি ভেদে ত্রিবিধ-

রূপে পরিণত হয়—যথা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান। কালকে পরিমিত করিবার কারণ সূর্য্যদেব।

সূর্য্যোমরীচিমাদত্তে সর্ব্বস্মাদ্ ভুবনাদধি।
তস্যাঃ পাক বিশেষেণ স্মৃতং কাল বিশেষণম্।
তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

সূর্য্যদেব নিজের সন্তাপিনী শক্তির দ্বারা জগৎকে নিরন্তর সন্তপ্ত করিতেছেন, তাঁহার উত্তাপে পক্ক হইয়া জাগতিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনফলে যে পরিণাম হইতেছে তাহাই কালের কারণ।

কল ধাতু হইতে কাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কল ধাতুর অর্থ—গতি, সংখ্যা, শব্দ, গ্রাস।

অনাদি নিধনঃ রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

যিনি অনাদি ও যাঁহার মৃত্যু নাই, সেই রুদ্র সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত, তিনি সকল পদার্থকে গতি বিশিষ্ট ও শব্দ সংখ্যায় পরিণত করিয়া গ্রাস করিতেছেন বলিয়া কাল নামে খ্যাত।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে—

লোকানামন্তকৃতৎ কালঃ কালোঽন্য কলনাত্মকঃ।
সদ্বিধা স্থূল সূক্ষ্মত্বান্মূর্ত্তশ্চামূর্ত্ত উচ্যতে। ১০ শ্লোক ১ অধ্যায়।

কাল, চেতন ও অচেতন পদার্থ সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশকারী। এই কাল দ্বিবিধ, মহাকাল ও খণ্ডকাল। যাহা অনাদি ও অশেষ তাহাই মহাকাল এবং যাহার আদি ও অন্ত জানা যায়, তাহার নাম খণ্ডকাল। ঐ খণ্ডকালও দ্বিবিধ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। যে কাল স্থূল, অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষতঃ নিরূপণ করা যায়, তাহার নাম মূর্ত্ত এবং যে কাল অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ যাহার অংশ পরিমাণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহার নাম অমূর্ত্ত। সিদ্ধান্ত গ্রন্থে মূর্ত্তকালের পরিমাণ এইরূপ—

১০টি গুর্ব্বক্ষর (গুরু অক্ষর—আ, ঈ, উ প্রভৃতি) উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে ১ প্রাণ বলে (অণু)

৬ প্রাণে—১ বিনাড়ী (পল)
৬০ বিনাড়ী—১ নাড়ী (দণ্ড)
৬০ নাড়ী—১ দিন

উহা হইতে লৌকিক কাল পরিমাণ এইরূপ হইয়াছে—

৬০ অনুপল—১ বিপল
৬০ বিপল—১ পল
৬০ পল —১ দণ্ড
৭॥০ দণ্ডে—১ প্রহর
৮ প্রহর—১ দিন।

অমূর্ত্ত কালের পরিমাণ এইরূপ—

১০০ ক্রটি—১ তৎপর
৩০ তৎপর—১ নিমেষ
১৮ নিমেষ—১ কাষ্ঠা
৩০ কাষ্ঠা—১ কলা
৩০ কলা—১ ঘটিকা
২ ঘটিকা—১ ক্ষণ
৩০ ক্ষণ—১ দিন

ইহা অনুভবের অতীত, এজন্য ত্রুটি হইতে কাল বিভাগকে "অমূর্ত্ত" কাল বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত লৌকিক ইংরাজি পরিমাণ প্রায় সকলেই জানেন। সেকেণ্ড, মিনিট্, ঘণ্টা ও দিন, আবাল বৃদ্ধ বণিতার পরিচিত।

কাল পরমাত্মারই অংশ, তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে।

ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরোব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্বতঃ॥
১৪ শ্লোক, ৫ অ, ২য় স্কন্ধ।

"মহাভূতাদি দ্রব্য, জন্ম নিমিত্তক কর্ম্ম ও তাহার ক্ষোভক কাল, তাহার পরিণাম হেতু স্বভাব, ও জীব ইহাদের মধ্যে কিছুই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে, কেন না কার্য্য কখনও কারণ হইতে ভিন্ন হয় না।

কোন ঘটনা না হইলে বা পরিবর্ত্তন না হইলে আমরা কালকে বুঝিতে পারি না, যেখানে কোন ঘটনা নাই, সেখানে কালের পরিমাণ নাই।

সূর্য্য চন্দ্র, কালের পরিমাপক বস্তু। যিনি কালকে নিয়মিত করেন, তিনিই কালী, এবং যে অখণ্ড কাল, ঘটনার অতীত, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত তিনিই মহাকাল। সমস্ত ঘটনাই কালের অধীন। ইহা কালের অতি সামান্য আভাব মাত্র।

সপ্তচত্বারিংশ সোপান

মহাবাক্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চারি বেদে চারিটি মহাবাক্য আছে। মহাবাক্য চতুষ্টয়ের অর্থ একই প্রকার। একটির অর্থ বোধ হইলে অপর তিনটির অর্থ বোধ হইয়া থাকে, এই জন্য সামবেদের মহাবাক্য "তত্ত্বমসির" সামান্য আলোচনা মাত্র করিতেছি। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"। ছান্দোগ্যোপনিষদে ষষ্ঠ প্রপাঠকে অষ্টম হইতে ষোড়শ খণ্ডে, ঋষি উদ্দালক নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য, অনেক প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন, "হে শ্বেতকেতু! তুমিই সেই পরমাত্মা।" জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিবার জন্য নয় খণ্ডে নয় বারই উপদেশ, দিয়া সেই এক কথা বলিলেন "হে শ্বেতকেতু! তুমিই সেই পরমাত্মা।" পূর্ব্বে যে উপক্রমাদি উপসংহার পর্য্যন্ত ছয়টি লিঙ্গের দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, যে ব্রহ্মের উপাসনা ও সর্ব্বাত্মকত্ব এই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের লক্ষ্য। উপাসনা এই প্রকরণের উদ্দেশ্য হইলেও উপাসনার জন্য ঐ মহাবাক্যের সর্ব্বাংশ গ্রহণ করিতে হইবে কি বীজ মন্ত্রের মূল তত্ত্বানুসারে উহার কতক অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয়। এই মহাবাক্যের সমস্ত ভাবার্থ-ভাবনায় (উপাসনায়) নিবিষ্ট হইয়াও যদি অখণ্ড জ্ঞান অনুভূত না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে ঐ জ্ঞানে বিকল্পতা দোষ বিদ্যমান আছে, ঐ বিকল্পতা দোষ পরিহারার্থ উহার লক্ষণা দ্বারা উহার ভাবার্থ স্থির করিতে হইবে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই মহাবাক্য বুঝাইবার জন্য এইরূপ লক্ষণার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

ত্রিবিধা লক্ষণা জ্ঞেয়া জহত্য জহতী তথা।
অন্যোভয়াত্মিকা জ্ঞেয়া, তত্রাদ্যা সৈব সম্ভবেৎ॥
বাচ্যার্থ মখিলং ত্যক্ত্বা বৃত্তিঃ স্যাদ্ বা তদন্বিতে।
গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবৎ জহতী লক্ষণা হি সা॥
বাচ্যাথ´ স্যৈক দেশস্য প্রকৃতে ত্যাগো দৃশ্যতে।
জহতী সম্ভবেন্নৈব সম্প্রদায় বিরোধতঃ॥
বাচ্যার্থমপরিত্যজ্য বৃত্তিরন্যার্থকেতু যা।
কথিতেয়মজহতী শোণোঽয়ং ধাতীতিবৎ॥
বাচ্যার্থস্যৈক দেশং চ পরিত্যজ্যৈক দেশকম্।
যা বোধয়তি সা জ্ঞেয়া তৃতীয়া ভাগলক্ষণা॥

১। লক্ষণা তিন প্রকার—জহৎ, অজহৎ ও জহদজহৎ। জহৎ অর্থে ত্যাগ (হা=ত্যাগ সত্)। আপন অর্থ যাহাকে ত্যাগ করে তাহার নাম জহল্লক্ষণা। ইহাকে জগৎ স্বার্থাও বলে, স্বার্থা অর্থে নিজের অর্থ। "গঙ্গায় গোপ বাস করে।" গঙ্গায় বাস করা সম্ভব নহে, এই জন্য অন্বয় সিদ্ধির জন্য 'গঙ্গা' শব্দ স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিয়া অপর অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, এখানে গঙ্গা অর্থে গঙ্গাতীর। ইহার অর্থ হইল গোপগণ গঙ্গাতীরে বাস করে।

২। অজহৎ—আপন অর্থ যাহাকে ত্যাগ করে না তাহার নাম অজহৎ লক্ষণ। যেমন "শোণো ধাবতি।" শোণ অর্থাৎ রক্তবর্ণ যাইতেছে। এখানে বুঝিতে হইবে, রক্তবর্ণ পশু যাইতেছে। শোন

শব্দে পশুকে বুঝাইলেও পশুর সহিত (শোণ) রক্তবর্ণ, উক্ত হইতেছে, এবং পশুতে রক্তবর্ণ আছে বলিয়া 'গঙ্গা' শব্দের ন্যায় আপন অর্থ ত্যাগ করে নাই। এই জন্যই ইহাকে অজহৎ লক্ষণা বলে।

৩। যখন এই দুইটি লক্ষণের মিশ্রণ হয় তখন উহার নাম জহদজহৎ লক্ষণা। ইহাকে ভাগত্যাগ লক্ষণা বলিয়া থাকে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন "সোহয়ং দেবদত্ত।" সেই এই "দেবদত্ত।" এই স্থলে জহদজহৎ লক্ষণা ব্যতীত ইহার অর্থ সঙ্গতি হয় না। কারণ "সঃ" অর্থাৎ তৎ শব্দের পরোক্ষত্ব এবং "অয়ম্" শব্দের অপরোক্ষ উভয়ই বুঝাইতেছে, সেই শব্দে, অতীত দেশ কাল বুঝাইতেছে, এই, শব্দে বর্ত্তমান দেশ কাল বুঝাইতেছে। এই দুই দেবদত্ত এক নহে। উভয়েই বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত।

"সেই" ও "এই" এই দুইটি সর্ব্বনাম, দেবদত্তের সহিত বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে সংবদ্ধ বলিয়া এই বাক্যটির দ্বারা কেবল "দেবদত্ত" ইহাই প্রমাতার জ্ঞানে ভাসিতেছে। বাক্যের যে অংশ অপ্রধান রূপে প্রমাতার নিকট প্রতীয়মান হয় তাহাই জহৎ এবং যে অংশ প্রধান বলিয়া বোধ হয় তাহাই অজহৎ, বলিয়া ঐ বাক্যে জহদজহৎ লক্ষণা কল্পনা করা হইয়াছে।

আচার্য্য "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের লক্ষণা নির্ণয় করিবার জন্য বলেন, "তৎ শব্দের পরোক্ষত্ব ও ত্বং শব্দের অপরোক্ষ উভয়েই বৃত্তি সামান্যাধিকরণে এক (পূর্ব্বোক্ত দেবদত্ত যেমন বাক্যের উদ্দেশ্য) "সেই" এবং বিধেয় এই। (অখণ্ডার্থে উভয়েই এক দেবদত্ত)।

চৈতন্য মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে বিরাজ করিতেছে। পরোক্ষের অতীত কাল ও দেশ এবং অপরোক্ষের কাল ও দেশ এই উভয় দেশ কালের যুগপৎ কল্পনা বিরুদ্ধ বলিয়া ঐ মহাবাক্যে জহদজহৎ লক্ষণা স্বীকার করিয়া "তৎ" পদের লক্ষিত ব্রহ্মের মায়া ও ত্বং শব্দে লক্ষিত জীবের উপাধি এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়া জীব ব্রহ্মের সমবর্ত্তী চৈতন্য মাত্রই গৃহীত হইয়াছে।

অষ্টচত্বারিংশ সোপান

খ্যাতি

খ্যা+ক্তি—(খ্যা-প্রকথনে। কথন।১। প্রসিদ্ধ।২।

বেদান্তে "খ্যাতি" শব্দের প্রয়োগ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। খ্যাতি শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং ভ্রম, সুখ্যাতি বা যশ নহে, ভান বা প্রতীতি। এই জ্ঞান যিনি যেরূপ অনুভব বা যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন—তিনি সেই জ্ঞানকে স্থির প্রমা (নিশ্চিত জ্ঞান) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই জ্ঞানের অনুভূতির ক্রম অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে খ্যাতির নামকরণ হইয়াছে। এই খ্যাতি সপ্তবিধ—

"আত্ম খ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথানির্ব্বচনীয় খ্যাতিঃ সৎখ্যাতিশ্চ ততঃ পরম্।
তথা চ সদসৎখ্যাতিরেবং খ্যাতির্হি সপ্তধা।

১। বিজ্ঞান বাদিনো বৌদ্ধা আত্মখ্যাতিং বদন্তি হি।
তত্র বুদ্ধির্ভবেদাত্মা, ক্ষণিকার্থাত্মিকা পুনঃ।
২। শূন্যবাদীত্বসৎখ্যাতিং স্বীকরোতি তথৈব চ।
৩। প্রভাকর মতেঽখ্যাতিঃ ভেদাগ্রহো যদার্থয়োঃ।
৪। নৈয়ায়িকৈস্তথা ভাট্টৈরন্যথাখ্যাতিরুচ্যতে।
৫। তথাঽনির্ব্বচনীয়াখ্য খ্যাতির্বেদান্ত বাদিনানাম্।
৬। রামানুজমতে কিন্তু সৎখ্যাতিস্তু প্রকীর্ত্ত্যতে।
৭। সাংখ্যাদ্যেঃ সদসৎখ্যাতিরাগ্রহেণ চ গৃহ্যতে॥

১। বিজ্ঞান বাদী বৌদ্ধগণ আত্মখ্যাতি বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে বুদ্ধিই আত্মা। তাঁহারা ক্ষণিক বাদ স্বীকার করেন।

বুদ্ধদেবের উপদেশ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সাধন করেন তাঁহাদিগুকেই সাধারণতঃ বৌদ্ধ বলা হইয়া থাকে। কালক্রমে বৌদ্ধগণের মতভেদ হওয়ায় তাঁহারা অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে আবার হীনযান ও মহাযান নামে দুই প্রধান সম্প্রদায় আছে। হীনযান সপ্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ পালিভাষায় রচিত। বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম নামক তাঁহাদের ত্রিবিধ পিটক বা গ্রন্থরাজি আছে, তাহা অনেক ভাগে বিভক্ত। সিংহল, শ্যাম, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এই হীনযান এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ণ অধ্যাপনাও হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও বিদ্বন্মণ্ডলী এখন পালিভাষায় প্রচার অনুবাদ ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। ত্রিপিটকের সার "বিসুদ্ধি মার্গ" নামক গ্রন্থ, বুদ্ধ ঘোষের প্রণীত, এখনও সর্ব্বস্থানে আদৃত হইতেছে।

এই হীনযান সম্প্রদায়ের সহিত বেদান্তের কিছুই সম্বন্ধ নাই বলিলে হয়, কিন্তু মহাযান সম্প্রদায়ের সহিত বেদান্তবাদিগণের অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের গ্রন্থাবলী প্রায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং তাহারাও অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। বর্তমানে তিব্বত, চীন, মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে এই মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালে এবং ভুটান অঞ্চলে এই মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাধকও অল্প নহে। সংস্কৃত ভাষার বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতে, চীনে, প্রচার জন্য অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত ও চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। এখনও সম্পূর্ণ বৌদ্ধ গ্রন্থ, তিব্বত ও চীন ভাষায় পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষায় গ্রন্থের নাম "কহগুর ও তন্‌গুর"। কিন্তু যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উক্তগ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল, এখন ভারতবর্ষ হইতে সেই সকল গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে। অনেক অনুসন্ধানে কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

সেই মহযান সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে।

মাধ্যামিক (যোগাচার) সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। যোগাচারগণ বিজ্ঞান বাদী নামে খ্যাত—তাঁহারা বাহ্য বস্তুর কোন সত্ত্বার উপলব্ধি স্বীকার করেন না। লোকে জ্ঞানই অনুভব করিয়া থাকে, বিষয় কেহ কখনও অনুভব করে না' এবং এইরূপ ভাবে দেখিলে বিষয় ও জ্ঞান এই উভয়ের সিদ্ধি হইতে পারে। বাহ্যবস্তুর অভাব সত্ত্বেও বিজ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, যেমন স্বপ্নদর্শন, মায়াদর্শন (ইন্দ্রজাল) মরু-মরীচিকার জল। এই সকল স্থলে বাহিরে প্রকৃত বস্তু নাই অথচ অন্তরে জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়াকার ধারণ করে, বস্তুর অভাব সত্ত্বেও যেমন বস্তুর জ্ঞান হয় সেইরূপ জাগ্রৎকালে, বিচিত্র বাসনা প্রভাবে

বিচিত্র জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই সংসার বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় অনাদি এবং এই সংসারের কারণভূত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান সংস্কার, পরস্পর পরস্পরের হেতু ও ফল। বাসনার, অন্ত নাই—নূতন বাসনায় নূতন বিজ্ঞান সুতরাং এই বাসনাই জ্ঞান-বৈচিত্র্যের কারণ, এই বাসনাই বিজ্ঞান সৃষ্টি করে।

বাসনা বশে যাহা কিছু জ্ঞান হয় তাহা ক্ষণিক। তাহা এক ক্ষণের অধিক থাকে না, পরক্ষণে লয় হইয়া যায়। এই ক্ষণিক বিজ্ঞানের অন্তরালে এক আলয় বিজ্ঞান আছে, সেই আলয় বিজ্ঞান সেইগুলিকে ধরিয়া রাখে।

এই বিজ্ঞানই আত্মা, তাহা ব্যাতীত আর অন্য আত্মা নাই। অন্তঃকরণের দুই বৃত্তি, অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি।

ইদংবৃত্তি মন, ক্ষণে ক্ষণে বিষয়ানুভব করে ও নাশ প্রাপ্ত হয় কিন্তু অহংবৃত্তি বিজ্ঞান, সে সেইগুলিকে ধারণ করে, তাহাকে না জানিয়া কোন ক্ষণিক জ্ঞান হইতে পারে না। এই আমি জ্ঞানের উপরই সকলই ন্যস্ত। এই জন্য ইহার নাম আত্মখ্যাতি।

২। মাধ্যমিকগণের মতে বাহ্য বা অভ্যন্তর কোন পদার্থ নাই; সকলই শূন্য। সকলই ক্ষণিক কিচ্ছুই স্থায়ী নহে। যেমন আকাশে মেঘ এই আছে পরে নাই, সেইরূপ আমাদের জ্ঞান ও বিষয় আসিতেছে যাইতেছে, ইহার কোন নিত্য আধার নাই। তত্ত্ব শূন্য মাত্র।

ন সন্নাসন্ন-সদসন্নোভয়াভ্যাং বিলক্ষণম্।
চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তং তত্ত্বং মধ্যেমিকা বিদুঃ।

যাহা সৎ নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে এবং সদসৎ হইতে স্বতন্ত্রও নহে। এই চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত যে তত্ত্ব তাহাই মাধ্যমিকগণ স্বীকার করেন।

চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তং শূন্যং তত্ত্বমিতি স্থিতম্।

আমরা এই চতুর্বিধ ভাব অনুভব করিতে পারি, কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না; অন্য কোন বিষয় ধারণা করিতে হইলে, আমাদের পক্ষে তাহা শূন্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, সেই জন্য শূন্যেই তত্ত্ব অবস্থিত। এই জন্য মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁদের মতে সমস্ত প্রপঞ্চই অসৎ রূপ। যে প্রকার রজ্জু সর্প অত্যন্ত অসৎ, সেই প্রকার সমস্ত প্রপঞ্চই অত্যন্ত অসৎ। অত্যন্ত অসৎ রজ্জুসর্পের যে প্রকার প্রতীতি বা ভান হয়, সেইরূপ অত্যন্ত অসৎ প্রপঞ্চের প্রতীতি, ইহাও অসৎ খ্যাতি। অসৎ পদার্থের যে খ্যাতি বা প্রতীতি তাহাই অসৎ খ্যাতি।

৩। অখ্যাতি—প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণের মধ্যে এবং কোন কোন সাংখ্যাচার্য্য এই অখ্যাতি স্বীকার করেন।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই, "জ্ঞেয় পদার্থ যে রূপ হইবে জ্ঞানও সেই রূপ হইবে। জ্ঞেয় পদার্থের অনুসারেই জ্ঞান হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান কখনও হইবে না। অসৎ বস্তু প্রকাশ করিতে জ্ঞানের সামর্থ্য নাই। সৎ বস্তুকে জ্ঞান প্রকাশ করে। কিন্তু ভ্রমজ্ঞানেও জ্ঞানের দুইটি ধারা থাকে। একটি বিশিষ্ট জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত হয়, একটি গ্রহণ এবং অন্যটি স্মরণ। একখণ্ড ঝিনুক দেখিয়া তাহার

যে জ্ঞান তাহাকে গ্রহণ বলে, তাহার সঙ্গে ঝিনুকের চাকচিক্য দেখিয়া "রূপা" বলিয়া যে জ্ঞান তাহাকে স্মরণ বলে। এখন সামান্য অন্ধকারে সেই গ্রহণ ও স্মরণের ভেদ বুঝিতে পারা যায় না, মনের ভিতর গ্রহণ, স্মরণের ভেদ না আসিলে তখন, স্বভাব আসিয়া রূপার ভ্রমে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ধাবিত হয়।

এইরূপ রজ্জুকে সর্প ভ্রমে, সে সে স্থান পরিত্যাগ করে। এই উভয় জ্ঞান যদ্যপি পূর্ণ ভাবে হইল না, তথাপি, উভয়ের জ্ঞান এক কালেই উদয় হইল, অথচ তাহাদের পার্থক্য জ্ঞান ইহার মধ্যে দেখা গেল না। ইহাদের মধ্যে পূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই এইরূপ ঝিনুককে রূপা, এবং দড়িকে সাপ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যেখানে প্রমা অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞান বর্ত্তমান সেখানে এ ভ্রম হইতে পারে না।

৪। অন্যথা খ্যাতি—নৈয়ায়িক, কণাদ ও মীমাংসকগণ ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে শুক্তিকা বা ঝিনুকে "এই" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু বেদান্ত বলেন লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা ভ্রম শূন্য নহে। রজত বা রজতত্বের জ্ঞান অলৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভূত হয়। অলৌকিক প্রত্যক্ষের অনুভব নাই, অথচ লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা আমার যে জ্ঞান হয় তাহা ভ্রম মাত্র।

৫। অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি—বেদান্তবাদিগণের মধ্যে প্রধান আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি এই খ্যাতি স্বীকার করিয়া থাকেন।

রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয়, তাহা কল্পিত সর্প। যথার্থ সর্প নহে।

রজ্জুর সামান্য জ্ঞান তোমার আছে বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান অন্তরে না হইলে, রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞান তোমার থাকিয়া যাইবে, তাহাই সর্পরূপে পরিণত হইবে।

প্রমাতা—(অর্থাৎ যে জীব অনুভব করিবেন) তিনি যে চৈতন্যের উপর অধিষ্ঠিত; যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রজ্জবচ্ছিন্ন চৈতন্য রহিয়াছে, সেই চৈতন্যে যদি অজ্ঞান থাকে—(যে অজ্ঞানের পরিণাম এই বিশ্ব জগৎ প্রতীতি করাইতেছে) তাহা হইলে বস্তু অন্যথা রূপে প্রতীয়মান হইবে। এই অজ্ঞান আমাদের ব্যষ্টি কারণ শরীরে সুষুপ্তি সময়ে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকেই, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য বা প্রাজ্ঞ বলা হয়, তাহারই অন্য নাম (প্রমাতা) বা জীবসাক্ষী। এই ব্যষ্টি অজ্ঞানই রজ্জুর সামান্য জ্ঞান অন্তরে উদিত করাইয়া সর্পরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুই শক্তি দ্বারা রজ্জুকে আবরণ করিয়া তাহার স্থানে বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য সর্পরূপে পরিণত করে। কিন্তু রজ্জুর বিশেষ জ্ঞান দর্শন হইলে আবরণ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পরে বিক্ষেপের কার্য্য সর্প জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে আবরণ ও তৎপরে বিক্ষেপ নষ্ট হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পটি কল্পিত বটে কিন্তু সর্প জাতিটি কল্পিত নহে, তাহা যথার্থ, অস্পষ্ট রজ্জু দেখিয়া সাদৃশ্যের দোষে, সর্প জাতি বলিয়া ভ্রম হয় এবং যতক্ষণ সেই ভ্রম থাকে ততক্ষণ তাহাকে সর্প বলিয়াই মনে হয়।

ঊনপঞ্চাশত সোপান

আচার্য্যগণ

ভগবান শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত ভাষ্য রচনা করেন, যাহা তাঁহার পরবর্ত্তী দশজন শিষ্য দশনামী নামে বিখ্যাত হইয়া তাহা প্রচার করেন। সেই দশ জন শিষ্যকে নিম্ন লিখিত উপাধিতে আচার্য্য ভূষিত করেন, যথা—

তীর্থাশ্রম বনারণ্য গিরি পর্ব্বত সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতাঃ॥

তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী। এই দশ জনের শিষ্য পরম্পরা এখনও এই সকল উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলে দণ্ডী এবং স্বামী নামেও বিখ্যাত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের ক্রিয়া অনুসারে ইহাঁরাও আবার অন্য চারি নামে খ্যাত হইয়া থাকন যথা—

কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস।

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচক বহূদকৌ
হংসঃ পরমহংসশ্চ যোহত্র পশ্চাৎ স উত্তমঃ।

১। শৈব সন্ন্যাসী ভিক্ষুগণের ভিতরে পরিব্রাজক অবস্থার মধ্যে যাঁহারা অধ্যাত্ম জগতে স্থির হইয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ কুটীচক।

২। যাঁহারা সে অবস্থা সাধনার দ্বারা অতিক্রম করিয়া ইহজগতে মন স্থির করিয়া, সেই মনমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণের ন্যায়, পর জগতেও অবস্থানের জন্য চিত্তের উচ্চ অবস্থাগত ভূমিলাভ করিয়া তাঁহাতে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদিগকে বহূদক বলে। ইহলোকে ও পরলোকে উভয় লোকেই বাস করিতে পারেন বলিয়া বহূদক।

৩। হংস—যাঁহারা হংসের ন্যায় নীর ক্ষীর বিভাগ করিতে পারেন, কোনটি নিত্য কোন্‌টি অনিত্য, জানিয়া অনিত্য নীরের ন্যায় ত্যাগ করিয়া নিত্যকে ক্ষীরের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই হংস।

৪। যাঁহারা—সে অবস্থা নিরন্তর অভ্যাস করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর এক চিদ্বস্তুকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং জড়কে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমহংস। ইহাঁদের বিশেষ বিবরণ "মঠাম্নায়ে" "পরমহংসোপনিষদ্" "নির্ণয়সিন্ধু" প্রভৃতি গ্রন্থে পাইবেন।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের ন্যায়, অন্য সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, শৈব এবং বৈষ্ণব উভয় আচার্য্যের ভাষ্যাদি এখনও ভারতবর্ষের পণ্ডিত মণ্ডলী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। অপ্যয় দীক্ষিত, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শৈব বৈদান্তিক।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে চারি সম্প্রদায় প্রধান, সম্প্রদায় বিহীন সাধন ও মন্ত্র নিষ্ফল, এই জন্য কলিকালে চারি সম্প্রদায় শাস্ত্র সম্মত।

"সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বরুদ্র সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ দেবি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকাঃ। পদ্মপুরাণ।

যাহারা সম্প্রদায় বর্জিত, তাহাদের মন্ত্র নিষ্ফল। অতএব কলিযুগে চারিজন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হইবেন। শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র, সনক এই চারি জনে বৈষ্ণব হইয়া ভূমণ্ডল পবিত্র করিবেন। হে দেবি! তাঁহারা চারিজনে কলিযুগে চারি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিবেন। "সেই চারি জনের নাম ও সম্প্রদায় পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা—

রামানুজং শ্রীঃস্বীচক্রে, মধ্বাচার্য্যঞ্চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণু স্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ।

লক্ষ্মী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, ইহারা নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করিলেন।'

পঞ্চাশত সোপান

রামানুজ

১। রামানুজ স্বামী—একাদশ শতাব্দীতে, পিতা কেশবাচার্য্যের ঔরসে ও ভূমিদেবীর (কান্তিমতীর) গর্ভে, মান্দ্রাজের পশ্চিম উত্তর পেরুম্বরে জন্ম গ্রহণ করেন। যমুনাচার্য্যের ও মহাপূর্ণের নিকট শিক্ষিত হইয়া তিনি, বিশিষ্টঅদ্বৈত মত প্রচার করেন ও তাঁহার বিখ্যাত শ্রীভাষ্য রচনা করেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন পূর্ব্বে এই বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচলিত ছিল, দ্রমিড়াচার্য্য, টঙ্ক, বোধায়ন

প্রভৃতি আচার্য্য গণের মতের গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ, আমি তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। শঙ্করাচার্য্য, আশ্মরথ্য, বাদরি ঔড়ুলোমী প্রভৃতির বেদান্ত সম্বন্ধে মত যাহা নিজ ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে রামানুজের ন্যায়। রামানুজ দর্শনের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই— তাঁহার মতে পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। জীবাত্মাই চিৎ, জীবাত্মাই ভোক্তা, প্রত্যক্ষ গোচর যাবতীয় পদার্থ অচিৎ, জড়াত্মক ও ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত। অন্ন, জলাদি ভোগ্য বস্তু, ভোজন-পাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন।

ঈশ্বর, বিশ্বের কর্ত্তা ও উপাদান, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান স্বরূপ, এবং চিৎ ও অচিৎ ইহারই শরীর, ইনি সর্ব্ব জীবের নিয়ন্তা।

রামানুজাচার্য্যও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিশ্বের সহিত বিশ্বকারণের অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন, যেমন একমাত্র মৃত্তিকাই ঘট, সরাদি বিভিন্ন রূপে অবস্থান করে, একমাত্র পরমেশ্বর সেইরূপে চিদচিৎ বিভিন্ন রূপে বিরাজমান হইতেছেন, কিন্তু অদ্বৈত বাদীরা যেমন জীব ও জড়ের সহিত পরমাত্মাকে বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, ইনি সেরূপ অভেদ বাদ অঙ্গীকার না করিয়া বলেন, জীবাত্মা যেমন হস্ত পদাদি বিশিষ্ট ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী বলিয়া, ঐ দেহ জীবের শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইরূপ, পরমাত্মা, জীব ও জড়ের অন্তর্যামী বলিয়া জড় ও জীবাত্মাকে পরমেশ্বরের শরীর বলিয়া গণ্য করা যায়। অতএব শরীর ও জীব, শরীরাত্মা ভাবে অভিন্ন বলিয়া উক্ত হইলেও যেমন বাস্তবিক অভিন্ন নহে, পরমাত্মা সেইরূপ জড় ও জীবের সহিত বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু, পরমাত্মা ঈশ্বর; জীবাত্মা তাঁহার দাস। সেই পরমাত্মা

ভক্ত বৎসল, দাসরূপ ভক্তগণের হিতার্থ, সময়ে সময়ে পঞ্চবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী। প্রতিমাদির নাম অর্চ্চা। মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের নাম বিভব। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটী ব্যূহ। ষড়্‌গুণশালী বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মের নাম সূক্ষ্ম। আর সকল জীবের অন্তর্যামী বলিয়া তিনি অন্তর্যামী নামে অভিহিত হন।

ভক্তগণ এই পাঁচ রূপের মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা স্বীয় সাধনের উন্নতি লাভ করিয়া উত্তরোত্তর উপসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। উপাসনাও পাঁচ প্রকার, অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, এবং যোগ। দেবতা গৃহ বা তদীয় পথ মার্জ্জনা ও অনুলেপনাদির নাম অভিগমন। গন্ধ পুষ্পাদি পূজা দ্রব্য আয়োজনের নাম উপাদান। ভগবৎ পূজার নামই ইজ্যা, (তাহাতে বলিদান নিষিদ্ধ) অর্থাবরোধ পূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণব সূক্ত ও স্তোত্র পাঠ, নাম সঙ্কীর্ত্তন ও রামানুজ ভাষ্য প্রভৃতি তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়। ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি দেবতানুসন্ধান ব্যাপারের নাম যোগ। এই প্রকার উপাসনা বলে সাধক বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া ভগবানের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব গুণ ভিন্ন অন্য সমূদায় গুণ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সহিত সুপবিত্র নিত্য সুখ ভোগ করেন।

দাক্ষিণাত্যে এই সম্প্রদায়ের সাধক অনেক। উত্তর ভারতে ও অনেক মন্দির আছে। বৃন্দাবনে বিখ্যাত শেঠেদের মন্দির এই রামানুজ আচার্য্য বা আচারী সম্প্রদায়ের মন্দির। সংক্ষেপে ইহাদিগকে আচারী সম্প্রদায় বলিয়া থাকে।

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ—'তৎ' শব্দে সমস্ত দোষ বিবর্জ্জিত,

অতিশয়, ও অসংখ্য কল্যাণ গুণের আস্পদ ব্রহ্ম। 'তদ্' পদ দ্বারা যিনি চিদ্বিশিষ্ট, জীব যাঁহার শরীর, সেই ব্রহ্মকেই বুঝায়, জীব সেই ব্রহ্ম। কারণ সমান্ অধিকরণ দ্বারা একই বস্তুর ভেদ বুঝাইতেছে মাত্র।

ইঁহারা বলেন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্য "জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী" নামে অভিহিত হন।

একপঞ্চাশত সোপান

মাধ্বাচার্য্য

মাধ্বাচার্য্য বা আনন্দতীর্থ ১১২১ শকে দক্ষিণাত্যের তুলব দেশে পবনদেবের অবতাররূপে, জন্মগ্রহণ করেন। মধ্বাচারী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে গীতা দশোপনিষদ্ভাষ্য প্রভৃতি সাইত্রিশ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাই এ সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনিই প্রথম উদিপিতে শ্রীকৃষ্ণ স্থাপন করেন। ঐ কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপনের একটু রহস্য আছে, কোন বণিকের একখানি অর্ণব পোত দ্বারকা হইতে মলয়বর দেশে যাইতে যাইতে তুলব দেশের নিকটে গিয়া জল মগ্ন হয়। ঐ অর্ণব পোতে এক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ গোপী চন্দন মৃত্তিকার মধ্যে আবৃত ছিল। মধ্বাচার্য্য দৈব জ্ঞান বলে, তাহা জানিতে পারিয়া ঐ প্রতিমা উত্তোলন পূর্ব্বক উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করেন, তদনন্তর উদিপি নগর মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ স্থান

বলিয়া পরিগণিত হয়। অদ্যাপি সেই তীর্থ দর্শন করিতে অনেকে গমন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও উদিপিতে এই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন।

ইঁহারা দ্বৈতবাদী। ঈশ্বর ও জীব, উভয়ের পৃথক সত্তা স্বীকার করেন। জীবাত্মা নিত্য, ঈশ্বরের অধীন ও তাঁহার সহিত চিরসম্বন্ধে সম্বদ্ধ কিন্তু উভয়ে এক নহে।

জীবের সহিত কেবল ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার ভিন্ন অন্য চতুর্বিধ ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন যথা—১। জড়েশ্বরভেদ ২। জড় জীবভেদ ৩। জড় জড়ভেদ ৪। জীব জীবভেদ।

ইঁহাদের মতে উপাসনার তিনটি অঙ্গ—

১ম, অঙ্কন, অর্থাৎ অঙ্গ বিশেষে বিষ্ণুর শঙ্খ চক্রাদির চিহ্ন ধারণ। ২য়, নামকরণ, অর্থাৎ বিষ্ণুর নামে আপন সন্তানগণের নামকরণ। ৩য়, ভজন, অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ ভজনের অনুষ্ঠান। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা এই তিনটি মানসিক ভজন। সত্য বচন, হিতকথন, প্রিয় ভাষণ ও শাস্ত্রানুশীলন এই চারিটি বাচনিক ভজন এবং দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ এই তিনটি কায়িক ভজন।

দীক্ষাকালে গুরু ইঁহাকে, পূর্ণপ্রজ্ঞ নাম প্রদান করেন। সেই জন্য ইহার প্রণীত বেদান্ত ভাষ্যের নাম "পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন" "তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ইনি অর্থ করেন "তুমি তাঁহার হও। "তৎ", শব্দের অর্থ তস্য-তাঁহার ত্বং-তুমি, অসি-হও। তোমার ভজন, সাধন, তাঁহার জন্য। তিনি প্রভু তুমি দাস।

দ্বিপঞ্চাশত সোপান

বিষ্ণু স্বামী

বল্লভাচার্য্য।

পদ্মপুরাণের চারিজন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের মধ্যে বিষ্ণু স্বামী একজন। কিন্তু তাঁহার কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য্য বল্লভাচার্য্য অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহার বেদান্তের ভাষ্য, "অণুভাষ্য" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি শুদ্ধাদ্বৈত বাদী। জীব অণু পরিমাণ। পরমাত্ম বিভু চৈতন্য। বল্লভাচার্য্য বাল গোপালের উপাসনা প্রচলন করেন। তাঁহার মতে, ধর্ম্ম সাধনার জন্য কঠোরতার আবশ্যক নাই। উপবাস (অনাহার) কৃচ্ছ্র সাধন, ব্যতীত কেবলমাত্র "পুষ্টি মার্গ" অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই সকল সিদ্ধিলাভ হয়, এই মত প্রচার করেন— এই মত প্রচারে সাধারণ বিষয়ী ও ব্যবসায়িগণ বিশেষ সাহায্য করেন এবং বর্ত্তমান কালে এই সম্প্রদায়ের যত মঠে ও দেবালয়ে বিদ্যমান আছে, তাহাতে কোনরূপ কৃচ্ছ্র সাধনের নিয়ম নাই বরং সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় আহারাদির বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। রাজপুতানায় "শ্রীনাথ দ্বার" নামক দেবালয়ে যে প্রকারে দেবতার ভোগের বন্দোবস্ত আছে, সে প্রকার "ভোগ রাগ" বোধ হয় আর কোথাও নাই। প্রতিদিন অন্যূন সহস্র মুদ্রারও অধিক, দ্রব্যাদি নৈবেদ্য দ্বারা দেবতার পূজা হইয়া থাকে। দেবতার সেবার জন্য মেওয়ারের মহারাণা ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। দূর দূর দেশ হইতে অনেক ভক্তগণ আসিয়া যেরূপ

নিষ্ঠা সহকারে পূজাদি করিয়া থাকেন, তাহা একটী দর্শনীয় বিষয় বলিয়া মনে হয়।

বল্লভাচার্য্য প্রথমে সন্ন্যাসী, পরে গৃহস্থ হন, তাঁহার বিট্‌ঠলনাথ প্রভৃতি পুত্রগণ, গোস্বামী নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের বংশধরগণ এই সম্প্রদায়ের মোহান্ত নামেও পরিচিত।

বল্লভাচার্য্য, তত্ত্বদীপ ও শ্রীমদ্ভাগবতের এক টীকা ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা এই সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ গুজরাটি ও হিন্দি ভাষায় এই সম্প্রদায়ের ভজন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সুরদাস তাহার "সুর সাগর" এই মতের পোষকতায় রচনা করেন। এইরূপে এ সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ও দেশভাষায় অনেক গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত মত প্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটি প্রধান মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে হিমালয়ে "যোশী মঠ," দক্ষিণে মহীসূরে "শৃঙ্গেরী মঠ", পশ্চিমে দ্বারকায় "সারদা মঠ" এবং পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে অর্থাৎ পুরীতে "গোবর্দ্ধন মঠ" স্থাপন করেন। এই পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির বহুপূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই জগন্নাথদেবেরও যেরূপ ভোগ হইয়া থাকে সেরূপ ভোগের ব্যাপার আর দৃষ্টি গোচর হয় না। সময় সময় লক্ষাধিক যাত্রী জগন্নাথ দর্শনে সমাগত হন, সেই লক্ষাধিক লোকও জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভোগ পাইয়া থাকেন। এরূপ ভোগ মন্দিরও একটি দর্শনীয় বস্তু।

ত্রিপঞ্চাশত সোপান

নিম্বার্ক সম্প্রদায়

সনকাদি সম্প্রদায়ের আচার্য্য নিম্বার্ক। নিম্বার্ক স্বামী "ভেদাভেদ বাদ" প্রচার করেন। তাঁহার "বেদান্ত পারিজাত" ভাষ্য বিখ্যাত গ্রন্থ। শ্রীনিবাস আচার্য্য এই মতের গ্রন্থাদি প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ দুইই আছে। সংসার অবস্থায় ভেদ, মুক্তাবস্থায় অভেদ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপই ইঁহাদের উপাস্য দেবতা। চতুঃসন, অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন, হংস ও নারদ ইঁহারা এই মত প্রবর্ত্তক, এই জন্য ইঁহারা পূজিত হইয়া থাকেন।

চতুঃপঞ্চাশত সোপান

শ্রীচৈতন্য

যদিও বৈষ্ণবগণ প্রধান চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তথাপি, বঙ্গদেশে ইহা হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্য সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যদিও চৈতন্য সম্প্রদায়কে মাধ্বাচার্য্যের মতের অন্তর্গত অনেকেই বলিয়া থাকেন, তথাপি এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ তত্ত্বাংশে সর্ব্বতোভাবে মাধ্ব মতের অনুসরণ করেন না।

তাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" স্বীকার করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্ত দর্শনের "গোবিন্দ ভাষ্য" রচনা করিয়া সেই মতের প্রচার করেন।

রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সস্কৃত ভাষায় দার্শনিক ভাবকে অবলম্বন করিয়া অনেক কাব্য, নাটক, * চম্পূকাব্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইঁহাদের মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণই এক মাত্র উপাস্য এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ভগবান ত্রিবিধ শক্তি সমন্বিত। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কি? তাহা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"সৎ চিৎ আনন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানী॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার।

চৈতন্য চরিতামৃত, ৪র্থ অ, আদি।

---

* গদ্য পদ্য ময়ী কাব্যং চম্পূ ইত্যভিধীয়তে।
যে কাব্য কতক অংশ গদ্য এবং কতক অংশ পদ্যে রচিত তাহাকে চম্পূ কাব্য বলে।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ৮ম অ

শ্রীকৃষ্ণ সকল রসের আধার, সেই জন্য তাঁহাকে রসরাজ এবং শ্রীরাধা মহাভাবময়ী সেই জন্য তাঁহার নাম মহাভাব। এই রাধাকৃষ্ণের, অর্থাৎ মহাভাবের ও রসরাজের একত্র মিলন মূর্ত্তিই শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তি।

কৃষ্ণ শব্দের নিরুক্তি—

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চনির্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণইত্যভিধীয়তে।

মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব।৭১।৪।

কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।

ভাগবত।১০।১৪।৫৬।

কৃষ ধাতুর ভাববাচ্যে কিপ্ প্রত্যয় করিয়া কৃষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাব বাচ্যে নিষ্পন্নশব্দ কেবল মাত্র ধাতুর অর্থই প্রকাশ করে। সেই

জন্য কৃষি শব্দে কেবল মাত্র অস্তিত্ব সত্তা বুঝাইয়া থাকে। যাহা চিরকাল বর্ত্তমান, কোন কালে ধ্বংস নাই, ত্রিকালে যাহার অস্তিত্বের নাশ হয় না, তাহাই নিত্য, কৃষ শব্দ। অপর ,কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা। ণ শব্দের অর্থ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ। যিনি নিত্য এবং আনন্দ ময় তিনিই কৃষ্ণ। আর যিনি নিরন্তর আনন্দ স্বরূপ নিজের দিকে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন, তিনিই কৃষ্ণ।

এই কৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া জানিবে। তিনি কেবল জগতের হিতের জন্য নিজের মায়া শক্তি দ্বারা ইহ জগতে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্রের প্রমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে, নাহি কিছু ভেদ।
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।
প্রেমভক্তি শিক্ষা লাগি, আপনি অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কৈল অবতার।

চতুর্থ অধ্যায় আদি, লীলা, চৈ, চ,

এই শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ শক্তিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে জড়ের মধ্যে ও প্রতি জীবের অন্তরে আনন্দ প্রবণ

আকর্ষণ দ্বারা প্রত্যেককে তিনি নিজের স্বরূপের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন ও ইহার ফলে সমগ্র গ্রহনক্ষত্র সমন্বিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্ব স্ব কক্ষায় সুষ্ঠু ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

চৈতন্য দেব মহাবাক্য সম্বন্ধে এই রূপ বলেন, তত্ত্বমস্যাদি ব্যাখ্যা যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ করিয়াছেন তাহা বেদের প্রাদেশিক বাক্য মাত্র। কিন্তু প্রণবই বেদের মহাবাক্য। প্রণবকে অবলম্বন করিয়া বেদ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব, সর্ব্ব বিশ্বধাম।
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
"তত্ত্বমসি" বাক্য হয় বেদের এক দেশ।
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি "তত্ত্বমসির" স্থাপন।

৭ পরিচ্ছেদ আদিলীলা।

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ।
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে নিজ বশ।
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন। ১৭ ম, চৈ, চ।

প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগৎ উৎপত্তি।

পঞ্চপঞ্চাশত্ত সোপান

পারিভাষিক শব্দ

১। অকৃতাভ্যাগম, কৃতবিনাশ = কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলেও যদি তাহার ফলভোগ হয়, তাহা হইলে, উহাকে অকৃতাভ্যাগম দোষ বলে।

(অ = ন, কৃত = যাহা করা হইয়াছে।)

কর্ম্ম যাহা করা হইহাছে তাহার ফল কখনও বিনষ্ট হয় না। কর্ম্ম না করিলে কোন ফল পাওয়া যায় না এবং করিলে তাহার ফলও কখন নষ্ট হয় না।

২। অখণ্ড—যাহাকে খণ্ড করা যায় না বা যাহার খণ্ড নাই। অখণ্ডের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা তিন প্রকার, স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। তাহার দৃষ্টান্ত—

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র পুষ্প ফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিভিঃ।

পঞ্চদশী ২। ২০।

বৃক্ষে পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে যে ভেদ, অর্থাৎ অংশ হইতে অবয়বীর ভেদ, তাহাকে বৃক্ষের স্বগত ভেদ বলা হয়, সেই বৃক্ষের অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহাই সজাতীয় ভেদ, এবং প্রস্তরাদি হইতে যে ভেদ, তাহাই বিজাতীয় ভেদ।

৩। অক্ষপাদ—অক্ষং দর্শন শক্তিঃ পাদে যস্ত অর্থাৎ চরণে যাঁহার দর্শন শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনিই অক্ষপাদ। ন্যায়শাস্ত্র কর্ত্তা গোতম।

৪। অজ্ঞান—জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যা।

অনাদি ভাব রূপং যদ্বিজ্ঞানেন বিলীয়তে।
তদজ্ঞান মিতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে॥

(সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

অনাদি অথচ ভাব রূপ পদার্থ, যাহা জ্ঞানের উদয়ে লয় হইয়া যায়, জ্ঞানিগণ তাহাকেই অজ্ঞান বলিয়া থাকেন।

৫। অজ্ঞান মূর্ত্তি—অজ্ঞানের রূপ=সাতটি। বীজ-জাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি। (মহোপনিষৎ)

৬। অতিদেশ—বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে "বরাৎ" দেওয়া বলে সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম অতিদেশ।

অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্ম্ম সংহতেঃ।
অন্যত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তি রতিদেশঃ স উচ্যতে।

অর্থাৎ কোন এক স্থানের প্রণীত ধর্ম্মকার্য্যের অন্যত্র প্রাপ্তি হইলে তাহাকে অতিদেশ বলে। অতিদেশ পাঁচ প্রকার।

১। শাস্ত্রাতিদেশ। ২। কার্য্যাতিদেশ। ৩। নিমিত্তাতিদেশ। ৪। সংজ্ঞাতিদেশ ও ৫। রূপাতিদেশ।

৭। অতিবাদী—যে অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া নিজের মতের প্রবর্ত্তনা করে, তাহাকে অতিবাদী বলে। অপ্রিয় বাক্য যে বলে, ধার্ম্মিক লোক তাহা সহ্য করিবেন "অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত।" মনু।

৮। অধ্যারোপ—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনাকে অধ্যারোপ বলে। অপবাদ ও অধ্যারোপবাদ ন্যায় দ্বারা নিষ্প্রপঞ্চ বস্তু প্রপঞ্চিত হয়।

৯। অনুবন্ধ—সংস্কৃত শাস্ত্র অনুশীলনের পূর্ব্বে, সাধককে বিষয় প্রয়োজন, অধিকারী ও সম্বন্ধ এই চারিটি বিষয় যথাযথ ভাবে আলোচনা করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। (১৷৶০ পৃষ্ঠায় দেখ)।

১০। অধ্যাস—যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই, তাহাতে সেই ধর্ম্মের বোধ হইলে, তাহাকে অধ্যাস বলে। (৩১ পৃষ্ঠায় দেখ)।

১১। অপরোক্ষ জ্ঞান—শাস্ত্র পাঠ ব্যতীত যে জ্ঞান নিজে অনুভব করিয়া লাভ করিয়াছে তাহাই মুক্তির কারণ।

"ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥
বিবেক চূড়ামণি। ৬৪।

যেমন ঔষধ সেবন ব্যতীত ঔষধের নাম মাত্রে ব্যাধি নাশ হয় না, সেইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত ব্রহ্ম বা আত্ম শব্দের উচ্চারণ করিলে মুক্তি হয় না।

১২। আত্মা—(আ—অত=গমন করা+মন। ব্যাপক চৈতন্য, জ্ঞানাধিকরণ।

যচ্চাপ্নোতি যদাধত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততো ভাবো তস্মাদাত্মেতি কথ্যতে।

যে হেতু ইহা সকল স্থানে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সকল দ্রব্য ধারণ করে এবং বিষয় সকল গ্রাস করিয়া থাকে এবং ইহার ভাব সর্ব্বদা একরূপ, সেই জন্য ইহাকে আত্মা বলিয়া থাকে।

যাঁহার যেরূপ জ্ঞান তিনি সেই জ্ঞানকে আত্মা বলিয়া থাকেন। এক এক সম্প্রদায় এক এক ভাবে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ক। সাধারণ লোক, চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকে আত্মা বলে।

খ। লোকায়িক সম্প্রদায়ও এইরূপ বলেন।

গ। চার্ব্বাকগণের মধ্যেও এক সম্প্রদায় বলেন ইন্দ্রিয়াদির যে চেতনা তাহাই আত্মা।

ঘ। অর্হতগণ—দেহাতিরিক্ত দেহ পরিমাণ আত্মা।

ঙ। মাধ্যমিক—শূন্যই আত্মা।

চ। যোগাচার—ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা।

ছ। সৌত্রান্তিক—জ্ঞানের আকার অনুমেয় ক্ষণিক বাহ্যার্থ ই আত্মা।

জ। ক্ষণভঙ্গুর বাদী বৈভাষিকগণ বলেন—ক্ষণিক বাহ্যার্থ ই আত্মা।

ঝ। জৈন—অব্যাপক আত্মা।

ঞ। তার্কিকগণ বলেন—আত্মা দেহের অতিরিক্ত, সংসারের কর্ত্তা এবং ভোক্তা।

ট। নৈয়ায়িক—আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। একমাত্র জীবাত্মা প্রত্যক্ষের বিষয়।

ঠ। সাংখ্য—কেবল মাত্র ভোক্তা, কর্ত্তা নহে।

ড। যোগিগণ—জড়াতিরিক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই আত্মা।

ঢ। শৈব—অণু পরিমাণ ক্ষেত্রজ্ঞ।

ণ। বেদান্ত—অসঙ্গ।

এই আত্মা শব্দ অখিলাধার প্রত্যগাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে।

১৩। "ইন্দ্রিয়—যাহাদ্বারা জ্ঞানের সাধন হয়।

১৪। ঈশ্বর—যিনি শ্রেষ্ঠ—৪৯ (পৃষ্ঠায় দেখ)

১৫। "উপাসনা—উপাসনং নাম সমান প্রত্যয় প্রবাহকরণং" সমান প্রত্যয় প্রবাহিত করা—অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ধোয়াকারা চিত্তবৃত্তি উত্থাপিত করা। শাঙ্কর ভাষ্য ৪।১।৭ সূত্র।

"উপাসনানাং তু চিত্তৈকাগ্র্যং" উপাসনার উদ্দেশ্য একমাত্র চিত্তের একাগ্রতা লাভের জন্য।

কানিচিদ্ ব্রহ্মণ উপাসনান্যভ্যুদয়ার্থানি, কানিচিৎক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্ম্ম সমৃদ্ধ্যর্থানি, তেষাং গুণবিশেষোপাধি ভেদেন ভেদঃ।

শাঙ্কর ভাষ্য। ১।১।১১

কাহার কাহার মতে অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহলোকের উন্নতি, কাহারও মতে ক্রম মুক্তি লাভ, কাহারও মতে কর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই সকল, গুণভেদে উপাসনার দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। উপাসনারই এই সকল ফল।

উপলক্ষণ—"উপলক্ষ্যতে স্বং স্বেতরচ্চানেন" ইতি বুৎপত্তি। এক পদেন তদর্থান্য পদার্থ কথনং। সমস্ত লক্ষণটি না বলিয়া কেবল মাত্র একটি লক্ষণ বা পদের দ্বারা, ঈঙ্গিতের ন্যায় যাহা উক্ত হয় তাহাকে উপলক্ষণ বলে। উপলক্ষণে যাহা উদ্দেশ্য, তাহা ভিন্ন অন্য বিষয়ই ব্যক্ত করে। যেমন "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্" অর্থাৎ কাক হইতে দধি রক্ষা কর, ইহার মন্তব্য এই যে কোন কারণে দধি উচ্ছিষ্ট বা নষ্ট হইতে পারে তাহা হইতে রক্ষা করাই "দধি রক্ষা।"

১৭। উপাধি—"অন্য যা স্থিতস্য বস্তুনোঽন্যথা প্রকাশন রূপে।" "বাচস্পত্য"। বস্তু এক, কিন্তু কোন কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্য রূপে প্রকাশ পায়। সেই অন্য বস্তুর মিলনের নামই উপাধি।

১৮। ঊর্দ্ধরেতা—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

১৯। এষণা—ইচ্ছা—জন্মগত প্রবল বাসনা।

২০। ঐহিক—ইহলোক ভবঃ ঐহিকঃ। ইহলোকের অর্থাৎ কেবল মাত্র পৃথিবীর সম্বন্ধীয় "স্রক্ চন্দন, বনিতা, গৃহ, ক্ষেত্র, পশু ভৃত্যাদি সম্বন্ধীয় ভোগ।

২১। ওম্—প্রণব। অকার, উকার, মকার এই ত্রিবর্ণ এবং তদতীত অর্দ্ধমাত্রা। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয়, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা।

২২। ঔদাসীন্য, উপেক্ষা, বিরক্ত ভাব।

"যো হি যত্র বিরক্ত স্যান্নাসৌ তস্মিন্ প্রবর্ত্ততে।
লোক ত্রয়াদ্বিরক্তত্বান্ মুমুক্ষুঃ কিমিতীহতে।"

যিনি যাহাতে বিরক্ত হইয়াছেন তাহাতে আর তিনি লিপ্ত হন না, যিনি তিন লোকের ভোগ্য বস্তুতে বিরক্ত হইয়াছেন—তিনিই মুমুক্ষু, তিনি অবসাদ গ্রস্ত হন না।

২৩। "কষায়—পাপ বা মলিনতা—সমাধির সময়ে চারি প্রকার বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। লয়, বিক্ষেপ, কষায় রসাস্বাদ।

ক লয়—অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া চিত্ত বৃত্তির নিদ্রাবস্থা।

খ বিক্ষেপ—অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অন্যবস্তু অবলম্বন করা বিক্ষেপ।

গ লয়—বিক্ষেপের অভাবে ও চিত্তবৃত্তির রাগাদি বাসনা বশতঃ অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া শুদ্ধ ভাবে অবস্থানের নাম কষায়।

ঘ রসাস্বাদ—ব্রহ্মরূপ নির্ব্বিশেষ বস্তু অবলম্বন না করিতে করিতে চিত্ত বৃত্তির সবিকল্পক আনন্দ অনুভব হওয়া। এরূপ হইলেও নির্ব্বিকল্পে বিঘ্ন হয়, তাহার নাম রসাস্বাদ বিঘ্ন।

২৪। কাকতালীয় ন্যায়—তাল গাছে তালের উপর কাক বসিয়াছিল, যেমন কাকটী উড়িয়া গেল, অমনি তালটি নিচে পড়িয়া গেল, যেন কাকই তালটি ফেলিয়া দিয়া গেল, সেইরূপ সমাধির বিঘ্ন চতুষ্টয় ক্ষয় হইলে, মুক্তি হয় বা প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে মুক্তি হয়। প্রারব্ধ ক্ষয় ও বিঘ্নাদির নাশ ঠিক কাকতালীয় যোগের ন্যায়।

২৫। কর্ম্ম—(কৃ+মন) যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম বটে কিন্তু কর্ম্ম বলিলে তাহার সহিত ফল অনুভূত হইবে। কায়, মন ও বাক্যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত

হয়। যে ভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় ফলও সেইরূপ হইবে। কর্ম্ম দ্বিবিধ। অর্থ-কর্ম্ম এবং গুণ-কর্ম্ম। যাহাতে অপূর্ব্বতা সাধিত হয়, তাহা অর্থ কর্ম্ম, যেমন দুর্গোৎসব। আর যাহাতে বস্তুর সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে, তাহাকে গুণ-কর্ম্ম বলে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে। এবং তাহা হইতে মুমুক্ষুত্ব ও বিবেকও শেষ মুক্তি হইয়া থাকে। কর্ম্ম কখনও ত্যাগ করিবে না।

"কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিঃস্যাৎ তয়া তীব্রা মুমুক্ষুতা।
ততো বিবেকাৎ মুক্তিঃ স্যাৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যঃ কথং ভবেৎ॥

কর্ম্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসংখ্য জন্মের কৃত কর্ম্মই সঞ্চিত। তাহার মধ্যে যে কর্ম্ম গুলি ফলোন্মুখ হইয়া বর্ত্তমান জন্মে ফল প্রদান করিবে তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। এবং বর্ত্তমানে আমি যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছি, কায় মন বাক্যে তাহাই আমার ক্রিয়মাণ কর্ম্ম।

ভগবান গীতায় কর্ম্মের সংজ্ঞা এই রূপ দিয়াছেন—

"ভুত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ। ৩। ৮। অধ্যায়

"ভূত সকলের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি, ও উদ্ভব অর্থাৎ বৃদ্ধি তাহাদের সম্পাদক যে বিসর্গ অর্থাৎ দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ রূপ যজ্ঞ; তাহাই কর্ম্ম।

ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্থলে এই লোক কর্ম্মে আবদ্ধ হয়, সেই জন্য আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্ম আচরণ কর। ৯। ৩ গীতা। জনকাদি মহর্ষিগণ কর্ম্মের দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২০। ৩।

তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ।

"শেষে বন্ধ হেতু, ধনক্ষয়, প্রাণিহিংসা, এবং নিজ সামর্থ্য প্রভৃতিকে অপেক্ষা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলা হয়। ২৫। ১৮। গীতা

ফলকামী ব্যক্তি কর্ত্তৃক এবং "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অহংকার যুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক, আর যে বহু কষ্ট প্রদ কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলা হয়। ২৪। ১৮। এবং ফলাভিলাষ শূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত রাগদ্বেষ শূন্য ভাবে কৃত যে নিত্য কর্ম্ম তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা হয়।

সকল কর্ম্মের অন্তকারী বেদান্ত কর্ম্মের পঞ্চবিধ কারণ বলিয়াছেন।

"দেহ, অহংকার, পৃথক পৃথক করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি এবং বিবিধ প্রকার পৃথক পৃথক চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণব্যাপার এবং দৈব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মানবগণ, শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা ন্যায্য কিম্বা বিপরীত যে কর্ম্ম সম্পাদন করে এই পাঁচটী তাহার হেতু।

সাত্ত্বিকাদি গুণের ভেদে এই কর্ম্মের ও ভেদ হইয়া থাকে। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানবিজ্ঞান, ও আস্তিক্যই ব্রাহ্মণের স্বভাব জাত কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি ও দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন এবং ঈশ্বর ভাব অর্থাৎ নিয়ন্তৃত্ব ক্ষত্রিয় গণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

কৃষি গোরক্ষা এবং বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম, এবং ত্রিবর্ণের সেবা রূপ কর্ম্মই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

সকল কর্ম্মের শেষ ফল জ্ঞান এবং তাহার ফল মুক্তি।

কষায় পংক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানংতু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে তাতোজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।

কর্ম্ম দ্বারা—কষায় অর্থাৎ পাপকে পরিপাক করায়। কিন্তু জ্ঞানই পরম আশ্রয়।

পাপ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফলে নষ্ট হইলে তাহার পর জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

২৬। কারণ—কারণং হি তদ্ভবতি, যস্মিন্ সতি যদ্ভবতি, যস্মিংশ্চাসতি যন্নভবতি। ন্যায়বার্ত্তিক

যাহা থাকিলে সেই কার্য্যটি সম্পন্ন হয়, এবং যাহা না থাকিলে সেই কার্য্য, সম্পন্ন হয় না, তাহাই কারণ।

বেদান্ত মতে কারণ দ্বিবিধ—নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। কুম্ভকার, ঘটের নিমিত্ত কারণ এবং মৃত্তিকা উপাদান কারণ। মাকড়সা যেমন নিজেই উপাদান কারণ ও নিজেই নিমিত্ত কারণ, পরম ব্রহ্ম ও সৃষ্টি ব্যাপারে ঠিক সেই প্রকার।

ঊর্ণনাভাদ্ যথা তন্তু জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ।
নিত্য প্রবুদ্ধাৎ পুরুষাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিস্তথা।

২৭। কালী—যিনি কালকে নিয়মিত কারণ, তিনিই কালী আদ্যাশক্তি। কিন্তু বেদান্তে, অগ্নির দ্বারা যে হোম করা হয়, সেই অগ্নির মধ্যে অগ্নি সপ্ত প্রকার জিহ্বা দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন, তাহার দ্বারা সাধকের সাধনগত ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সে সপ্ত জিহ্বার কথা মুণ্ডকোপনিষদে আছে যথা—

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।
কূটস্থ কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে। পঞ্চদশী।

২৮। কামারের 'নেই' র ন্যায় যাহার উপর লোহারগঠন, সমস্ত হইয়া থাকে সেই 'নেই' যেমন নির্ব্বিকার থাকে সেই রূপ মায়ার দ্বারা জগৎ, বৈচিত্র রূপে প্রকাশিত হইলেও তিনি নির্ব্বিকার থাকেন এইজন্য তিনি কূটস্থ ব্রহ্ম নামে আখ্যাত হন।

২৯। ক্ষেত্রজ্ঞ—ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি,
বীজঞ্চাপি শুভাশুর্ভম্।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা,
ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
"মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৫১৯ ৬ শ্লোক।

সর্ব্বশুভাশুভের বীজ স্বরূপ
এই শরীরই "ক্ষেত্র"। ইহাকে যিনি জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ বলিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বুঝায়।

৩০। খ্যাতি—পাতঞ্জলাদির মতে খ্যাতি অর্থে প্রসংখ্যান, তত্ত্বজ্ঞান। বেদান্ত মতে খ্যাতি অর্থে ভ্রম। ১৫৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

৩১। গুণ—ঈশ্বরের মায়া বা প্রকৃতি নামে যে শক্তির দ্বারা জগৎ রচিত হইয়াছে তাহার তিনটি অবয়ব বা উপাদান। সত্ব তম ও রজ। এই তিনটিকে গুণ বলে। গুণ অর্থে দড়ি, দড়ির দ্বারা যেমন বন্ধন করা যায় সেই রূপ এই ত্রিগুণ দ্বারা জীব বদ্ধ হইয়া থাকে।

৩২। ঘনচ্ছন্ন-দৃষ্টি—ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টি ঘন চ্ছন্নমর্কং যথা মন্যতে নিষ্প্রভং চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ় দৃষ্টিঃ' সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা।
হস্তামলক।১০।

অজ্ঞান মনুষ্য যেমন মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু হইয়া সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাশূন্য মনে করে, সেইরূপ অবিবেকী পুরুষ স্বীয় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন দৃষ্টি হইয়াই বদ্ধদেখে। যিনি মূঢ় বুদ্ধির দৃষ্টিতে বদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হন, সেই সর্ব্বব্যাপী ও পরমাত্মা আমি।

৩৩। চিত্তবৃত্তি নিরোধ—চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রথম ভূমিকায় ১। বাক্য সংযম ২। পরিগ্রহ রাহিত্য ৩। নিরাশা ৪। নিরীহ (নিশ্চেষ্টতা) ৫। নির্জন স্থান সেবা, এই সকল লক্ষণ সমুদিত হয়। ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ বিষয়ে নির্জন বাসই কারণ এবং দম অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধই চিত্ত নিরোধের কারণ। অতঃপর শম অর্থাৎ চিত্ত নিরোধ দ্বারা অহং বাসনার বিলয় হয়। তখন ব্রহ্মবিষয়িণী নিশ্চলা রসানুভূতি হইতে থাকে। প্রথমে বাক্যকে মনে লয় কর, মনকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে বুদ্ধির সাক্ষি স্বরূপ প্রত্যগাত্মাতে এবং প্রত্যগাত্মাকে (জীবকে) নির্ব্বিকল্প পূর্ণাত্মাতে বিলয় করিয়া পরমাশান্তি লাভ কর।

বিবেকচূড়ামণি ১।৫৬।৫৯।

৩৪। চিত্তশুদ্ধির উপায়—নিত্য নৈমিত্তিক যাগ যজ্ঞাদির ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্তের শুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম—বিহিত

৩৫। চোদ্য—বিধি পূর্ব্বক বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার উপায়। আমি কে? অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি? এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ কিরূপ? কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এবং কেই এ জগতের প্রতিষ্ঠাতা? আমরা যে এই জগৎকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি ইহার কর্ত্তাই বা কে? আর এই জগদুৎপত্তির প্রতি উপাদানই বা কি? জীবের অদৃষ্ট, ঈশ্বর কিম্বা

অন্য কোন বস্তু ? এইরূপ নানা প্রকার অনুসন্ধানই বিচার। তাহার নাম চোন্থ।

৩৬। জীব—বিজ্ঞানময় কোষে, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্ব ইত্যাদি অভিমান বশতঃ ইহলোক পরলোক গমনকারীকে জীব সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

৩৭। জ্ঞান—সংবিৎ, ব্রহ্মই জ্ঞান। ব্রহ্ম ব্যতীত জ্ঞান অন্য কোনরূপ পদার্থ নহে। সেই জ্ঞান বিভিন্ন উপাধিকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। জ্ঞানই চৈতন্যের অপর মূর্ত্তি।

৩৮। জ্ঞেয়—অনাদি পরং ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তিনি সৎ ও নহেন অসৎ ও নহেন। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। গীতা ১৩।১৩।

৩৯। জ্ঞাতা—যিনি সেই জ্ঞানকে জানেন তিনিই জ্ঞাতা। প্রথমে সবিকল্প জ্ঞানে ; জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বতন্ত্র থাকে, তারপর নির্বিকল্প জ্ঞানে আর ত্রিপুটী (জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়) থাকে না।

৪০। তত্ত্ব—তৎ শব্দের অর্থ গীতায় এইরূপে ভগবান দিয়াছেন—"মোক্ষাকাংক্ষিগণ ফলের অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া এই "তৎ" শব্দের উচ্চারণ করিয়া বিবিধ যজ্ঞ ক্রিয়া, তপঃ ক্রিয়া ও দান ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

তৎ শব্দের অর্থ সেই ব্রহ্ম, তাঁহার যে ভাব তাহাই তত্ত্ব। ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ, সেই জ্ঞান বিভিন্ন উপাধিতে পতিত হইয়া যেমন বিভিন্ন নাম ধারণ করে, সেইরূপ তত্ত্ব ও বিভিন্ন আধারে চালিত হইয়া বিভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া থাকে।

৪১। "তত্ত্বমসি"—তুমি সেই ব্রহ্ম হও। ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন, তাহা মূল গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৫১ পৃষ্ঠা।

বৈষ্ণবগণের পঞ্চরাত্র গ্রন্থে—তত্ত্বমসি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আমুক্তে র্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥

মুক্তি পর্য্যন্তই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ থাকে, ভেদের কারণের অভাব বশতঃ মুক্তের আর কোন ভেদ থাকে না।

ভাগবতে এই ভেদ নাসের উপায় ও ফল উক্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সনৎকুমার পৃথুরাজকে উপদেশ দিতেছেন, যে "হে মহারাজ! যখন আত্মরতি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়—তখন পুরুষ আচার্য্যবান। (অর্থাৎ আচারী) হইয়া যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি আপনার উৎপত্তি স্থানকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায়, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বলে বাসনা শূন্য হৃদয়ের অহংকারকে দগ্ধ করে, অহংকারই জীবের আবরক, এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত তাহার প্রধান অংশ। এই প্রকার পুরুষের হৃদয় রূপ উপাধি দগ্ধ হইলে, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমুদায় উপাধি গুণ পরিত্যক্ত হইয়া যায়, তাহাতে তিনি আত্মা ভিন্ন বাহ্য বিষয় ঘট পটাদি ও আন্তরিক সুখ দুঃখাদি কিছুই দেখিতে পান না, কারণ দৃশ্য ও দ্রষ্টা—এ এ দুয়ের ভেদক যাহা পূর্ব্বে ছিল, ঐসময় তাহা নষ্ট হইয়া যায়, অতএব স্বপ্নে যেমন আমি রাজা ইত্যাকার আরোপিত সৈন্যাদি দ্রষ্টা ও দৃশ্য সৈন্যাদি ঐ অবস্থার বিনাশ হইলে নষ্ট হয় তাহার ন্যায়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই ভেদ বুদ্ধির কারণ যে অন্তঃকরণ তাহার নাশ হওয়াতে ঐ ভেদ বুদ্ধি ও নাশ প্রাপ্ত হয়।

৪২। তীর্থ—দশনামি গণের একটি উপাধি। "তীর্য্যতে সংসার সাগরাৎ অনেনিতি।" যাহার দ্বারা সংসার রূপ সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহাকে তীর্থ কহে। ঋষি সেবিত স্থান বা অবতার গণের লীলা ক্ষেত্রই তীর্থ। চিত্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তীর্থ সেবা উচিত। বাহিরে যেরূপ তীর্থ আছে, দেহের ভিতরেও সেইরূপ তীর্থ আছে, তাহা সাধক জ্ঞানের ও সাধনার উন্নতি দ্বারা অনুভব করিয়া থাকেন।

৪৩। ত্যাগ—এক প্রকার যোগ, বেদান্ত মতে, "চিদাত্মাকে দর্শন করিয়া তদনন্তর, জড় প্রপঞ্চ রূপের, যে ত্যাগ তাহাই ত্যাগ, তাহা মহাত্মাগণেরও পূজ্য, তাহা হইতে সদ্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

"ত্যাগঃ প্রপঞ্চ রূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগোহি মহতাং পূজ্যঃস মোক্ষময়ো যতঃ।

৪৪। ত্রিপুটী—প্রভাকর (পূর্ব্ব মীমাংসার একজন আচার্য্য মতে—) সর্ব্বস্য জ্ঞানস্য মিতি—মাতৃ—মেব বিষয়কত্বাৎ ত্রিপুটী প্রত্যক্ষতা। সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞানের বা প্রমার জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটী বিষয়ক ধারাকে ত্রিপুটী বলে।

৪৫। দম—বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ।

৪৬। দয়া—"যত্নাদধি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে।
ইচ্ছা ভূমি সুর শ্রেষ্ঠ! সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥ (বাচস্পত্যম্)

যত্নের দ্বারা পর দুঃখ নিবারণ জন্য হৃদয়ে যে প্রবল ইচ্ছার উদয় হে রাজন! তাহাকে দয়া বলে।

৪৭। দর্শন—যাহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর তত্ত্ব বিজ্ঞেত হওয়া যায় তাহাকে দর্শন বলে। তত্ত্বজ্ঞান সাধন শাস্ত্র। আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দর্শন শাস্ত্র বিবিধ। আস্তিক দর্শন "দ্বৌ যোগৌ, দ্বে চ মীমাংসে দ্বৌ তর্কাবিতি ষট্ বুধাঃ।

সাংখ্য পাতঞ্জল, পূর্ব্ব উত্তর মীমাংসা, এবং স্তায় বৈশেষিক। নাস্তিক দর্শন—১। চার্ব্বাক বৌদ্ধ চতুষ্টয়। ২। মাধ্যমিক। ৩। যোগাচার। ৪। সৌত্রান্তিক ও ৫। বৈভাষিক ও অর্হৎ দর্শন।

৪৮। দর্শপূর্ণ নাস—যজ্ঞ বিশেষ। দর্শ অমাবস্যা।

"একত্রস্থৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ দর্শনাদ্ দর্শ উচ্যতে।

সম রাশিতে চন্দ্র সূর্য্যের দর্শন হয় বলিয়া দর্শ। পূর্ণমাস পূর্ণিমা—

৪৯। দহর বিদ্যা—ছান্দোশগ্যাপনিষদে ৮ম অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মপুর যে শরীর তাহার মধ্যে দহর—অতি সূক্ষ্ম, পুণ্ডরীক অর্থাৎ পদ্মের স্তায় গৃহ তাহাই ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান। এই হৃদয় পদ্মরূপ গৃহ অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র আকাশ, সেই স্থান ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য অন্বেষণ করিবে।

সেই আকাশের মধ্যে কি আছে, যে তাহা জিজ্ঞাসার বিষয়?
তাহার উত্তরে বলিতেছেন, বাহিরে যেমন ভৌতিক আকাশ, ভিতরে ও সেই রূপ আকাশ। এই আকাশে দ্যাবাপৃথিবী, অগ্নি, বায়ু চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুন্নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, শরীর নাশ হইলে ও ইহাদের নাশ হয় না, ব্রহ্ম সম্বন্ধই ইহার কারণ। ইহাতে

যিনি আছেন, তাহার মৃত্যু, জরা নাই, শোক নাই, পিপাসা নাই, ক্ষুধা নাই। তিনি সত্যসংকল্প সত্যকাম। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই দহর বিদ্যার ফল।

৫০। দীক্ষা—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ। তন্ত্রসার—

গুরু দিব্য জ্ঞানদান করেন এবং পাপের ক্ষয় করিয়া থাকেন, এই জন্য গুরুকরণের নাম দীক্ষা।

৫১। দশমস্তমসি—দশজন লোক দেশান্তরে যাইতে ছিল, পথিমধ্যে নদী পার হইবার পর, কেহ জলে ডুবিয়াছে কি না গণনা করিবার জন্য আপনাকে ছাড়িয়া গণনা করাতে নয় সংখ্যা হইল, ইহাতে তাহাদের প্রতীত হইল, একজন ডুবিয়াছে, তাহার জন্য তাহারা শোক করিতে লাগিল, এমন সময়ে একজন বিজ্ঞ পথিক তাহাদের শোকের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে পুনর্গণনা করিতে বলিলেন, নবম পর্য্যন্ত গণনা হইলে পথিক উপদেশ করিলেন "তুমি দশম" "তুমিই দশম" এই উপদেশে তাহাদের ভ্রান্তি গেল এবং দশম জ্ঞান অপরোক্ষ পথে আসিল ও তাহাদের মোহ বিনষ্ট হইল। এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান না হইলে ভ্রম দুর হয় না।

৫২। দেবযান—যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাঁহারা সকলেই অগ্নি, অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ ক্রমে দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে যান।

"অগ্নির্জ্যোতি রহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। গীতা ২৪।৮।

প্রথমে অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ দেবতা উপলক্ষিত পথই দেবযান তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্রমে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

৫৩। ধর্ম্ম—ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী র্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥ ৯৩।
দশ লক্ষণকং ধর্ম্মামনুতিষ্ঠন্ সমাহিতা।
বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সংন্যসেদনৃণো দ্বিজঃ। মনু ৯৪।৬ অধ্যায়।

ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা অপকারীর প্রত্যপকার না করা। দম বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার। (অস্তেয়) অন্যায়ে পরধন হরণ না করা। (শৌচ) মৃদ্বারি দ্বারা শাস্ত্র সম্মত দেহ শোধন। (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ। (ধী) শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞান। (বিদ্যা) আত্মজ্ঞান। (সত্য) যথার্থ কথন। (অক্রোধ) ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ না করা। এই দশবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ জানিবে।

৫৪। ধারণা—যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণ স্তত্রদর্শনাৎ।
মনসো ধারণং চৈব ধারণা সা পরা মতা॥ তেজোবিন্দু উপনিষৎ।

মন যে যে স্থানে যাইবে, সেই সেই স্থানে ব্রহ্মের দর্শন অভ্যাসের দ্বারা মনের ধারণা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধারণা।

আর অদ্বৈত তত্ত্বে অন্তরিন্দ্রিয়ের ধারণ করার নাম ধারণা।

৫৫। ধ্যান—ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতু শ্চিন্তা তত্ত্বেন নিশ্চলা।
এতদ্ধ্যানমিহ প্রোক্তং সগুণং নির্গুণং দ্বিধা।

ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা, নিশ্চল তত্ত্বের সহিত যে চিন্তা তাহাই ধ্যান।
(গরুড় পুরাণ)।

সেই চিন্তা সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার।

৫৬। নমঃ—মকারের অর্থ অহংকার, সেই অহংকার শূন্য হইয়া আত্ম সমর্পণ করার নাম নমস্কার।

৫৭। নিদিধ্যাসন—শ্রবণ ও মননের দ্বারা সংশয় দূর করিয়া নিশ্চিত ভাবে অবিরল চিন্তার নাম নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনের প্রশংসা ভগবান শংকরাচার্য্য তাঁহার বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে এইরূপ করিয়াছেন—

"শ্রুতেঃ শত গুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসনং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্॥

শ্রবণের অপেক্ষা মনন শতগুণে শ্রেষ্ঠ, এবং মনন হইতে নিদিধ্যাসন, লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ এবং নির্বিকল্পক সমাধি অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।

৫৮। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—মৃত্যুর পর সাধারণ জীবের আত্মা চন্দ্রলোক অর্থাৎ পিতৃযান গমনান্তর কর্ম্মক্ষয় হইলে পুনরায় প্রথমতঃ অন্তরীক্ষে তৎপরে মেঘে, তৎপরে বৃষ্টিসহ ভূমিতে পতিত হইয়া শস্যাদিতে অবস্থান করে, ঐ শস্য জীব কর্তৃক ভুক্ত হইয়া শুক্ররূপে পরিণত হয় তাহার পর তাহাই যোষিদ্‌গর্ভ আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে।

পাঁচটি বিষয় অবলম্বন করিয়া জীব জন্ম পরিগ্রহ করে। সেই পাঁচটি অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ *দ্যুলোক, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীলোক। এই অগ্নিতে যজ্ঞ সাধন স্থায় অহুতি পাঁচটি শ্রদ্ধা, সোম (চন্দ্র) বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ।

* দ্যুলোক—অর্থাৎ পিতৃযান হইতে পুনরায় পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে সূক্ষ্মজীব, নিম্নলিখিত পথ অবলম্বন করে, যথা—জীবের পূর্ব্ব মৃতদেহ দাহকালে বা পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইবার সময় যে আকাশে বিলীন হইয়াছিল, সেই আকাশে অবতরণ করে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বর্ষণ, তাহা হইতে ব্রীহি, (যব, অন্নাদি) জন্মগ্রহণ করে, তাহা পুরুষ ভক্ষণ করে ও তাহাকে আশ্রয় করিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে।

৫৯। পিতৃযান—ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।
২৫। ৯। গীতা।

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণায়ন মার্গ অভিমানিনী দেবতা যে পথে বর্ত্তমান, তাহাতে গমন কারী যোগী ব্যক্তি চান্দ্রজ্যোতিঃ পাইয়া ফিরিয়া আসেন, তাহাকে পিতৃযান বলে। (ছান্দোগ্যোপনিষদে ৫ম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা আছে।

৬০। পুরুষ সূক্ত—ঋগ্বেদের ১০মণ্ডলের বিখ্যাত সূক্ত।

৬১। প্রত্যয়—নিশ্চয় জ্ঞান। (প্রতি+ই+অল)
অন্তরিন্দ্রিয়ে বস্তুর সম্পূর্ণ অনুভূতিই প্রত্যয়। প্রতীয়তে অনেনেতি প্রত্যয়ঃ।

৬২। প্রতিসঞ্চর যদা তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ।
তদোচ্যতে প্রাকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ। মার্কঃ পুরাণ।

যখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন বিদ্বানগণ, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ প্রলয় বলিয়া থাকেন।

৬৩। ফল—অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রংচ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ।১২।১৮ গীতা

অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্রিত কর্ম্মের ফল তিন প্রকার—অত্যাগি গণের পরলোকে যাইয়া পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, সন্ন্যাসীগণের কিন্তু তাহা কখনই হয় না।

কর্ম্মের সহিত ফলের অবিনাভাবসম্বন্ধ।

৬৪। বন্ধ—(বন্ধ—বন্ধন করা+অল) "সংসার পাশঃ পুরুষং বধ্নাতি"

সংসার রূপ রজ্জু পুরুষকে বন্ধন করে। প্রকৃতি এস্থলে রজ্জু, তাহাই পুরুষকে বন্ধন করে এবং তাহাই মোচন করিয়া থাকে।

পুরুষের যথার্থ বন্ধন নাই। সাংখ্য কারিকায়, ৬২। উক্ত হইয়াছে—

"তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা নমুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।

বাস্তবিক পক্ষে কোন পুরুষের বন্ধন, সংসার বা মুক্তি হয় না। প্রকৃতিই নানাবিধ স্থূল শরীর লাভ করিয়া বদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত হয়। বন্ধ, মোক্ষ, ও সংসার পুরুষে আরোপ হয় মাত্র।

বন্ধ—'রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মনমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ।৬৩।

বুদ্ধি রূপ প্রকৃতিই পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্য ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য এই সাতটী ভাবের দ্বারা আপনাকে আপনিই বদ্ধ করে। উক্ত বিধ প্রকৃতি জ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) দ্বারা নিজেকে নিজে মুক্ত করে। তাহার উপায় কি, বলিতেছেন—

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাঽস্মি, নমে, নাহহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।৬৪।

এই রূপে তত্ত্বজ্ঞানের বারম্বার চর্চ্চা করিলে "আমার কোন কর্ম্ম নাই, আমি কর্ত্তানহি, আমি কোন বিষয়ের ফলভোগী নহি" ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে উক্ত জ্ঞানে সংশয় ও ভ্রম না থাকায়, উহা বিশুদ্ধ, ভাবিকালেও উহা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হয় না কোন বস্তুই উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অবিষয় হয় না।

৬৫। ভক্তি—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেক চূড়ামণিতে বলিয়াছেন।

মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
স্বাত্ম তত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।৩২।

যে সমস্ত মোক্ষ কারণ সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধান। পণ্ডিতগণ বলেন, জীবের স্বরূপ অনুসন্ধানই ভক্তি অর্থাৎ জীব কিং স্বরূপ, ইহার অনুসন্ধানই ভক্তি। আর পণ্ডিতগণ বলেন যে জীবাত্মাতে যে পরমাত্মার অনুসন্ধান, তাহাকে ভক্তি বলে।

শাণ্ডিল্য ঋষি বলেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"
ভগবান ঈশ্বরে যে শ্রেষ্ঠা আনুরক্তি তাহাই ভক্তি। ভাগবতে নিষ্কাম ভক্তি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

দেবানাং গুণ লিঙ্গানা মানুশ্রবিক কর্ম্মনাম্।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেঃ গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা।৩৩।২৫। ৩য় স্কন্ধ।

যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশাত্মক, যাহাদের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি বিষয় অনুভূত হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কাম ভাগবতী ভক্তি বলিয়া থাকে।

ভক্তি—

শুদ্ধ সত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় সকলের ঐ বৃত্তি আপনা হইতে হয় না, বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে, তাহার পর হয়। ঐপ্রকার ভক্তি হইলে প্রসঙ্গত: মুক্তিও হইয়া পড়ে, কেননা

সেই ভক্তি যেমন জঠরানল ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তাহার ন্যায়, অচিরেই লিঙ্গ শরীরকে ক্ষয় করিয়া ফেলে।

ভক্তি ত্রিবিধ—সাধন, ভাব ও প্রেম।

৬৬। ভগ—ঐশ্চর্য্য—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা। বিঃ পুরাণ—

অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঐশ্চর্য্য, সম্পূর্ণ বীর্য্য, সম্পূর্ণ যশ সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, এই ছয়টী ভগ নামে অভিহিত হয়।

৬৭। ভগবান—এই ছয়টী যাহাতে সম্পূর্ণ রূপে আছে, তিনিই ভগবান। লৌকিক, মহাপুরুষেও ভগবান শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাঁহার ছয়টী গুণ বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে ভগবান বলা হইয়া থাকে। তাঁহার ছয়টী গুণ এই—

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যোভগবানিতি॥

যিনি ভূত সকলের, উৎপত্তি, নাশ, কোথা হইতে ভূত সকল আসিয়াছে ও কোথায় যাইবে, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা সমগ্রই জানেন তাঁহাকেও ভগবান বলা হইয়া থাকে।

৬৮। মহাবাক্য—তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ১৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬৯। মায়া—শক্তি—"মাত অস্যাং শক্ত্যা প্রলয়ে সর্ব্বং জগৎ
স্থষ্টৌ ব্যাক্তিমায়াতীতি মায়া।

এই শক্তির দ্বারা, প্রলয় সময়ে সর্ব্বজগৎ প্রলীন হয় এবং সৃষ্টি সময়ে আবার ব্যক্ত হইয়া থাকে, এই রূপ পরিমাণ ইনি করেন বলিয়া মায়া।

(সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ) ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭০। মুক্তি—মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।
অন্য রূপ ত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি।

৭১। মুমুক্ষু—সংসার বন্ধ নির্মুক্তিঃ কথং মে স্যাৎ কদা বিধে।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা। অপরোক্ষানুভূতি।

সংসার বন্ধন হইতে, কোন দিন কি প্রকারে আমার মুক্তি হইবে? এই রূপ যাহার সুদৃঢ় বুদ্ধি হইয়াছে, তাহাকেই মুমুক্ষু বলে।

৭২। বাধিতানুবৃত্তি—যাহা বাধিত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ তাহার অনুবৃত্তি, অর্থাৎ পুনরায় আবির্ভাব। উদাহরণ স্বরূপ যেমন—অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা দ্বৈত জ্ঞান বিনষ্ট হইলেও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ দ্বৈত বুদ্ধির উদয়।

৭৩। ব্যুত্থান—সমাধি চারি প্রকার (১) সবিতর্ক (২) নির্বিতর্ক (৩) সবিচার (৪) নির্বিচার। (১) স্থূল গ্রাহ্য বিষয়ক সমাধি সবিতর্ক (২) সূক্ষ্ম গ্রাহ্য বিষয়ক নির্ব্বিতর্ক। (৩) গ্রহণ ভাবে সমাধিস্থ হওয়ার নাম সবিচার। এবং গৃহীতৃর বিষয়ে সমাধির অবস্থা নির্ব্বিচার। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমি জয় না করিলে পর পর ভূমি আয়ত্ত হয় না।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যাতা কিছুক্ষণ থাকিয়া পুনরায় লৌকিক জ্ঞানে আগমন করেন—তাহাকে বেদান্তের ভাষায় ব্যুত্থান বলে। এই ব্যুত্থান নিদ্রা ভঙ্গের ন্যায় অনুভূত হয়।

সমাধিকালে, কোনরূপ পাপাদি কলুষতার অভাব বশতঃ ধ্যাতার চিত্তে একটী শুক্ল ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। শুক্ল ধর্ম্মে, রজ তমের লেশ মাত্র না থাকায়—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই প্রজ্ঞা। তিন প্রকার প্রজ্ঞার মধ্যে শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা (শ্রবণ জন্য) চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা (মনন জন্য) এবং শেষ

ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা (নিদিধ্যাসন জন্য) উৎপন্ন হয়। তখন আর ব্যুত্থান হয় না।

৭৪। শক্তি—শক্তি চৈতন্যর ন্যায় একটী মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে তাহার স্বতন্ত্র কার্য্য হইয়া থাকে এবং পৃথক বলিয়া মনে হয়।

একমেব যদাতং ভিন্নং শক্তি ব্যপাশ্রয়াৎ।

অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনেব বর্ত্ততে॥ ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭৫। শব্দ—চারি প্রকার। পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী।

"পরা বাঙ্মূল চক্রাস্থা, পশ্যন্তী নাভি সংস্থিতা।

হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া, বৈখরী কণ্ঠ দেশগা॥

পরা বাক্ মূলাধার হইতে প্রথম উদিত হয়, যখন সেই বাক্য নাভিমূলে আগমন করে তখন পশ্যন্তী, হৃদয় গত হইলে মধ্যমা ও কণ্ঠগত হইলে বৈখরী বলে।১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭৬। শম—সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতঃ।

নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তিনাং দম ইত্যভিধীয়তে। অপরোক্ষানুভূতি।

সদা সর্ব্ববিধ বাসনা ত্যাগই শম এবং বাহ্য বৃত্তির দমনের নাম দম।

৭৭। শরীর (শৃ+ঈরন্) প্রতিক্ষণে ক্ষয় পায় যে দেহ তাহার নাম শরীর। শরীর দ্বিবিধ, যোনিজ ও অযোনিজ। যোনিজ=জরায়ুজ, অণ্ডজ। অযোনিজ=স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অদৃষ্ট বিশেষজ। ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭৮। শরীরী=জীব।

৭৯। শ্রুতি—শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো, ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।

তে সর্ব্বার্থেষমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ।

২। অ ১০। মনু।

বেদকে শ্রুতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রকে স্মৃতি বলা যায়, ঐ শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিবে না, যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হন।

ষড় ভাব—অস্তি জায়তে বর্দ্ধতে বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে।

নশ্যতি—আছে, জন্মায়, বৃদ্ধিপায়, বিশেষ ভাবে পরিণত হয়, ক্ষয় হয় এবং নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই ষড়ভাব।

৮১। ষড়ূর্ম্মি – শোকমোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎ পিপাসে ষড়ূর্ম্ময়ঃ। শোক মোহ (মানসিক) জরা মৃত্যু (শরীরের) ক্ষুধা তৃষ্ণা (প্রাণের) এই ছয়টীকে, (তরঙ্গ = পীড়া, বেদনাকে) ষড়ূর্ম্মি বলে।

৮২। সত্য—ত্রিকাল বাধ রাহিত্য ই সত্য।

তিন কালে যাহার বিনাশ নাই, তাহাই সত্য। ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮৩। সমাধি—ধ্যাতৃ ধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈক গোচরম।

নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে। ৫৫।১ পঞ্চদসী

ধ্যাতা ধ্যান এবং ধ্যেয়ের মধ্যে ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া ধ্যেয় মাত্রে স্থিরীকৃত নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ চিত্তের অবস্থাকে সমাধি বলা হয়।

নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তি বিস্মরণং সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে। উপনিষৎ।

নির্ব্বিকার বৃত্তি দ্বারা, এবং ব্রহ্ম ধ্যানহেতু ব্রহ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা অন্য সকল প্রকার বৃত্তি বিস্মৃত হইয়া যে আনন্দে অবস্থান, তাহাই সমাধি।

৮৪। স্মৃতি—সংস্কার মাত্র জন্য জ্ঞান—পূর্ব্বে যাহা অনুভব করা হইয়াছিল তাহা ভুলি নাই, সম্পূর্ণ যথাযথ তাহার জ্ঞান আছে, তাহাই স্মৃতি

৮৫। স্বাধ্যায়—অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক মন্ত্র জপাদি।

৮৬। হ্রী—অকার্য্য করণে লজ্জা।

বেদ লৌকিক মার্গেষু কুৎসিতং কর্ম্ম যদ্ ভবেৎ।
তস্মিন ভবতি যা লজ্জা হ্রীঃ সৈবেতি প্রকীর্ত্তিতা।

জাবালোপনিষৎ ২।১০

বৈদিক শাস্ত্র বিহিত আচারেই হউক বা লৌকিক আচার অনুষ্ঠানেও হউক, কুৎসিৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে যে লজ্জা হয় তাহাকে হ্রী বলা হইয়া থাকে।

ষট্পঞ্চাশৎ সোপান

পদ্ম, পুণ্ডরীক

বেদান্তে অনেক স্থলে পুণ্ডরীক, পদ্ম শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—ছান্দোগ্যে, অষ্টম, প্রপাঠক, প্রথম খণ্ড, "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম" অন্যান্য উপদেশের পর ঋষি সাধককে স্বদেহে ব্রহ্মদর্শন জন্য হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্রহ্ম উপদেশ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন। এইযে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মপুর—শরীরে অতি প্রসিদ্ধ অতি সূক্ষ্ম পুণ্ডরীক সদৃশ গৃহ, সেই হৃৎ পুণ্ডরীকের মধ্যে ব্রহ্মকে অন্বেষণ করিবে। এই আরম্ভ করিয়া পুণ্ডরীক মধ্যস্থ ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। পুণ্ডরীক, পদ্ম, শব্দ কেন ব্যবহার করিয়াছেন? তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। বেদান্তের ন্যায় দর্শন শাস্ত্রে এবং পুরাণ ও তন্ত্রে এই হৃদয়

পুণ্ডরীকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—পাতঞ্জল দর্শনে, সমাধি পাদে ৩৬ সূত্রে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব "হৃদয় পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধি সংবিৎ" প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছেন তাহার অর্থ. "হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে বুদ্ধির সাক্ষাৎকার হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব ভাস্বর অর্থাৎ প্রকাশ স্বভাব, আকাশের ন্যায় ব্যাপক, এই বুদ্ধিসত্ত্বে ধারণা কৌশল জন্মিলে, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রভা রূপ নানা চিত্ত বৃত্তি জন্মে।

ইহার টীকায় ষড়দর্শন ব্যাখ্যাতা মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন" উদরোরসো র্মধ্যে যৎ পদ্ম মধ্যে মুখং তিষ্ঠত্যষ্টদলং রেচক প্রাণায়ামেন তদূর্দ্ধ মুখং কৃত্বা, তত্র চিত্তং ধারয়েৎ। তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলমকারো জাগরিত স্থানং, তস্যোপরি চন্দ্র মণ্ডলমুকারঃ স্বপ্ন স্থানং। তস্যোপরি বহ্নিমণ্ডলং মকারঃ সুষুপ্তি স্থানম্। তস্যোপরি পরব্যোমাত্মকং ব্রহ্মনাদং তুরীয় স্থান মর্দ্ধ মাত্রমুদাহরন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ। তত্র কর্ণিকায়া মূর্দ্ধমুখী সূর্য্যাদি মণ্ডল মধ্যগা ব্রহ্ম নাড়ী। ততোঽপ্যূর্দ্ধং প্রবৃত্তা সুষুম্না নাম নাড়ী, তয়া খলু বাহ্যান্যপি সূর্য্যাদীনি মণ্ডলানি প্রোতানি। সা হি চিত্ত স্থানম্। তস্যাং ধারয়তো যোগিনশ্চিত্তসংবিদুপজায়তে।

উদর ও বক্ষঃস্থলের মধ্যে অধোমুখ যে অষ্টদল পদ্ম আছে রেচক প্রাণায়াম দ্বারা উহাকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া, উহাতে চিত্তের ধারণা করিবে। ঐ পদ্ম মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল অকার জাগরিত স্থান, তদুপরি চন্দ্রমণ্ডল উকার স্বপ্ন স্থান, তদুপরি বহ্নিমণ্ডল মকার সুষুপ্তি স্থান, তদুপরি পরব্যোমাত্মক ব্রহ্মনাদ তুরীয় স্থান অর্দ্ধ মাত্রা; ইহা ব্রহ্ম বাদী যোগিগণ বলিয়া থাকেন। এই পদ্মের কর্ণিকাতে ঊর্দ্ধ মুখী সূর্য্যাদি মণ্ডলের মধ্যগত ব্রহ্মনাড়ী, তাহারও উপরে সুষুম্না নামে নাড়ী আছে, এই নাড়ী দ্বারা বাহিরের সূর্য্যাদি

মণ্ডলের ও সম্বন্ধ আছে, ঐটীই চিত্তস্থান, উহাতে ধারণা করিলে বুদ্ধির জ্ঞান হয়।

বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপ ভাগবতেও,এইরূপ আছে। যথা—

"হৃৎ পুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধমূনালমধোমুখম্।
ধ্যাত্বোর্দ্ধমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্॥৩৫॥১৫ অ, ১১ স্কন্ধ।
কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নিনুত্তরোত্তরম্।
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যান মঙ্গলম্॥৩৬॥১৫ অ, ১১ স্কন্ধ।

"দেহান্তরবর্ত্তী উর্দ্ধবৃন্ত, অধোমুখ, অষ্টপত্র, কর্ণিকাযুক্ত, মুদ্রিত হৃদয় পদ্মকে বিপরীত ভাবে উর্দ্ধমুখ প্রস্ফুটিত করিয়া ধ্যান করিবে। কর্ণিকাতে উত্তরোত্তর সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ধ্যান করিবে। বহ্নি মধ্যেই আমার মঙ্গল-জনকরূপ ধ্যান করিবে।

এই হৃদয়পদ্মের কথা প্রায় সকল সাধন শাস্ত্রেই আছে, ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই, যখন সাধক বাহ্যবস্তু হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে মনকে নিয়োগ করেন এবং মন যখন একাগ্র ও তন্ময় হয় তখন মন পদ্মের ন্যায় আকার ধারণ করে। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা এই অবস্থা দেখিতে পান। ইষ্টদেবতাকে বসাইবার জন্য আসন এই হৃৎপদ্মে "হৃৎপদ্ম আসনং দত্তাৎ" দিবার ব্যবস্থা আছে। পদ্মের উৎপত্তি আলোচনা করিলে ইহার তত্ত্ব কিয়দংশে অনুভূত হইবে।

পদ্ম মৃত্তিকায় জন্মে, জলে বর্দ্ধিত হয়, আকাশে প্রস্ফুটিত হয়। মৃত্তিকা স্থূল শরীর; জল ভাবময়; এবং আকাশ অনন্ত সংস্পর্শ বিষয়। পদ্ম-পত্র নির্লেপ যতক্ষণ জলের ভিতরে থাকে ততক্ষণ প্রসারিত হয় না জলের উপরিভাগে গিয়া প্রসারিত হইয়া পড়ে। চিন্ময় শক্তির বিকাশ-

জন্য সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সাধকের মধ্যে এই পদ্মের প্রতীক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

অতি প্রাচীন কালে হিন্দু ধর্ম্মের ঋষি ইহার আবিষ্কার ও প্রবর্ত্তন করেন। তৎপরে মিশ্রদেশে (Egypt) এই পদ্মের প্রতীক লইয়া সাধনা আরম্ভ হয়, প্রসিদ্ধ Book of the Dead নামক গ্রন্থে এই পদ্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দিতে চীনদেশে, বৌদ্ধ সম্প্রদায় হুই য়েনেন নামক এক ব্যক্তি (Hui Yenen, A D. 335—416) Pai Lien She (White Lotus Society) শ্বেত সরোজ সমিতি নামক এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা নির্ম্মল স্বচ্ছ এক হ্রদের তীরে এই সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেন। সেই হ্রদে সাদা পদ্ম অনেক জন্মিত। প্রতিষ্ঠাতা গুরু শিষ্য গণের অন্তরে যাহাতে এই শ্বেত পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় তাহার উপদেশ ও সাধনা শিক্ষা দিতেন পদ্ম অনন্ত আকাশে, চিন্ময় স্থানে, প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু পদ্মের মধ্যে, লোহিত, নীল, হরিদ্রা ও শ্বেত এই চারি প্রকার ভেদ আছে। যাহা কামনার সহিত সংযুক্ত তাহাই লাল, কামনা ক্রমে প্রেমের দিকে অগ্রসর হইতেছে এই অবস্থার পদ্ম, গোলাপী আভাযুক্ত, মন স্থির হইয়া একাগ্র হইয়া ধ্যেয় বিষয়ে সংলগ্ন হইয়াছে, এই অবস্থা নীল পদ্মের দ্যোতক। বুদ্ধি তত্ত্বের মধ্যেও যাহার চিত্ত নিবদ্ধ, তাহার বর্ণ হরিদ্রাভ; যিনি সমস্ত বন্ধন বা প্রকৃতির রাজ্য ছাঁড়াইয়া চিন্ময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার বর্ণ সম্পূর্ণ শ্বেত। এই শ্বেত সরোজ সম্মুখে প্রতীক রাখিয়া সাধনের নিয়ম এখনও অনেক দেশে প্রচলিত আছে। তিব্বতে, চীনে, ও জাপানে "সুখাবতী" সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পদ্মের প্রতীক বহুলভাবে প্রচলিত আছে। বুদ্ধদেবের গুহ্য উপদেশ গ্রন্থ, "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক" মানবের প্রথম উৎপত্তি স্থান গর্ভাশয় ও পদ্মের ন্যায়।

সৌর জগতে সূর্য্য ও গ্রহগণের যে সমাবেশ তাহা পদ্মের কর্ণিকা ও পদ্মদলের (পাপড়ি) ন্যায়। সূর্য্য জগতের নাভি বা কেন্দ্র স্থান। নাভিও পদ্মের ন্যায়।

মনুষ্যের মূল উৎপত্তি স্থান পদ্মের জরায়ুতে, সেইজন্য জরায়ুজনিত রোগে পদ্মের মূল ব্যবহার করিলে রোগের উপশম ও শান্তি হয়। পদ্মের কেশর মরুৎ অর্থাৎ বায়ু রোগের উপশম করে।

ভগবানের অঙ্গ পদ্মময়।

নমঃ পঙ্কজ নাভায় নমঃ পঙ্কজ মালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥২২॥৮।১। ভাগবত। স্কন্ধ

হে ভগবান্! তোমার নাভিদেশে পদ্ম এবং গলদেশে পদ্মমালা, তোমার পদ্মনেত্র, তোমার চরণদ্বয় পদ্ম চিহ্নে চিহ্নিত, তোমাকে নমস্কার।

সপ্তপঞ্চাশৎ সোপান

চক্র

পূর্ব্বে মনঃস্থৈর্য্যের উপায়, হৃদয় পুণ্ডরীকে চিত্তের ধ্যান উক্ত হইয়াছে। মনুষ্যের স্থূল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম, কারণ সকল শরীর বর্ত্তমান, তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে সাম্বদের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারও ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র এই শরীরের মধ্যেই বর্ত্তমান, সেই গুলির নামই চক্র। সেই কেন্দ্রগুলি শক্তি প্রবোধনের স্থান।

আমাদের চিণ্ময়ী শক্তি আমাদের ভিতর নিদ্রিতা হইয়া আছেন। তাঁহার অপর নাম কুণ্ডলিনী শক্তি। সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়।

বেদান্ত শাস্ত্রের মধ্যে "হংসোপনিষৎ, যোগচূড়ামণি, ত্রিশিখ ব্রাহ্মণ, ধ্যান বিন্দু, যোগ শিখা এবং যোগ কুণ্ডলী উপনিষৎ মধ্যে এই চক্রের কথা ও তাহা ভেদ করিবার উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রে, পুরাণে ও তন্ত্রে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। ভগবান শংকরাচার্য্য তাঁহার সৌন্দর্য্য লহরী (আনন্দ লহরী) মধ্যে ইহার ধারা বাহিক বর্ণনা করিয়াছেন।

এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সর্পের ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছেন। তিন বলয় তিন মাত্রা, অর্দ্ধ বলয় অর্দ্ধ মাত্রা।

এই শক্তির স্থান মানবের মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুই নাড়ী আছে। এই দুই নড়ীর মধ্যে অতি সূক্ষ্মা নাড়ীই সুষুম্না। এই নাড়ীর নিম্ন ভাগে চতুর্দ্দল ত্রিকোনাকার এক পদ্ম আছে ইহা গুহ্যদেশ ও লিঙ্গের মধ্যস্থলে, নিম্নাভিমুখে বিকশিত। সুষুম্না নাড়ীর মুখদেশেই ঐ পদ্ম মিলিত হইয়াছে, ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতি শক্তির আধার, সেই জন্য উহাকে মূলাধার বলে।

সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধি সংস্থানা বাগ্‌দেবী বীজ সংজ্ঞকা॥
জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণো নির্ভয়া স্বর্ণ ভাস্বরা।
সত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয় প্রসূতিকা।

সর্পের ন্যায় উক্ত স্থানে, আপনার জ্যোতিতে দীপ্তি শালিনী হইয়াও নিদ্রিতাবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহার মধ্যেই বাক্‌দেবীর সমগ্র বীজ নিহিতা। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকেই ব্যাপক পরমাত্মার শক্তি বলিয়া জানিবে। ইনি নির্ভয়া ও সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালিনী। সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের প্রসূতিও ইনি।

সুপ্তা গুরু প্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপিচ।

যখন শ্রীগুরুর কৃপাবলে, প্রসুপ্তা কুণ্ডলী জাগরিতা হন, তখনই আধারাদি ষট্‌ চক্রের প্রকাশ পায় এবং ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি নামক গ্রন্থিত্রয়ও ভেদ হইয়া যায়।

চক্রগুলি সম্বন্ধে শংকরাচার্য্য বলিয়াছেন—

"মহীং মূলাধারে, কমপি মণিপুরে, হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে, হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং,
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি॥ ৯।

হে দেবি! তুমি কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপা হইয়া মূলাধার চক্রস্থিত মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠান চক্রস্থিত জলমণ্ডল; মণিপুর চক্রস্থিত অগ্নিমণ্ডল, অনাহত চক্রস্থিত বায়ুমণ্ডল, বিশুদ্ধ চক্রস্থিত আকাশমণ্ডল এবং ভ্রূদ্বয় মধ্যস্থিত আজ্ঞা চক্রের অন্তর্গত মনশ্চক্র, এই ষট্‌চক্র ভেদ করতঃ (সুষুম্নামার্গ) কুল পথ দ্বারা সহস্রারে গমন করিয়া পতির সহিত একান্তে বিহার কর।

এই শরীরে মূলাধার ভূর্লোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবর্লোক, মণিপুর স্বর্লোক, অনাহতচক্র মহর্লোক, বিশুদ্ধচক্র জনলোক, আজ্ঞাচক্র তপলোক ও

সহস্রার সত্যলোক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে আরোহণ করিলে তাহার সকল লোকের জ্ঞান হয়, সাধক সৰ্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, ও কিরূপ অমৃত ধারায় স্নান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন তাহা বর্ণন করিয়াছেন—

সুধাধারা সারৈশ্চরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ,
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসাম্নায় মহসা।
অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগ নিভমধ্যুষ্টবলয়ং।
স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি।

হে ভগবতি! তুমি কুলপথ দ্বারা ষট্ চক্র ভেদ পূর্ব্বক সহস্রারে গমন করিয়া যখন পরম শিবের সহিত সংমিলিতা হও, তখন তোমার পাদপদ্ম যুগলের প্রান্ত হইতে বিগলিত অমৃত ধারা বর্ষণ দ্বারা সমুদায় চক্র ও চক্রস্থ দেবতাগণকে পুনর্জীবিত ও সন্তর্পিত করিতে করিতে পুনর্ব্বার তুমি সেই কুলপথ দ্বারাই মূলাধারে প্রত্যাগমন কর ও আপনাকে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি সর্পরূপিণী করিয়া মূলাধার স্থিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গে নিদ্রিতা হইয়া থাক।

এ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা পুস্তকে ভাষার দ্বারা পূর্ণভাবে বর্ণন করা যায় না। সদ্‌গুরু উপদেশে কার্য্য করিলে, তাহা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যথা, অনেক ভ্রম, প্রমাদ ও সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইবে।

সার কথা এই, নশ্বর পৃথিবী—জলে, ক্রমে জল—অগ্নিতে, অগ্নি—বায়ুতে, বায়ু—আকাশে, আকাশ—মনে ও মন বুদ্ধিতে ক্রমে ক্রমে লয় করিয়া; শেষে সেই অদ্বয়, আনন্দময় ব্রহ্মকে অনুভব করাই মনুষ্যের চরম লক্ষ্য।

এই জন্য সকল দেব দেবীর পূজার সময় মানস পূজা প্রথমেই বিহিত হইয়াছে। তাহাতে এই পঞ্চভূতকে পঞ্চোপচারে পূজা করিবার বিধি দিয়াছেন, প্রথমে গন্ধ (লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং) পৃথিবী, নৈবেদ্য (বং অমৃত তত্ত্বাত্মকং নৈবেদ্যং) জল; দীপ (রং বহ্নিতত্ত্বাত্মকং দীপং) অগ্নি, ধূপ (যং বায়্বাত্মক ধূপং) বায়ু এবং পুষ্প (হং আকাশ তত্ত্বাত্মকং পুষ্পং) আকাশ তত্ত্ব, সমর্পণই পঞ্চোপচারে পূজা। আমাদের দেশে এই পঞ্চোপচারের ক্রম ভঙ্গ করিয়া পূজা করিবার প্রণালীও প্রচলিত আছে।

আমাদের উভয় হস্তের পাঁচটী পাঁচটী অঙ্গুলী, ইহাও পঞ্চভূতের প্রতীক স্বরূপ, সেই জন্য যুগ্ম অঙ্গুলী দ্বারা, পঞ্চোপচার দিবার ব্যবস্থা আছে। বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী, ক্রমান্বয়ে ক্ষিতি হইতে আকাশ তত্ত্বের প্রতীক। শরীরের মধ্যে এক একটী অঙ্গও এক একটী তত্ত্বের দ্যোতক। যেমন দন্ত তেজস্তত্ত্ব, মধ্যম অঙ্গুলীও তেজস্তত্ত্ব, সেই জন্য মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা দন্ত মজ্জন বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি।

অষ্টপঞ্চাশৎ সোপান

কুণ্ডলিনী

কুণ্ডলিনী শক্তি কি? তাহার উত্তরে "বামকেশ্বর মহাতন্ত্রে" দিয়াছেন—

ভুজঙ্গাকাররূপেণ মূলাধারং সমাশ্রিতা।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী নাম বিসতন্তু নিভাশুভা॥

মূলাধারকে আশ্রয় করিয়া, সর্পাকারে, পদ্মের মৃণালের ভিতরে সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় অথচ বিদ্যুতের প্রভাশালিনী যে শক্তি বর্ত্তমান, তাহাকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলে। এই শক্তি ও ইহার আধার আমাদের স্থূল শরীর বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে না, বিদ্যুৎশক্তি যেমন দ্রব্যবিশেষ ও ক্রিয়া বিশেষ যোগে সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ সাধনলব্ধ শক্তির দ্বারা, তাহার উদ্বোধন হইয়া থাকে।

মূলকন্দং ফণাগ্রেণ দৃষ্ট্বা কমল কন্দবৎ।
মুখেন পুচ্ছং সংগৃহ্য ব্রহ্মরন্ধ্রং সমাশ্রিতা।

পদ্মকন্দ যেমন মূলকন্দকে আবৃত করিয়া লইয়া ঊর্দ্ধে বিকসিত হয়, সেইরূপ এই কুণ্ডলিনী ফণার অগ্রভাগস্থিত মুখের ভিতর নিজের পুচ্ছ বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়া, ব্রহ্মস্থানে উপস্থিত হইবার অতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্র রন্ধ্র রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ইনি জাগ্রত হইলেই পদ্ম কন্দের ন্যায় কুলপথের ভিতর দিয়া প্রত্যেক চক্র-পদ্ম বিকশিত করিয়া সহস্রারে যাতায়ত করেন।

ব্রহ্ম-আলিঙ্গিত মহাশক্তিই মায়াশক্তি। এই শক্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রুদ্র শক্তিরূপে, জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। পশ্চাৎ এই শক্তি স্থূল ভাব ধারণ করিয়া জগতে অনন্ত ভাবে ও অনন্তরূপে বিস্তৃত হইয়াছেন। বাহিরের বিচিত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরঙ্গরূপ শক্তির মূলে, অনন্ত সমুদ্র স্বরূপ ব্রহ্ম শক্তি, আধাররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অনন্ত শক্তির নামও অনন্ত প্রকার, ঐ শক্তিই ব্যষ্টিরূপে, প্রাণি জগতে জীবনী শক্তি ও উহাই প্রাণ শক্তি।

শাস্ত্রে এই প্রাণশক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তিকে কুণ্ডলিনীশক্তি বলিয়াছেন। সসাগরা পৃথিবীকে যেমন অনন্ত (শেষ নাগ) ধারণ করিয়া

রহিয়াছেন, সেই প্রকার শরীরস্থ সমস্ত গতি ও ক্রিয়া শক্তির আধার এই কুণ্ডলিনী শক্তি। সমস্ত শক্তি এক স্থানে সর্পের স্থায় কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই জন্ত এই শক্তির নাম কুণ্ডলিনী শক্তি। মুমুক্ষু সাধক, আপন কল্যাণ জন্ত এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে বায়ু দ্বারা কুম্ভক করিয়া সুষুম্না নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধ মুখী গতি করিয়া ষট্ চক্রভেদ করেন। বায়ুর আঘাত দ্বারা অগ্নি সমুত্থিত হয়, সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, স্বাধিষ্ঠানে গমন করে। সেই জ্বলনের উত্তাপে ও বায়ুর আঘাতে প্রসুপ্ত সর্পের (কুণ্ডলিনীর) নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাহাতে সেই শক্তি ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণু গ্রন্থি, রুদ্র গ্রন্থি ও ক্রমে ষট্ কমলই ভেদ করিয়া সহস্রারে পরম শিবের সহিত সঙ্গতা হইয়া পরমা নিবৃ্তি লাভ করিয়া বিচরণ করেন।

বেদে এই শক্তি সম্বন্ধে এই রূপ উক্ত হইয়াছে—

"লোকস্থ দ্বারমর্চিমৎ পবিত্রম্, জ্যোতিষ্মদ্ভ্রাজমানং মহস্বৎ।
অমৃতস্থ ধারাং বহুধা দোহমানম্চরণং নো লোকে সুধিতান দধাতু॥
তলবকার ব্রাহ্মণ ৩। ১২-১৩।

জীবের নিজের আবাস স্থান সেই ব্রহ্মলোক, তথায় যাইবার দ্বার স্বরূপ যে তিনটি জ্যোতির্ম্ময় তোরণ আছে, তাহা অতিবিশুদ্ধ কিরণশালী; অর্চিষ্মৎ অর্থাৎ অগ্নির্জ্যোতির্ময়ী, জ্যোতিষ্মৎ অর্থাৎ চন্দ্র জ্যোতিবিশিষ্টা, মহাস্বৎ অর্থাৎ সূর্য্যজ্যোতি শালিনী, ইহাঁরা দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীতে চন্দ্রমণ্ডল গত সুধার প্রবাহ ধারা বর্ষণ করিয়া তোমার যে চরণ রঞ্জিত করিতেছে তাহাই আমাদিগকে ইহলোকে তৃপ্তি প্রদান করুক।

সেই দ্বারই ভগবতীর চরণ।

এই সাধনার সামান্স আভাস, দেহের ভিতর শিবশক্তি মূলক

যে সকল ধাতু রহিয়াছে তাহার উত্তরোত্তর শুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবাধার-ভূত ওজ শক্তি সঞ্চয়ের পর কুণ্ডলিনী শক্তির বিকাশ সম্ভব হইতে পারে।

ত্বগসৃঙ্ মাংস মেদোঽস্থি ধাতবঃ শক্তিমূলকাঃ।
মজ্জা শুক্র প্রাণ জীব ধাতবঃ শিব মূলকাঃ।
নবধাতুরয়ং দেহো নবযোনি সমুদ্ভবঃ।
দশমী যোনিরেকৈব পরাশক্তিস্তদীশ্বরী। (কামিকা তন্ত্র)

ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, শক্তিমূলক ধাতু। মজ্জা, শুক্র, প্রাণ এবং জীব ধাতু বা ওজধাতু = শিব মূলক। নবধাতুময় এই দেহ নব যোনি হইতে সমুৎভূত হইয়াছে এবং দশমী যে যোনি, তাহা সেই ঈশ্বরী শক্তি।

কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে কয়েকটি আভাস—

বাহিরে যেমন উভয় নদীর মিলিত স্থানকে সঙ্গম স্থান কহে, সেইরূপ পিণ্ডান্তের ভিতরে দ্বিরেখা বা উভয় শক্তির মিলন স্থানকে সন্ধি এবং ত্রিরেখা বা ত্রিশক্তির মিলন স্থানকে মর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

"দ্বিরেখা সঙ্গম স্থানং সন্ধিরিত্যভিধীয়তে।
ত্রিরেখা সঙ্গম স্থানং মর্ম্ম মর্ম্মবিদো বিদুঃ। সৌন্দর্য্যলহরী টীকা।

পৃশ্নয় নামক মুনিগণ, (এই চক্রবিদ্যা সহায়ক মুনিগণ) চক্র শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তন্মধ্যে রহিয়াছেন, যাঁহারা চক্র বিদ্যার সাধক তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য লাভ করেন।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"ইমা রুক্‌ং ভুবনা সীষধেম" তৈত্তিরীয় আরণ্যক। পৃশ্নয় নামক মুনিগণ পরস্পর বলিতেছেন, এই চক্রবিদ্যা অবলম্বন করিয়া ভুবন সকল (অর্থাৎ

চতুর্দ্দশ ভুবন) জানিব। এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়া, চক্রের সাধকগণকে শক্তি দিবার জন্য চক্রেই অবস্থান করিতেছেন।

যিনি ইহাতে সিদ্ধিলাভ করেন তাহার ফল বলিতেছেন, (তৈঃ আরণ্যক)—

ইহ চামুত্র চাশ্বেতি। বিদ্বান্ দেবাসুরামুভয়ান্। দেবা অর্থাৎ (দীব্যন্তীতি দেবাঃ) একাদশ ইন্দ্রিয় এবং অসুরা অর্থে (অসুরাঃ অসবঃ প্রাণাদি পঞ্চবায়বঃ, তান্ প্রতি আদদত ইতি পঞ্চ তন্মাত্রা উচ্চন্তে) পঞ্চ তন্মাত্র এই উভয়েরই (উভয়ান্ উভয়ত্র দেবাসুরেষু অন্বিতান্ মায়া শুদ্ধবিদ্যা মহেশ্বর সদাশিবান্) অধিষ্ঠাতা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত ষড়বিংশতি তত্ত্বকে যিনি জানেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে সার্ষ্টি, (সমান ঐশ্বর্য্য) সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য (একত্ব লাভ করা) রূপ পঞ্চবিধা মুক্তিলাভ করেন।

ঊনষষ্টিতম সোপান

মুদ্রা

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সুষুম্না পথে প্রাণবায়ুকে চালিত করিলে চিত্ত স্থির হয়, এবং তাহাই চিত্ত জয়ের প্রশস্ত রাজপথ। সুষুম্নার অনেক গুলি পর্য্যায় আছে, যথা শূন্যপদবী, ব্রহ্মরন্ধ্র, মহাপথ, শ্মশান, শাম্ভবী ও মধ্যমার্গ।

চিন্ময়ী, কুণ্ডলিনী শক্তি প্রতি শরীরেই বর্ত্তমানা কিন্তু তিনি নিদ্রিতা, তাঁহাকে জাগ্রতা করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধনেই ষট্‌চক্রের প্রকাশ হয়, অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে সচ্চিদানন্দ লক্ষণ ব্রহ্মের দ্বার স্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণীভূত সুষুম্নার মুখে প্রসুপ্তা ঈশ্বরী কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করিবে এবং মহামুদ্রাদি অভ্যাস করিবে, তাহা হইলেই কুণ্ডলিনীর প্রবোধ হইতে পারে। হঠযোগ প্রদীপিকা তৃতীয়োপদেশ ২—৫।

এখন মুদ্রা কাহাকে বলে? তাহার উত্তরে তন্ত্রসার বলিতেছেন—

মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবনাৎ পাপ সন্ততেঃ।
তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্র বেদিভিঃ।

যে ব্যাপার দ্বারা সকল দেবতার হর্ষ বর্দ্ধন ও পাপ সমূহ বিনাশ হয় তাহাকে তন্ত্রবেত্তা মুনিগণ মুদ্রানামে অভিহিত করিয়াছেন।

অর্চ্চনে জপ কালে চ ধ্যানে কাম্যে চ কর্ম্মণি।
স্নানেচাবাহনে শঙ্খে প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ রক্ষণে।
নৈবেদ্যে চ তথান্যত্র তত্তৎকল্প প্রকাশিতে।
স্থানে মুদ্রাঃ প্রদষ্টব্যাঃ স্ব স্ব লক্ষণ লক্ষিতাঃ।

অর্চ্চন কালে, জপ কালে, ধ্যানে, কাম্যকর্ম্মে, স্নানে, আবাহনে, শঙ্খ স্থাপনে, প্রাণ প্রতিষ্ঠায়, রক্ষাকার্য্যে, নৈবেদ্য প্রদানে ও অন্যান্য কার্য্যে, তত্তৎ কল্পোক্ত স্ব স্ব লক্ষণ লক্ষিত মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। এই সকল কারণে মুদ্রা অসংখ্য। প্রত্যেক দেবতারও আবার মুদ্রা স্বতন্ত্র।

এই মুদ্রার মধ্যে যাহার দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধ হয়, এই রূপ মুদ্রার বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

ষষ্টিতম সোপান

মহামুদ্রা

পাদমূলেন বামেন যোনিং সংপীড্য দক্ষিণং।
প্রসারিতং পদং কৃত্বা করাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ম।
কণ্ঠে বন্ধং সমারোপ্য ধারয়েদ্বায়ু মূর্দ্ধতঃ।
যথা দণ্ডহতঃ সর্পো দণ্ডকারঃ প্রজায়তে ॥
ঋজ্বীভূতা তথা শক্তিঃ কুণ্ডলী সহসা ভবেৎ।
তদা সা মরণাবস্থা জায়তে দ্বিপুটাশ্রয়া।
ততঃ শনৈঃ শনৈরেব রেচয়েন্নৈব বেগতঃ।
মহামুদ্রাং চ তেনৈব বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ।
ইয়ং খলু মহামুদ্রা মহাসিদ্ধৈঃ প্রদর্শিতা।
মহাক্লেশাদয়ো দোষাঃ ক্ষীয়ন্তে মরণাদয়ঃ।
মহামুদ্রাং চ তেনৈব বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ ॥

সাধক বাম পদের পার্ষ্ণি (গোড়ালি) দ্বারা বাম যোনিস্থান অর্থাৎ গুহ্যস্থান ও মেঢ্রের মধ্যভাগ দৃঢ়রূপে সংপীড়িত করিয়া দক্ষিণ পদ দণ্ডবৎ প্রসারিত ও ভূমি সংলগ্ন করিবে, আর যাহাতে ঐ চরণের অঙ্গুলি সকল উর্দ্ধমুখে থাকে, এইরূপ করিতে হইবে। অনন্তর উভয় হস্তের তর্জ্জনী ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা দৃঢ়রূপে উক্ত প্রসারিত পদের অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিবে। কণ্ঠদেশে সম্যক প্রকারে বায়ুকে রোধ করিয়া, সুষুম্নাতে বায়ু প্রেরণ করিবে, (ইহাতে মূল বন্ধ হয় এবং যোনি

সংপীড়ন ও জিহ্বা বন্ধন দ্বারা চরিতার্থতা হইয়া থাকে) আর সাধক দণ্ডাহত সর্পের স্থায় সরল ভাব আশ্রয় করিবে। এই মহামুদ্রা অভ্যাস করিলে সহসা আধার শক্তি কুণ্ডলিনী সরল হয় এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মরণাবস্থা হইয়া থাকে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর প্রবোধ হইলে প্রাণ সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে বায়ু রেচন করিবে কিন্তু বেগে করিবে না, বেগে বায়ু রেচন করিলে বল হানি হইয়া থাকে, ইহাকেই আদিনাথাদি মহাসিদ্ধ যোগিগণ মহামুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই মহামুদ্রা সাধন করিলে মহাক্লেশাদি দোষ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এবং ইহাদের কার্য্য, শোক মোহাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও জরা মরণাদি বিনাশ পাইয়া থাকে। কপিলাদি ঋষিগণ এই মহামুদ্রা সাধন দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সাধক প্রথমে বামাঙ্গে কুম্ভক করিয়া দক্ষিণাঙ্গে কুম্ভকাভ্যাস করিবে। পরন্তু বামাঙ্গে যতবার কুম্ভক করিবে দাক্ষিণাঙ্গেও ঠিক ততবার কুম্ভক করিতে হইবে। পরে উভয় অঙ্গেও সমান সংখ্যায় কুম্ভক করিয়া মহামুদ্রা বিসর্জ্জন করিবে।

ইহার ক্রম এই যে, বাম যোনি স্থানে, যে বামপদ মূল সংযুক্ত ছিল, তাহা দক্ষিণ ভাগে সংযুক্ত করিবে এবং উভয় হস্তের তর্জ্জনী ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ গৃহীত ছিল, তাহা উভয় তর্জ্জনী দ্বারা গ্রহণ করিবে।

এইরূপে বামাঙ্গে অভ্যাস হইলে দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিতে থাকিবে অর্থাৎ দক্ষিণ পাদমূল দক্ষিণ যোনি স্থানে সংযুক্ত করিয়া বাম পাদ উর্দ্ধাঙ্গুলি ভাবে ভূমি সংলগ্ন ও সরল করিবে এবং উভয় হস্তের তর্জ্জনী আকুঞ্চিত

করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা প্রসারিত পাদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে। এইরূপ অভ্যাস করিলে দক্ষিণাঙ্গে বায়ু পূরিত হয়।

এই মহামুদ্রার উপকারিতা এইরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষয় কুষ্ঠ গুদাবর্ত্ত গুল্মাজীর্ণ পুরোগমাঃ।
তস্য দোষাঃ ক্ষয়ং যান্তি মহামুদ্রাং তু যোঽভ্যসেৎ।

যে পুরুষ মহামুদ্রা অভ্যাস করেন, তাঁহার রাজযক্ষ্মাদি ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, ভগন্দরাদি, গুল্ম ও অজীর্ণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধিও লাভ হইয়া থাকে।

একষষ্টিতম সোপান

প্রাণায়াম

সাধন করিতে হইলে সাধককে অল্পাধিক পরিমাণে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করিতে হইবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ইহাই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহার প্রত্যেকটিই যোগের অঙ্গ সেই জন্য এই গুলিকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে।

১। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে যম বলে।

বৌদ্ধ গণের মতে ইহার নাম পঞ্চশীল।

২। নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রনিধান।

ইহার মধ্যে মনু বলিয়াছেন—

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান কেবলান্ ভজন্। ৪। ২০৪ ।

সর্ব্বদা যমের সেবা করিবে, কেবল নিয়ম লইয়া থাকিবে না, যমের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের সেবা করিলে পতিত হয়, অতএব পণ্ডিতগণ যম ও নিয়ম উভয়ের সাধনা করিয়া থাকেন।

৩। আসন—স্থির হইয়া অধিক কাল থাকিলে যাহাতে কষ্ট হয় না, তাহাকে আসন বলে (স্থিরসুখমাসনং) আসন অসংখ্য।

আসনানি চ তাবন্তো যাবন্তো জীব জন্তবঃ

এই অনন্ত সংসারে যত প্রকার জীব জন্তু আছে আসনও তত প্রকার জানিবে। জগতের এক একটী ক্রিয়া দেখিয়া এক একটী আসনের সৃষ্টি হইয়াছে, সাধারণতঃ পদ্মাসনাদি কয়েকটী আসন প্রচলিত আছে। আসন সমুদায় শিক্ষা করিবার সময় কষ্টকর বোধ হয়, একবার সুন্দর রূপে অভ্যস্ত হইলে আর কষ্ট হয় না; যে পর্য্যন্ত বিনা ক্লেশে আসনে উপবিষ্ট হওয়া যায়, তত দূর অভ্যাস করিবে, উহাই যোগের প্রথম অঙ্গ।

৪। আসন জয়ের পর প্রাণায়াম সাধনের নিয়ম আছে।

প্রাণের আয়াম অর্থাৎ গতিরোধই প্রাণায়াম। রেচক, পূরক ও কুম্ভক, এই তিন প্রকারে প্রাণায়াম হইয়া থাকে। ভিতরের বায়ুকে বাহির করাকেই রেচক বলে না, প্রাণ বায়ুকে বাহির করিয়া সেখানেই স্থির রাখাকে রেচক বলে, সদাগতি বায়ুকে স্থির করিয়া রাখিলেই আয়াম হয় অর্থাৎ রুদ্ধ করা যায়। এইরূপ বাহিরের বায়ুকে ভিতরে

প্রবেশ করণকেই পূরক বলে না, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করাইয়া স্থির রাখাকে পূরক বলে। বায়ুকে স্থির রাখিলেই প্রাণায়াম সিদ্ধি হয়।

"কুম্ভেকমিব"। ইহাই কুম্ভক শব্দের ব্যুৎপত্তি. যেমন কলসীতে জল পরিপূর্ণ থাকিলে, তাহাতে কোনওরূপ শব্দ শুনা যায় না, অল্প কিছু খালি থাকিলে শব্দ হয়, সেইরূপ পূরক দ্বারা দেহের সমস্ত অবয়বে বায়ুর পূরণ হইলে, আর তাহাতে বায়ুর সঞ্চার হয় না, সুতরাং স্থির ভাবে থাকে। সচরাচর পূজাদিতে যে প্রাণায়ামের নির্দ্দেশ আছে উহা একটী অনুপাত মাত্র। যেমন ৪ বারে পূরক, ১৬ বারে কুম্ভক ও ৮ বারে রেচক বা ১৬ বারে পূরক ৬৪ বারে কুম্ভক ও ৩২ বারে রেচক। ইহা ভিন্ন প্রাণায়ামের বিভিন্ন সাধনায় সংখ্যারও তারতম্য হইয়া থাকে।

গুরুগণ তাঁহাদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত পন্থার অনুসরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে ভস্ত্রা (হাপর) প্রাণায়ামও প্রচলিত আছে।

দ্বিষষ্টিতম সোপান

প্রত্যাহার

শব্দাদি বিষয়াঃ পঞ্চ মনশ্চৈবাতি চঞ্চলম্।
চিন্তয়েদাত্মনোরশ্মীন্ প্রত্যাহার স উচ্যতে॥ ৫।

অমৃতনাদোপনিষৎ।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় হইতে অতি চঞ্চল মনকে নিবৃত্ত করিয়া, আত্মার চিন্ময় জ্যোতিতে নিমগ্ন করাই প্রত্যাহার।

ধারণা—নাভিচক্রে, হৃৎপদ্মে, মস্তকস্থ জ্যোতিঃ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশে বা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্যদেশে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা।

ধ্যান—বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা হয় সেই বিষয়াকারে বারম্বার চিত্তবৃত্তির প্রবাহকে ধ্যান বলে।

সমাধি—সমং মন্তেত যং লব্ধা স সমাধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। যাহা লাভ করিলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মন সমতা লাভ করে, তাহাকেই সমাধি বলে।

ত্রিষষ্টিতম সোপান

যোগ

যোগ—প্রত্যাহার স্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে।

প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণ এবং তর্ক ও সমাধি এই ষট্ অঙ্গকে যোগ বলিয়া থাকে।

চতুঃষষ্টিতম সোপান

যন্ত্র

যন্ত্র—তন্ত্র শাস্ত্রে লিখিত আছে "যন্ত্র মন্ত্রময়," "মন্ত্রের আত্মা দেবতা।" দেহের সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, যন্ত্রের সহিত দেবতারও সেইরূপ সম্বন্ধ। যন্ত্র দেবতার শরীর, এবং মন্ত্র দেবতার আত্মা।

"যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং মন্ত্রাত্মা দেবতৈবহি।

দেহাত্মনোর্যথা ভেদো যন্ত্র দেবতয়োস্তথা।"
"কাম ক্রোধাদিদোষোত্থ সর্ব্ব দুঃখ নিয়ন্ত্রণাৎ।
যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ॥
দুঃখ নিয়ন্ত্রণাদ্‌যন্ত্র মিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ।"

কাম ক্রোধ জন্য সাধকের যে সকল দোষ সমুৎপন্ন ও হয় তাহার জন্য যে দুঃখ উদ্ভূত হয়, সেই দুঃখ দমন করে বলিয়া ইহাকে যন্ত্র বলিয়া থাকেন, তন্ত্রবেত্তাগণও দুঃখ নিয়ন্ত্রন, অর্থাৎ দুঃখ নাশ করে এই জন্য যন্ত্র বলিয়া থাকেন। এই যন্ত্রের পূজা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন।

যন্ত্র কি? পূজায় যন্ত্র আবশ্যক কেন? এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হয়, তাহার উত্তরে এই যন্ত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে; যন্ত্র, তত্ত্বের প্রতীক (symbol) মাত্র। তত্ত্বের মধ্যে দেবশক্তি নিহিত রহিয়াছে, সূক্ষ্ম অদৃশ্য তত্ত্ব, বা দেবতাকে স্থূল ভাবে, বর্ণন করিতে হইলে, যেমন আমরা আমাদের ব্যবহৃত বৈখরী ভাষা অবলম্বন করিয়া তাহা প্রকাশ করি, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞ, ঋষিগণ ভাষায়, বর্ণমালায় প্রকাশ না করিয়া গূহ্য চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই চিহ্নের প্রতি অঙ্গের তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি "যন্ত্রতত্ত্ব" বিদিত হইতে পারেন, অপর লোক তাহা কেবল মাত্র কতক গুলি রেখা, বিন্দু, ত্রিকোণাদির সমষ্টি মাত্র বুঝিবেন।

এই যন্ত্রের নির্ম্মাণে, রেখা, বিন্দু, ত্রিকোণ 'বৃত্ত' চতুষ্কোণাদি অঙ্কিত করিতে হয়। বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সাধনে, ও তান্ত্রিক পূজার বিধানে এই জ্যামিতি শাস্ত্রোক্ত গুহ্য বিষয় শিক্ষা করিতে হয়।

যন্ত্রের গুহ্যতত্ত্ব, ঋষিগণ যেমন প্রকাশ করেন, তেমনি সাধকের সাধন ভেদে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর

সর্ব্বত্র সাধক বিদ্যমান। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আগ্রহানুযায়ী ঋষিগণ সেই গুহ্যতত্ত্ব তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন। সাধনার বিষয়ে কেহ ছোট বড় নাই, যিনিই অধিকারী হইবেন তিনিই অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। পাশ্চাত্যদেশও সেইজন্য এ তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মিশর ও গ্রীক্ দেশে এইজন্য যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল। মিসর দেশের প্রসিদ্ধ পিরামিডগুলি যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার ভিতরে অনেক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি বৈখরী ভাষায় নহে, পাষাণে খোদিত যন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যিনি সে তত্ত্বে বা ভাষায় দীক্ষিত হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। গ্রীক্ দেশের প্রসিদ্ধ পিথাগোরস Pythagoras ও তাঁহার শিষ্যগণ এই বিষয়, সংযত সাধকগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষার্থী সাধকগণের মধ্যে কয়েকটী বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে তিনি তাঁহাদিগকে (Akoustikos) শিক্ষা মন্দিরের স্থূল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য শ্রাবক রূপেও গ্রহণ করিতেন না। সে বিষয়গুলি এই—গণিত শাস্ত্র বিশেষতঃ জ্যামিতি, স্বর শাস্ত্র, সঙ্গীত শাস্ত্র, সৌন্দর্য্য কলাশাস্ত্র, চরিত্র সাধন ও সংখ্যা তত্ত্ব বিজ্ঞান শাস্ত্র, তত্ত্বের সহিত জ্যামিতির অঙ্কনের সাদৃশ্য, যন্ত্রের সহিত মন্ত্রের দ্বারা দেবতার আবির্ভাব, সংখ্যার দ্বারা জগত্তত্ত্ব নির্ণয় এবং প্রকৃতির প্রত্যেক গতির মধ্যে সংখ্যাই যে একমাত্র কারণ, তাহা সাধককে ক্রমে ক্রমে জানিতে হইবে। তখন বিশুদ্ধ সঙ্গীতের দ্বারা অপ্রাকৃত জগতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইলে পর উচ্চ সাধনায় সাধককে উন্নীত করা হইয়া থাকে।

কোন দেবতার ধ্যান করিলে ঐ দেবতার বিশিষ্ট "যন্ত্র" সাধকের সম্মুখে স্থূলরূপে অন্তরিক্ষে দৃষ্টি গোচর হইতে থাকে এবং ঐ অচেতন যন্ত্রে মন্ত্র-চৈতন্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হইলে দেবতাও সাকাররূপে পরিণত

হইয়া থাকেন। যে ধ্যানে, যে দেবতার রূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই রূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এ বিষয় অত্যন্ত দুর্গম। সামান্য শাস্ত্রজ্ঞান বা সামান্য সাধনার দ্বারা ইহা অনুভব করা যায় না। সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও গুরু চরণ আশ্রয় করিয়া সাধন করিলে তাহা লাভ হয়। এই জন্য পিথাগোরস (Pythagoras) অন্তর্জগতের—শিক্ষার্থী শিষ্যগণকে সর্ব্বস্ব ত্যাগের পর গ্রহণ করিতেন। যদি কোন শিষ্য তাহাতে কিয়দংশে অগ্রসর হইয়া আর অধিক দূরে অগ্রসর হইতে অপারগ হইতেন তাহা হইলে তাঁহার বিষয়াদি পুনরায় তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থাও থাকিত।

(সংখ্যা) অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, ও সঙ্গীত, এই চারিটী গণিত শাস্ত্রেরই এক একটী অঙ্গ। এই চারিটী পরস্পর পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ট ভাবে রহিয়াছে, একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর পূর্ণ ক্রিয়া হয় না ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলেও এই চারিটী তত্ত্বাঙ্গ রহিয়াছে। স্বরের সহিত, সংখ্যার সহিত, গ্রহগণের দূরত্বের সহিত এবং আকাশের মধ্যে স্থানের সহিত, ব্রহ্মের ও জীবের সম্বন্ধ স্থাপনই গণিত শাস্ত্র। পাশ্চাত্য জগতে এক-সময়ে এই সকল তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা যেরূপ হইয়াছিল এখন আর সেরূপ নাই, কিন্তু ঋষিগণের প্রিয়স্থান ভারতবর্ষে এখনও এই যন্ত্রাদি বিষয় অবলম্বনে পূজা ও সাধন প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা দুই একটী মাত্র যন্ত্রের আভাস প্রদান করিতেছি।

প্রথম কথা আমরা অনন্তকে বুঝিবার জন্য ইচ্ছুক, যাঁহার আদি অন্ত নাই, তাঁহাকে কিরূপে বুঝিতে পারি? শাস্ত্র তাঁহাকে জানিবার জন্য অনন্ত স্বরূপ গোলাকার বৃত্তকে তাঁহার প্রতীক দিয়াছেন—বৃত্তের আদি নাই—অন্ত নাই। সৃষ্টির তিনি অতীত, তাঁহাকে জানিবার কোনও উপায়

নাই। যখন সেই বৃত্তের মধ্য কেন্দ্রে একটি বিন্দু প্রদত্ত হইল, তখন তিনি অনন্ত হইতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে সান্ত হইলেন। কিন্তু তখনও তিনি সৎ স্বরূপ শিবতত্ত্ব মাত্র। যখন সেই বিন্দু দুই দিকে প্রসারিত হইয়া উভয় পরিধিকে স্পর্শ করিয়া—অর্দ্ধবৃত্তাকার ধারণ করিল, তখন প্রকৃতি-পুরুষ বা অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে আবির্ভূত হইলেন। তখনই আনন্দময় বিষ্ণু তত্ত্ব। সেই অর্দ্ধভাব যখন পুনরায় দ্বিখণ্ড, বৃত্তের মধ্যে সমান চারি খণ্ডে বিভক্ত হইল, তখন চিন্ময় রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব।

সমকোণী ত্রিভুজই প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজ, তমের সাম্যাবস্থা। সেই ত্রিভুজ (অবাঙ্ মুখ) অধোমুখ হইলে ত্রিগুণময়ী মায়া প্রকৃতি। উর্দ্ধমুখী হইলে, তাহাই বৈষ্ণবী প্রকৃতি, সচ্চিদানন্দময়ী। চতুষ্কোণ বা চতুরস্র যন্ত্র সম্বন্ধে হোমবিধি উপলক্ষে তন্ত্রসার বলিয়াছেন—

"আত্মানমপরিচ্ছিন্নং বিভাব্যাত্মান্তরাত্মা জ্ঞানাত্মরূপং।
চতুরস্রং চিৎকুণ্ডমানন্দমেখলাযুতং অর্দ্ধমাত্রাকৃতিযোনিবিভূষিতং।
নাভৌ ধ্যাত্বা, তন্মধ্যস্থ জ্ঞানাগ্নৌ জুহুয়াৎ।"

নাভিদেশে, আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন ভাবনা করিয়া, আত্মা, অন্তরাত্মা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই চতুরস্র চিৎকুণ্ড, আনন্দ মেখলা যুক্ত, অর্দ্ধ মাত্রাকৃতি যোনিবিভূষিত নাভিস্থলে ভাবনা করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান রূপ অগ্নিতে হোম করিবে।

পঞ্চকোণী যন্ত্র। ইহাকে মকর বলে, ইহা পাঁচটী ত্রিকোণে রচিত। ম অর্থে পাঁচ। পাঁচটী যাহার কর, সেই মকর। ইহা মনুষ্যের প্রতীক। মনুষ্য পঞ্চবিধ ঋণে আবদ্ধ সেই জন্য পঞ্চ কর বা বাহু। ইহার অপর নাম স্মরহর যন্ত্র। যে সাধক এই স্মরহর যন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন

তিনি কামনা জয় করিতে পারেন। যিনি এই যন্ত্র হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বদিক হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে পারেন, কোন শত্রু তাঁহাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোকাদিরূপ শস্ত্র দ্বারা বিচলিত করিতে পারে না, ইত্যাদি রূপ প্রত্যেক যন্ত্রের ভিতর গুহ্যতত্ত্বের প্রতীক বিদ্যমান রহিয়াছে।

মন্ত্র, বাচিক, উপাংশু ও মানসিক জপ হইলে তাহার একটা ফল হইয়া থাকে। মন্ত্র ক্রমাগত জপ হইলে তাহার, ছন্দ পরিস্ফুট হয়, ছন্দ সঙ্গীতের সুরের ন্যায়, সঙ্গীতের সুর ঠিক তালে হইলে তাহার, একটী রূপ হয়। সে রূপ সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাগ রাগিণীর যে রূপ আছে তাহা সাধারণ লোক বিশ্বাস করিত না। অথচ আমাদের শাস্ত্রে সেই রূপের অনেক বর্ণনা আছে। এক্ষণে সম্প্রতি সুরের সঙ্গে যে রূপের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং সুর হইতে যে রূপ উৎপন্ন হয় তাহা যন্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। (Mrs Watts Hughes) ওয়াটস্ হিউজেস সাহেবের পত্নী একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার নাম "Eido-phone" বা Voice Figure বা সুর শব্দ মূর্ত্তি।

তবলার মতন একটা প্রশস্ত নলে, এক খানা সরু পাতলা চামড়া দিয়া মুখটি অাঁটিয়া দিয়া তাহার উপর Lycopodium ছড়াইয়া দিবে সেই সূক্ষ্ম চামড়ার উপর বক্রভাবে যদি একটী বেহালার ছড়ি দিয়া ঠিক সুরে বাজান যায়, তাহা হইলে সেই সরু চামড়ার উপরে খুব সূক্ষ্ম Lycopodiumগুলির যেমন যেমন সুর বাজন হইবে সেই সেই মূর্ত্তির ন্যায় লাইকোপোডিয়মগুলি মিলিত হইয়া রূপ ধারণ করিবে। তাহাতে জ্যামিতির আকারে অনেক মূর্ত্তি পুষ্পবৃক্ষাদি ও রেখা অঙ্কিত হইবে।

যাঁহারা এ সকল বিষয় অবিশ্বাস করেন তাঁহারা এগুলির সত্যতা পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবেন। এইজন্ম যন্ত্র, সাধন রাজ্যে বিশেষ উপযোগী, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পূর্ব্বকালের সিদ্ধপুরুষগণ ইহা শিক্ষার্থীগণের জন্ম রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঋষিগণ ভারতবর্ষে দেব মন্দির নির্ম্মাণেও এই যন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যায় এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে, সাধারণ লোক একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিলে ইহা অনুভব করিতে পারিবেন। ১ম "গর্ভ গৃহ" দেবতার স্থান সহস্রার, ২য় "অর্থ মণ্ডপম্" বিশুদ্ধি চক্র, ৩য় মহামণ্ডপম্ অনাহত চক্র, ৪র্থ স্নান মণ্ডপম্ মণিপুর, ৫ম অলংকার মণ্ডপম্. (যে স্থানে উৎসব সময়ে উৎসব মূর্ত্তির বেশ রচনা করা হয়,) স্বাধিষ্ঠান চক্র ; ৬ষ্ঠ সভা মণ্ডপম্ মূলাধার চক্র। বাহিরে যে ধ্বজা স্তম্ভ প্রায় প্রত্যেক মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়. তাহা মেরুদণ্ডের প্রতীকরূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, উৎসব সময়ে বিশেষতঃ ব্রহ্ম উৎসব এবং নবরাত্রি সময়ে এই ধ্বজস্তম্ভে ত্রিবর্ণের -- লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ ধ্বজা, কুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীকরূপে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ষট্ চক্রের বিবরণ, পূর্ব্বে, অল্প পরিমাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও পূর্ণ বিবরণ গ্রন্থ ব্যতীত মন্দির মধ্যে প্রস্তরে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। চিদম্বরম্ প্রভৃতি মন্দিরগুলি যোগশাস্ত্রের যন্ত্ররূপে জগতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ কিম্বদন্তী আছে, স্বয়ং পতঞ্জলি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন কোন মন্দিরের দ্বার, জগমোহন ও রত্নবেদীস্থ মূলমূর্ত্তিতে বৎসরের মধ্যে তিথি অনুসারে, সূর্য্যোদয়ের কিরণ সমসূত্র-পাতে পতিত হয় এবং সেই তিথির সহিত দেবতার যে পূর্ব্ব সম্বন্ধ ছিল, তাহা অনুমান করা যায়, এক্ষণে, সময়ের পরিবর্ত্তনে তিথিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পঞ্চষষ্টিতম সোপান

আমার আমি

আমরা এই "বেদান্ত দর্শন সোপানে এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বর্ণনা করিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে—আমরা, আমাদের চতুর্দ্দিকে যে কিছু পদার্থ দর্শন বা অনুভব করি, তাহা এই বিশ্বের বা ব্রহ্মাণ্ডের অতি তুচ্ছ অংশ মাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল ধারণা করাতো দূরের কথা, যে পল্লীতে আমরা বাস করি, তাহার সমগ্র ব্যাপার অবগত হওয়াও আমাদের পক্ষে সুকঠিন।

সমস্ত বিষয় ধারণ করিবার উপাদান বা করণ, আমাদের ইন্দ্রিয়। সে ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি সসীম, পূর্ব্বাপর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ব্বের বা পরের সঠিক সংবাদ দিতে পারে, তাহার পর আর তাহারা পারে না।

শক্তি স্পন্দনাত্মক (Vibratory), বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র যে শক্তির স্পন্দন ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহাই প্রতিফলিত হওয়ায় আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া প্রতিক্ষণে আমাদের জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবশ্য আমাদের মনই প্রধান। জ্ঞানের বস্তু আমরা ব্যবহারিক হিসাবে ত্রিবিধরূপে বর্ণন করিয়া থাকি এবং ত্রিবিধ নামেও ব্যবহার করিয়া থাকি, ১ম আমরা, নিজেরা জ্ঞাতা, ২য় জ্ঞানের বিষয় ও ৩য় যাঁহাকে সেই জ্ঞানের বিষয় বর্ণন করিব তিনি। জ্ঞাতা আমি, জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করিব যাঁহাকে তিনি তুমি সংজ্ঞা ও জ্ঞানের বিষয় যাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ণনা করি, তাহাকে, সে

বা সেই বস্তু সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। ফল কথা, মাত্র তিনটী আখ্যা— আমি, তুমি ও তিনি, অথবা ইহাদেরই বহুবচন, তাহা ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

এই আমি, তুমি ও তিনি, তিনটাই পুরুষ। পুরে যিনি শয়ন করিয়া থাকেন তিনিই পুরুষ, পুরি বা শরীরকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, এজন্য জীব মাত্রেই পুরুষ বাচ্য।

পুরীর বা শরীরের মধ্যে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না, তাহা হইলে পুরুষ অর্থে পুরুষের শরীরই ধরিয়া লইতে হইবে। সকল শাস্ত্রে সেই পুরুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ এবং সে বা তিনি তৃতীয় পুরুষ বা প্রথম পুরুষ।

আমি অন্যলোককে প্রথম পুরুষরূপে বর্ণন করিতেছি। অন্যেও প্রথম পুরুষরূপে আমাকে বর্ণন করিতেছে। আমার গোচরে তুমি মধ্যম পুরুষ, কিন্তু চক্ষুর অগোচর হইলে তুমিও প্রথম পুরুষ। আবার প্রথম পুরুষ আমার গোচর হইলে তিনিও মধ্যম পুরুষ। চেতনের পক্ষে এগুলি সম্ভব, কিন্তু অচেতনের পক্ষে নহে।

আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অচেতন পদার্থই অধিক। গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহাদি অন্তরীক্ষস্থ অসংখ্য পদার্থ, এবং আমাদের এই পৃথিবীস্থ, সরিৎ, সাগর, ভূধর, প্রস্তর, মৃত্তিকাদি জড় পদার্থ; বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ পদার্থ; জলচর, স্থলচর ও নভচর পশু পক্ষ্যাদি এবং ইহা হইতে স্বতন্ত্র মনুষ্য। প্রস্তর Mineral, উদ্ভিদ Vegetable, পশু Animal

এবং মনুষ্য man, এই চারি ভাগে, স্থূলরূপে এই পৃথিবীস্থ পদার্থকে বিভাগ করিতে পারা যায়।

এই পৃথিবী যাহার অন্তর্গত সেই দৃশ্য গোচর বিশ্ব ভূলোক। ইহা ব্যতীত আমরা ইন্দ্রিয়ের বাসনা ও ভোগের অভিলাষ লইয়া যে জগতে বাস করি তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই বটে, কিন্তু তাহার অনুভূতি আমরা বেশ বোধ করিয়া থাকি, তাহাই ভুবর্লোক। কামনা বা ভোগের বাসনাই ভুবর্লোকের পরমায়ু। যাঁহার যত কাম্য বস্তুর উপর লোভ এবং আসক্তি, তাঁহার তত পরিমাণে ভুবর্লোকে অবস্থান জানিতে হইবে। আমরা ইহলোকে ভোগে আসক্ত হইয়া যে পরিমাণে তাহাতে লিপ্ত হইয়া যাই, সেই পরিমাণে আমাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তির কার্য্য তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় আর অন্য কোন বিষয় পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার অভ্যস্ত কার্য্যগুলি করিয়াই সুখ অনুভব করে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ কার্য্যে অভ্যাসই সংস্কার। ইহা আমরা আমাদের জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাত সারে যেমন ভাবেই করিনা কেন, আমাদের ভিতরের সংস্কার বা ছাপকে সেই মত গঠন করিয়া তুলি।

আমরা যখন স্থূল পৃথ্বীতত্ত্বে অবতরণ করি, তখন আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটী (তন্মাত্র) অণু লইয়া আসি। সেই অণুগুলির সহিত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ভূলোকে আমরা যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি তাহার সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি, সেই পৃথ্বীতত্ত্বের অণু; জন্ম-জন্মান্তরের পর্য্যন্ত হিসাবগুলির সহিত ধরিয়া রাখে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের লালসায় আমরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার ধারা-বাহিক হিসাব আমাদের আপস্তত্ত্বের অণুটি ধরিয়া রাখে। আপস্তত্ত্বের অণুটি ভুবর্লোকের সাক্ষী স্বরূপ। যতদিন জন্ম মরণ ভোগ করিতে

হইবে এই অণুটি আমাদের শুভাশুভ কার্য্যের হিসাবটী ধরিয়া দিবে। সেইরূপ মানসিক যে সকল চিন্তা আমরা করিয়া থাকি; তাহার চিত্র (photo) আমাদের উপাদান অগ্নিতত্বের অণু অবিকল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয় ও আবশ্যক মত সেই চিত্রগুপ্তের (গুপ্ত-চিত্রের) খাতায় লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করে।

এই স্বর্লোকের মধ্যে দুইটি প্রধান বিভাগ আছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, একটা রূপ অপরটী অরূপ। স্বর্লোকে মাত্র সাত শ্রেণীর দেবতা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণীর দেব গণ রূপ বান কিন্তু তদূর্দ্ধ তিন শ্রেণীর দেবগণ অমূর্ত্ত বা অরূপ।

১। যাঁহারা ইহ জীবনে, কোন প্রাণীকে বা পুত্রাদিকে, ভাল বাসেন তাহাদিগকে স্নেহ করেন, তাহাদের দুঃখ বিমোচন জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কার্য্য স্বর্লোকের সর্ব্বনিম্ন ভূমিতে আরম্ভ হয়। ২। পিতা মাতা, গুরুজন, বা সাকার রূপে সাধারণ ভাবে দেব দ্বিজে ভক্তি করেন, তাঁহারা তদূর্দ্ধ ভূমিতে অবস্থান করেন। ৩। যাঁহারা তাঁহার ভক্তি ভাজন, তাঁহাদের তত্ব জানিবার জন্য কখন কখনও ইচ্ছা করেন অথচ সংসারের কুহকে তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা স্বর্লোকের তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ৪। যাঁহারা জগতের মধ্যে, দর্শন বিজ্ঞান, শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া জগতের মধ্যে তাহার প্রচার করিব এই রূপ আশায় শিক্ষাদি সাধন করেন, তাঁহারা রূপ স্বর্গের চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। ইহার পর অরূপ স্বর্গের প্রারম্ভ।

যাঁহারা জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত রূপ ভাবনা না করিয়া কেবল মাত্র গুণ ভাবনা করিতে অভ্যাস করিয়াছেন এবং গুণ ভাবনায় নিজে

সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানকে আয়ত্ব করিয়া নিষ্কাম ভাবে অবস্থান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই অরূপ দেবতার লোকে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ক্রমে যতই তাঁহাদের এই ধ্যান গাঢ়তর হইতে গাঢ়তম হইবে ততই তাঁহারা অরূপ লোকের সর্ব্বোচ্চস্তরে গমন করিবেন।

অগ্নিতত্ত্বের অণু এই সাধন গুলি, জীবের সমস্ত ইতিহাসটী সংগ্রহ করিয়া অন্তর্জগতের যথাযত তত্ত্ব রক্ষা করিতেছে।

এই ভূর্ভুবঃ স্বঃ সাধারণতঃ ত্রিলোক। সাধারণ জীব এই তিন লোকেই গমনা গমন করিয়া থাকে। শুভাশুভ কর্ম্ম বসে জীব এই তিন লোকেই পরিভ্রমণ করে। যাঁহার কর্ম্ম শুভ তিনি অনেক দিন স্বর্গাদি লোকে বাস করেন, আবার পুণ্য ক্ষয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন।

মানুষ, ইন্দ্রিয়ের লালসা ত্যাগ করিয়া কাহাকেও না ভাল বাসিলে তাহার কখন স্বর্গ ভোগ হয় না। মানুসের পুত্র না হইলে সকলে বলিয়া থাকে তাহার পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হইল না, মানুষের—নরনারীর পুত্র হইলে অকৃত্রিম ভাবে তাহাকে ভাল বাসে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। জীব জন্তুর মধ্যেও এই নিয়ম, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত শাবকেরা নিজে আহারাদি করিতে না পারে। মনুষ্যের আসঙ্গ লিপ্সার সহিত স্নেহ, প্রেম, মৈত্রী এবং পর-দুঃখ কাতরতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি অমরত্ব লাভের গুণ গুলি বিকাশ পাইয়া থাকে, এবং তাহাই তাহাকে চিন্ময় জগতের দিকে লইয়া যায়।

এই তিন লোক লইয়াই সংসার। ইহা নশ্বর, কিন্তু নিষ্ফল নহে ভাগবত শাস্ত্রে বলিতেছেন—

এতাবান্ জীব লোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ।
ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ। ৯। ১০। ৩ স্কন্ধঃ।

এই তিন লোকই জীব লোকের ভোগ্য স্থানের রচনা বিশেষ। কাম্য কর্ম্মের ফল স্বরূপ, একারণ প্রতি কল্পে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। ব্রহ্মলোক অর্থাৎ মহ, জন, তপঃ, সত্য, এরূপ ধ্বংসশীল নহে, পরার্দ্ধদ্বয় স্থায়ী, কেবল মাত্র নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল। যাঁহারা কেবল মাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের এই সকল লোকে গমনান্তর মুক্তি হইয়া থাকে।

এই তিন লোকের মধ্যে একটী শৃঙ্খল আছে। ভুবর্লোক চেতনজীবে পূর্ণ, সকল লোকই চেতনজীবে পূর্ণ, সে লোক পৃথিবীস্থ জীব বাধ্য হইয়া ভোগ করে বটে, কিন্তু সে জগতে স্থায়ী অধিবাসীও আছেন, যাঁহাদের নাম কাম-দেবতা। তাঁহারা জীবকে কামনার সহিত বদ্ধ করিয়া দেন। মানব ভূলোকে অবস্থান কালে কামনা বিষয়ে যে সকল চিন্তা করিয়াছিল, কাম-দেবতাগণ তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার সেই কামনানুরূপ বাসনাময় শরীর গঠনে সহায়তা করেন। কামদেবগণ যেমন অসংখ্য, তাঁহাদের কার্য্যও সেইরূপ অসংখ্য প্রকারের।

ভুবর্লোকের আপস্তম্বের অণুকে তাঁহারা জীবের বাসনানুরূপ ভাবে রঞ্জিত করিয়া দেন। মনুষ্যের যত প্রকার কামনা বা ভোগ লালসা আছে বা হইতে পারে, তাহার সমুদায়ের মূল এই কামদেবতাগণ, তাঁহারাই মনুষ্যকে এই ভোগ-লালসার উপাদান ও শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

ইহাই যখন অনিবার্য্য নিয়ম, তখন আমিও এই তিন লোকের মধ্যে আমার নিজের কর্ম্মের ফলে যে যাতায়াত করি, তাহার মধ্যে নিত্য কোনটী? প্রথমে ভূলোকে আমি পিতা মাতাকে আশ্রয় করিয়া স্থূল দেহ লইয়া এই যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এই স্থূল দেহ কি আমি? আপাততঃ আমার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এই স্থূল দেহ লইয়া, এবং দেহের সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা সম্পর্ক তাহাদের লইয়া! আমার বলিতে আমার ঘর, বাড়ী, বিষয়, স্ত্রী, পুত্র আত্মীয় স্বজন, এই সকল গুলিকে লইয়া সংসার মঞ্চে আমি অভিনয় করিতেছি। এইগুলিকে আমি আমার বলিয়া দাবী করিলেও এই সকল পদার্থগুলির যখন যাহার সংসারের অভিনয় শেষ হইবে, তখনই সে চলিয়া যাইবে এবং যখন যাহার অভিনয় আরম্ভ হইবে, তখন সে নূতন মূর্ত্তিতে আসিয়া অভিনয়ে যোগদান করিবে। থিয়েটারাদির অভিনয় যেমন প্রায় এক রাত্রের মধ্যেই অবসান হয়, আমারও অভিনয় এক জীবনের মধ্যেই শেষ হইবে। কিন্তু শেষ হইবার পূর্ব্বে যাহাদের লইয়া আমি অভিনয় করিতেছি, তাহারা বাধ্য হইয়া আমাকে ছাড়িয়া গেল, আমার কোন শক্তি নাই যে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখি; তাহা হইলে আমার বলিয়া আমি যে দাবী করিতেছি, সে দাবী আমার থাকিল কৈ? তবে আমার স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কেহই তো আমার নহে।

তাহার পর যাহাকে—যে দেহকে লইয়া আমি, সে দেহ তো আমাকে অবশ্য একদিন ত্যাগ করিতেই হইবে। ইহাতে কোন ওজর আপত্তি করিলেও চলিবে না। যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া আপাততঃ আমার আমি, সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার কোথায়? সে দেহের পরিণাম কৃমি, বিষ্ঠা ও ভষ্ম, পরিশেষে পঞ্চভূতে লয়। ইহাই

কি আমার আমির পরিণাম ? না, তাহা হইতে পারে না। প্রথমতঃ আমারই সন্তান সন্ততিগণ পুরুষানুক্রমে আমারই বিত্তবাদিতে আমারই স্থলাভিষিক্ত হইয়া ভোগ দখলাদি করিতে রহিল, আরও দেখা যায়, এই নিয়মটা জগতে সমস্ত জীবের মধ্যে একই ভাবে, প্রকারান্তরে কার্য্য করিতেছে ও তাহারই ফলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বাপর সজীব রহিয়াছে। পরন্তু আমি হিন্দু সন্তান, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত অনুশাসন বাক্য অবহেলা করিতে পারি না কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাহার সঠিক জ্ঞানও পাই না।

আরও দেখি এই গ্রহনক্ষত্র সমন্বিত সমগ্র সৌরজগৎ অনন্তকাল হইতে অনন্ত ব্রহ্মে মিলিত হইবার জন্য নানাভাবে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল হইয়াও সর্ব্বদা গতিশীল, এমত অবস্থায় আমার স্থূল দেহের পরিণামে, আমিই বা বিশ্ব নিয়মের অধীন থাকিয়াও কিরূপে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারি ?

আমিতো বিশ্ব নিয়ন্তা নহি, কাজেই আমাকে স্থূল দেহের অন্তে শাস্ত্রীয় অনুশাসন ক্রমে সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া ভুবর্লোকে অবস্থান করিতেই হইবে। স্থূল দেহ বিয়োগের পর ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় ভোগের লালসা লইয়া, সূক্ষ্ম ভুবর্লোকেও আমাকে লালসার বশবর্ত্তী হইয়া যে বাসনাময় দেহ আমি গঠন করিয়াছি তাহার ভিতরে বাধ্য হইয়া বাস করিয়া আমি আমার স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিতেছি এখন সেই দেহ লইয়া আমি আমার দেহকে সেই আমি মনে করিতেছি, কিন্তু সে দেহও বাসনার ভোগের বস্তুর অভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ নষ্ট হইয়া যাইবে। তখন আমার ভুবর্লোকের লীলাও ফুরাইবে। আমার বলিতে যে প্রিয় ভোগ্য পদার্থগুলির সূক্ষ্ম দৃশ্য ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া

যাইবে এবং তাহার সহিত সে দেহটাও নষ্ট হইয়া আমাকে অন্ত লোকে যাইতে বাধ্য করিবে।

এ স্থানে স্থূল দেহে অবস্থান কালীন শুভকার্য্য আমি জীবনে যাহা যাহা করিয়াছি, তাহার ফলে যে সুখময় সূক্ষ্ম শরীর ধারণের বীজ সংগ্রহ করিয়া ছিলাম, তাহা লইয়া আমি এক নূতন দেহ ধারণ করিলাম। দুইবার আমার মৃত্যু হইয়াছে, তৃতীয়বার আমিই সূক্ষ্ম স্বর্লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ইহা আমার সেই পৃথিবীতে অবস্থিতি কালের কর্ম্মের শুভ ফলে।

পূর্ব্বে পৃথিবীতে অবস্থান কালে, আমি যে সকল গুণের চর্চ্চায় সময় কাটাইয়া ছিলাম এবং আপন প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সুখের জন্ত বা সাধারণের উপকারের জন্ত যে সকল মঙ্গল জনক কার্য্য করিয়াছিলাম, সেই চেষ্টায়, সেই ভাবনায়, আমার মনের যে-উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলাম, তাহার দ্বারা স্বর্লোকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়াছিল, কারণ স্বর্লোক অগ্নিতত্ত্ব। অগ্নিতত্ত্বের যে তন্মাত্র জীবের শরীরে অবস্থিত, সেই তন্মাত্র এই মঙ্গল জনক শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ভাবনায় স্পন্দিত হইয়া, স্বর্লোকবাসী রূপদেবতাগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাঁহারা তখন সেই আমার তেজতত্ত্বের তন্মাত্রাকে সেই ভাবে রঞ্জিত করিয়া দেন। আমি যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সেই লোকে গমন করি, তখন আমার সেই তন্মাত্রার ভিতরে আমার ভূলোকের জীবনে যতপ্রকার শুভানুষ্ঠান করিয়াছিলাম তাহার ধারাবাহিক লিপি তাহাতেই লিখিত হইয়াছে এবং সেই লিপি অনুসারে আমার সুখভোগ হইয়া থাকে।

তাহার পর সেই আমি নিঃস্বার্থ ভাবে জগতে যে সকল অনুষ্ঠান

করিয়াছিলাম এবং জাগতিক বস্তুর আকারগত চিন্তা (concrete) ব্যতীত তাহার ভাবময় (abstract) চিন্তায় যত দূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহার দ্বারায়. স্বর্লোক বাসী অরূপ-দেবতা গণের সহিত তখন আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা আমার সেই অগ্নি তত্ত্বের তন্মাত্রাতে তাঁহাদের সেই ভাবের ভাবনাদি অঙ্কিত করিয়া দেন এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে আমাকে আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। প্রকৃতির মধ্যে এই সকল বিহিত নিয়মানুসারে অতি সুশৃঙ্খলায় কর্ম্ম সকল সম্পাদিত হইতেছে। আমি যখন ঊর্দ্ধলোকে গমন করিব তখন এই সকল স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে বাধ্য হইব।

এই নিয়মই ত্রিলোক-বাসী জীবের মধ্যে প্রচলিত। সাধারণ লোকের মধ্যে ইহাই সাধারণ নিয়ম। ইহাকেই পিতৃযান বলে।

দেবযানের গতি এই পর্য্যন্ত হইয়া তাহার পর ঊর্দ্ধদিকে আরও অগ্রসর হইয়া পরিশেষে পুনরাগমন হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

জীব যখন এই উচ্চ স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করে তখন, স্বর্লোক বাসী অরূপ দেবতাগণ, সেই জীবের, বহিরাবরণের যে অণু (অগ্নিতত্ত্বের) তাহাতে তাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ভাবময় চিন্তাপ্রণালীর সমগ্র চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া দেন। যখন আমিও এই নিয়মের অধীন তখন সেই অণুটিতে আমারও ভাবী জীবন এই রূপে গঠিত হইবে সন্দেহ কি।

ভাবময় চিন্তার সমগ্র ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। তৎপরে রূপ-দেবতাগণ তাঁহাদের, পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপনের ইতিহাসটি তাহাতে সংযোজিত করিয়া দেন। তাহার পর যখন, ভুবর্লোকে জীব অবতরণ করে, তখন

কামদেবগণ তাঁহাদের সেই পূর্ব্ব সম্বন্ধ, জীবের, অগ্নিতত্বের তন্মাত্রার বহিরাবরণ আপতত্ত্বে রঞ্জিত করিয়া দেন।

এই তিনটি দেবতা এই নিয়মে আমার দেহ গঠিত ও তাঁহাদের সম্বন্ধে রঞ্জিত করিয়া জীবরূপে ভূর্লোকে অবতরণ করান। জীব দেহত্যাগ করিলে, ভুবর্লোকে লালসা, ইন্দ্রিয় ভোগের পরিণাম ভোগ করিয়া, স্বর্লোকে সুখময়, সুখাবত্তী ভোগ করে, কিন্তু তাহাতেই সকল ভোগের শেষ হয় না। কর্ম্মের, ভোগের অবশেষ থাকিয়া যায়। বেদান্তে তাহাকে অনুশয় বলে। কোন ভাণ্ডে ঘৃত রাখিলে ঘৃত বাহির করিয়া লইলেও সেই ভাণ্ডে তাহার অবশেষ কিছু রহিয়া যায় তাহাকে বাহির করিতে পারা যায় না। সেইরূপ জীবের কর্ম্মফল ত্রিলোকের মধ্যে বিচরণের সময় ; তাহার যথাযথ ভোগ হইয়া ক্ষয় হইলে তাহার অবশিষ্ট কিছু থাকে, সেই ভোগাবশিষ্ট অনুশয় লইয়াই জীব জন্মগ্রহণ করে। সেই অনুশয়ী-জীব, ভূলোকে আগমন করে, এখানে আবার নূতন কর্ম্ম, অনুষ্ঠানে উত্তম বা অধম ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় লোক লোকান্তরে পরিভ্রমণ করে, আমিও এ নিয়মের বহির্ভূত নহি।

এক্ষণে জীব যখন স্বর্লোক হইতে অবতরণ করে, তখন তাহার অবতরণের সহিত, অগ্নিপ, রূপ ও কাম দেবতাগণের প্রদত্ত, ভাব ও শক্তি সূক্ষ্ম তন্মাত্রকে আশ্রয় করিয়া ভূর্লোকে অবতরণ করে। ছান্দোগ্যে ইহাকে পঞ্চাগ্নিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শংকরাচার্য্য বলিয়াছেন জীব শ্রদ্ধ, সোম, বর্ষা, অন্ন, রেতোরূপে আহুতি ক্রমে গর্ভাশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় স্বর্লোক হইতে অবতরণের প্রণালীতে স্থূল ভৌতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থাকে আপ শব্দে অভিহিত

করিয়াছেন। শ্রদ্ধার দ্বারা দ্যুলোকে প্রবেশ করা যায়, এই জন্য শ্রদ্ধা প্রথমে উক্ত হইয়াছে, সত্যকে ধারণ করিবার শক্তিকে, আস্তিক্যকে শ্রদ্ধা-বান বলা হয়। এই শ্রদ্ধা না থাকিলে স্বর্লোকে প্রবেশ করিতে পারে না। এই শ্রদ্ধাই অপ্ স্বরূপ। অপ্ শব্দ বহুবচনান্ত, সেই অপ্ সমূহই শ্রদ্ধা অবলম্বনে সংস্কার-বিশেষ সম্পন্ন হইয়া আগমন করে, অপের স্বধর্ম্ম, যখন যে পাত্রে থাকে, তখন সেইরূপই ধারণ করে। পার্থিব জড়রূপ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া অবতরণ করে, সেই সকল অবস্থাকেই আপ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্ম গায়ত্রীর শেষে আর একটী শ্রুতি তাহার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং হোমাদিতে সেই মন্ত্রও বিশেষ ভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। সে মন্ত্রটি এই—

"ওঁ আপো জ্যোতীরসামৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্।"

প্রণবস্বরূপ সেই ব্রহ্ম, ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকে আপঃ, জ্যোতি, রস ও অমৃতরূপে অবস্থিত।

আমরা সেই সবিতৃদেবের বরণীয় ভর্গকে, জ্যোতিকে, (তেজকে) ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিতেছেন্।

হলায়ুধ সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলেন—দেবতা অসুর, পশু পক্ষী কীটাদির ভিতরে সেই ভর্গ-জ্যোতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, স্থাবরে, পাষাণাদি মণি, ধাতু প্রভৃতিতে সেই ভর্গ তেজো মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে, বৃক্ষ ওষধি তৃণাদিতে, সেই ভর্গ রস রূপে, জঙ্গমে, প্রাণীগণের মধ্যে তাহাই অমৃত রূপে অবস্থান করিতেছে। হলায়ুধ শেষে বলেন—"কিন্তুতোঽসৌ ভর্গঃ, "অমৃতং" অমৃত নামা জ্যোতির্ম্ময়ো যশ্চেতনাত্মা প্রাণিনাং হৃদয়ে

বসতি, সোঽপি ভর্গ এবেত্যর্থঃ। তথাহি প্রাণিনাং হৃদয়ে সূর্য্যমণ্ডলমস্তি, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে সোমমণ্ডলম্। সোমমণ্ডল মধ্যে তেজঃ, তেজোমধ্যে সত্যম, সত্য মধ্যে পরমাত্মা।

এই সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। জীবাত্মা উচ্চ স্বর্লোক হইতে অবতরণ সময়ে আপ, অর্থাৎ প্রথমে অরূপ দেবতা, দ্বিতীয় রূপ দেবতা, তৃতীয় কামদেবতার আবরণে আবৃত হইয়া জড়ে পতিত হইয়া থাকে, যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

পাষাণ মণি ধাতুনাং তেজো রূপেণ সংস্থিতঃ
বৃক্ষৌষধি তৃণানাঞ্চ রস রূপেণ তিষ্ঠতি।

পাষাণ, মণি, ধাতুতে তেজঃ রূপে এবং বৃক্ষ, ওষধি, তৃণে তাহাই, রসরূপে অবস্থান করিতেছে, ও তাহাই চেতনা, অমৃত রূপে প্রাণী বর্গের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে।

মনুষ্য হইবার পূর্ব্বে, পাষাণ, তাহার পর বৃক্ষাদি, তাহার পর পশু, পক্ষী পরিশেষে মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করে।

পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া শেষে মনুষ্য যোনিতে জীব আগমন করে। এক্ষণে জীব মাতৃগর্ভে, পিতৃ শুক্র আশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিলে, ভ্রূণ অবস্থায় মাতৃ গর্ভেও পাষাণ (কলল বুদ্‌বুদাদি অবস্থা) উদ্ভিদাদির আকার ও পশুর আকার ধারণ করিবার পর মনুষ্যের আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যাহা সম্পন্ন হইতে যুগ যুগান্তর সময় অতিবাহিত হইত এক্ষণে তাহা প্রায় দশ মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু এখনও সেই সেই অবস্থা গুলির ভিতর দিয়াই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের আবরণে আবৃত হইলেও জীবের নিজের একটী স্বরূপ আছে. পূর্ব্বে যে পঞ্চকোষের উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলিই জীবের আবরণ, জীব তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ,

সেগুলি সবই আমার, আমি নহি। আমি পঞ্চকোষ বিনির্ম্মুক্ত আত্মা। এই (আমি আত্মা, জ্ঞানময়, কিন্তু আবরণে আবৃত হইয়া অজ্ঞ হইয়া আছি। যেমন দীপ ভিতরে উজ্জল ভাবে জলিতেছে কিন্তু, তাহাতে উপর্য্যুপরি পাঁচটি চিম্‌নী দিয়া ঢাকা, চিম্‌নীগুলি কেহই স্বচ্ছ নহে। আনন্দময়, বিজ্ঞানময় কিয়ৎ পরিমাণে স্বচ্ছ হইলেও মনোময়, প্রাণময় ও বিশেষতঃ অন্নময় কিছু মাত্র স্বচ্ছ নহে। তাহার ভিতর হইতে জীবের জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। হিরণ্ময়কোষে জীবন্মুক্তগণের আভাস ক্ষণিক প্রকাশ পায় মাত্র।

ভূরাদি সকল লোক ভেদ করিবার শক্তি, আত্মার নিজ শক্তি। সেই আত্মাই পরমাত্মার সহিত সংযোগের সেতু। সেই সেতু দ্বারা পরব্রহ্মে যুক্ত হইলে আর জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, কিছুই থাকে না, সব দূর হইয়া যায়। অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়; রোগাদি তাপ হইতে মুক্ত হয়, তখন আর অন্ধকার রাত্রি থাকে না, সর্ব্বদাই, দিন হইয়া থাকে। ব্রহ্ম জ্যোতিতে সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

"অথ য আত্মা স সেতু বিধৃতি রেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতু মহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্নশোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং, সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহত পাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।"

"তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্‌বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভি নিষ্পদ্যতে সকৃদ্‌বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।" ছান্দো-

গ্যোপনিষৎ ৮ প্রপাঠক চতুর্থ খণ্ড ১।২।

তখন—ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।

মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১১।১।

অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম সম্মুখে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম উত্তরে ও দক্ষিণে আবার এই ব্রহ্ম ঊর্দ্ধ ও অধ দিকেই ব্যাপ্ত এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই সমস্ত বিশ্ব।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। মুণ্ডক ২।৫।

একমাত্র আত্মাকেই জান, অন্য গ্রাম্য কথা ত্যাগকর, কারণ এই পরমাত্মাই সংসার উত্তরণের অমৃতময় সেতু। আমিও যখন এই সকল পূর্ব্বোক্ত নিয়ামর অধীন তখন আমার এই সকল অবস্থা হইতে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না, অতএব আমি এই যে দেহাশ্রিত আমাকে আমি মনে করিতেছি, তাহা বাস্তবিক নহে প্রকৃত পক্ষে একই ব্রহ্ম-সূর্য্যকিরণের ন্যায় অনন্ত ভাবে ও অনন্তরূপে ও গুণে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ মান, আমি সেই ব্রহ্মরূপ সূর্য্যকিরণের একটি সামান্য অংশু মাত্র তাহা হইলে আমি তাঁহা হইতে কিরূপে ভিন্ন হইতে পারি? তবে আমাকে আমি যে সামান্য জীব বলিয়া মনে করি ইহাই অধ্যাসের প্রকৃত ফল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই যদি তাঁহার বিকাশ এবং জ্যোতিমান পদার্থ, ও যদি তাঁহার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত, তখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

"সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ,
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

এই তো আমি ও আমার বা ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ হইল, এখন ত্রিলোকের সহিতও আমার যে নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাও আমি ভুলিয়া আছি—আমি যখন এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইলাম, আমার আত্মীয় স্বজন সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, মঙ্গলশঙ্খ বাদনাদি নানাবিধ আনন্দোৎসব করিলেন, কিন্তু আমি সঙ্গ বিচ্যুত হইয়া ক্রন্দন করিলাম, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে?

যাঁহারা আমার জন্মে আনন্দ করিলেন। তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না যে আমার জন্য অপর লোক, যাঁহাদের নিকট আমি এতদিন ছিলাম তাঁহারা আমার জন্য ইঁহাদের পরিমাণে শোক করিতেছেন। আবার যখন আমি এই পৃথিবীর আত্মীয় স্বজনকে ফেলিয়া অর্থাৎ ভুলোক হইতে ভুবর্লোকে যাইব তখনও এই ভাবে ইঁহারা শোক করিবেন ও ভুবর্লোকের অধিবাসিগণ আনন্দ করিবেন, এইরূপ সমস্ত জীবই আমার মত যাতায়াত করিতেছে ও করিবে, তবে কেবল নাট্যাভিনয়ে নায়ক নায়িকার বেশভূষা পরিবর্ত্তনের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন আবরণে ভূষিত হইয়া যাতায়াত মাত্র। এইরূপে আমার আমির অস্তিত্বও নিত্য ও মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয়ের ন্যায় পরিশেষে আমিও সেই সঙ্গে পরব্রহ্মে লয় বা মুক্তি প্রাপ্ত হইব, এ কারণে ব্রহ্ম ও আমি উভয়েই যখন নিত্য, তখন উভয়েই এক বস্তু, কেবল কোথাও আবৃত ও কোথাও অনাবৃত। এই মাত্র জ্ঞান হইলে আর মৃত্যুভয় কোথায়? শোক কোথায়? কাহার জন্যই বা শোক? বেশ ভূষার পরিবর্ত্তন জন্য কিসের দুঃখ—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগণসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং ত্বং নমামি।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

পরিশিষ্ট

"বেদান্ত দর্শন সোপানে" বেদান্তের বাহিরের বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, কেবল মাত্র স্থূলভাবে শরীরের একটী আভাস দেওয়া হইল। এ শরীর এখনও প্রাণহীন, ধ্যান, জপ ও ক্রিয়াদিদ্বারা ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সৎগুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ধ্যান জপ ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তবে, চৈতন্তের বা প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

ধ্যান ও জপের সঙ্গে, ক্রিয়ার একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ক্রিয়ারদ্বারা যত অল্প সময়ে, অল্প আয়াসে এই চেতনার ক্রম সম্পন্ন হয়, অন্ত কোন উপায়ে এত শীঘ্র হয় না। এই জন্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণ, গোপনে এই সকল বিষয় অনুগত প্রিয় শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন, এখনও সে সকল শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব হয় নাই। বিশেষতঃ অজপা সাধন, প্রাণায়াম ও মহামুদ্রা এই তিনটি শিক্ষায় অন্তান্ত সকল শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করে। এই তিনটীও আবার আচার্য্যগণের সাধনার মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যোগি শাস্ত্রাদিতে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা ব্যতীত অনেক প্রক্রিয়া গুরু পরম্পরা ক্রমে চলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা গ্রন্থাদিতে প্রকাশ নাই।

এইরূপ প্রণালী, অথচ যাহাতে শরীরের ও মনের কোন রকম ব্যাধি বা আধি পীড়া দিতে না পারে, এইরূপ অনুষ্ঠান এই মূল চৈতন্ত ভারতী মহাশয়ও শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যিনি সাগ্রহে ঐকান্তিক ভাবে শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আনন্দ সহকারে এই প্রায় ৮৫

বৎসর বয়সেও তাঁহাকে শিক্ষা দিতে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। যে ক্রিয়ার বলে ৮৫ বৎসর বয়সেও সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ থাকিতে পারেন, তাহা সকলেরই শিক্ষা করা উচিত, এমন সুবর্ণ সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। তিনি সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য এই গুপ্ত সাধন প্রণালী লিখিয়া এই পুস্তকের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেগুলি সাক্ষাৎ ভাবে শিক্ষা করাই উচিত, পাছে তাহাতে অনেকে অনেক প্রকার ভুল বুঝিয়া সাধন করেন ও ঠিক ক্রিয়ার উপযোগী ফল না পান এবং তাহাতে, মূল চৈতন্য ভারতী মহাশয়ের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে ও অনেকের অবিশ্বাস জন্মাইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি তাহা মুদ্রিত করিলাম না।

বিনীত—

প্রকাশক

মূল চৈতন্য ভারতী মহাশয়ের উপস্থিত ঠিকানা—

"ভারতী আশ্রম"

৪৪নং শীতলা তলা লেন, মানিকতলা, পোঃ নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৸৶০	১৯	বিরিদুত	বিদুরিত
১০	৪	বতার্থ	যথার্থ
১৩	২০	তাহব	তাহার
১৩	২১	বুদ্ধবৃত্তির	বুদ্ধিবৃত্তির
১৩	৭	জম্মান্তস্ত	জন্মান্তস্ত
৩৮	১৯	জলরে	জলের
৫০	১৪	চৈনস্ত	চৈতন্ত
৬৩	৩	খদ্যাদি	খাদ্যাদি
৬৫	৩	তহার	তাহার
৭০	৩	ফদি	যদি
৭১	১৭	শ্রেণীর	শ্রেণীর
৭২	২	স্বলোক	স্বর্লোক
৭৩	১১	কবিরা	করিয়া
৯৫	২	আসক্তি	আসক্তি
৯৬	১৭	সর্ব্ব বেদান্তাসদ্ধান্ত	সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত
৯৬	২০	ব্রহ্মাণ	ব্রহ্মণি
১০২	১৪	তইন	তখন
১৩২	৮	প্রঙ্ক	পঙ্ক
১৩২	১৩	সাধনাপালব্ধঃ	সাধনোপলব্ধঃ
১৩৩	১২	উদাবরণ	উদাহরণ
১৩৭	১৩	অসীমরূপে	সসীমরূপে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৩	২	বেদান্ত রাদিগণের	বেদান্ত বাদিগণের
১৭০	১	নিম্বাক	নিম্বার্ক
১৯৮	১১	উপয়	উদয়
১৯৯	৭	পঞ্চতী	পঞ্চভী
১৯৯	১১	পঞ্চত্রী	পঞ্চভী
২০০	১৯	এবঃ	এবং
২০১	৫	জাবালোপনিষৎ	জাবালোপনিষৎ
২০২	১২	মুষুপ্তি	সুষুপ্তি
২০২	১৫	প্রেত্তানি	প্রোতানি
২০২	১৯	উর্দ্ধ	উর্দ্ধ
২০৩	৪	মূর্দ্ধমনাল	উর্দ্ধনালমধোমুখ

গ্রন্থকারের বয়োধিক্য ও প্রকাশকের শারীরিক অস্বস্থতাহেতু এবং অল্প সময়ের মধ্যে ইহার মুদ্রাঙ্কণ সমাধার কারণ এই পুস্তকের স্থানে স্থানে কিছু কিছু মুদ্রাঙ্কন ভ্রম অসংশোধিত রহিয়া গিয়াছে তজ্জন্য আমরা উভয়ে বিশেষ দুঃখিত, আশা করি সুহৃদ্ পাঠকগণ এই পত্র সাহায্যে ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন। ইহা ব্যতীত যদি আরও কোথাও কিছু ভ্রম থাকে তাহার জন্যও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত করিলে বিশেষ অনুগৃহীত মনে করিব।

মাঘীপূর্ণিমা ১৩৪১।
১৩, মহেন্দ্রবসু লেন, শ্যামবাজার
কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
প্রকাশক।